সহীহ হাদীস ও জরুরী মাসায়েল

-ঃঃ লেখক ঃঃ-

মুফতি মৌলানা মুমতাজ হোসেন মিসবাহী

শায়খুল হাদীস, মাদ্রাসা জামিয়া গৌসিয়া রেজবীয়া গাড়ীঘাট, মুর্শিদাবাদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

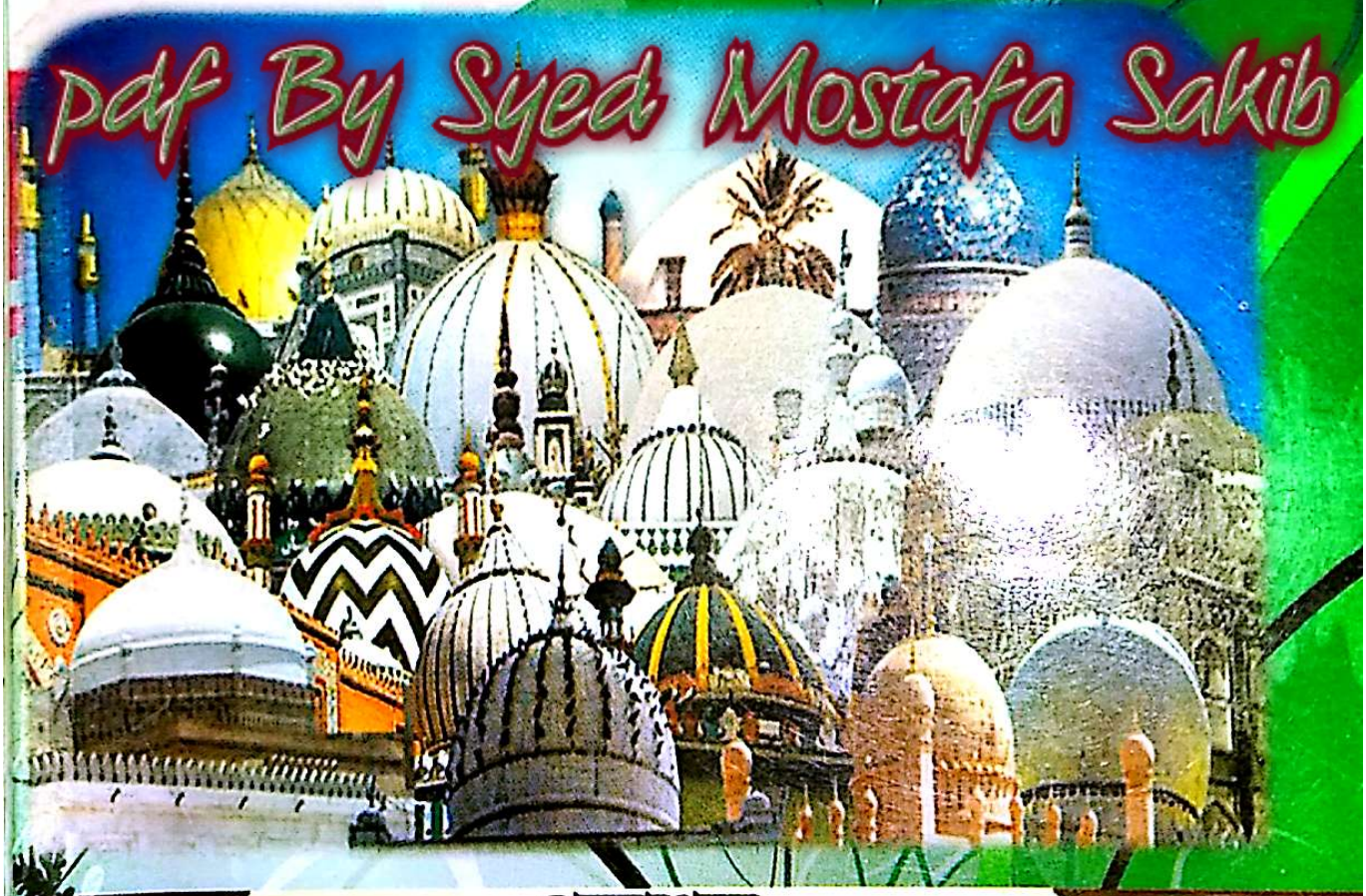

প্রকাশক

হাফিজ ক্বারী মৌঃ মোঃ মুসলিম রেজা রেজবী

সহ শিক্ষক মাদ্রাসা গাওসিয়া মঈনিয়া সুন্নিয়া সুন্দোরপুর বড়ুয়া, মুর্শিদাবাদ

Mob.- 9733438213

নিউ কালিমীয়া বুক ডিপো

৫তলা মসজিদ রোড (সোনালী মার্কেট) কালিয়াচক, মালদহ।

Mob.- 9733417841, 9733330555

Email - kalimiabookdepot@gmail.com

লেখকের কলমে প্রকাশিত

(১) আহাদীসে সাহীহা সে ইলমে গাইব কা সোবুত - উর্দু।
(২) সাহীহ হাদীসো কি রৌশনী সে রোয মাররাকে জারুরী মাসাইল - উর্দু।
(৩) ফাযাইলে দোওয়া সহীহ হাদীসের আলোতে।
(৪) সহীহ হাদীস ও জরুরী মাসাইল।

প্রাপ্তিস্থান

১) গাওসিয়া লাইব্রেরী- মেছুয়া বাজার কোলকাতা
২) ইসলামিয়া বুক ডিপো চাঁন্দনী মার্কেট কালিয়াচক মালদাহ
৩) কালিমিয়া বুক ডিপো- কালিয়াচক মালদা
৪) নুরী বুক ডিপো- রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
৫) রেজা লাইব্রেরী- নলহাটি বীরভূম
৬) সাঈদ বুক ডিপো- কলিয়াচক মালদা
৭) নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো- কালিয়াচক মালদা
৮) মুফতি বুক হাউস রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
৯) মাদ্রাসা জামিয়া গওসীয়া আশরাফীয়া (বড়রা) বীরভুম
১০) আযহারী পুস্তাক ভান্ডার (উধয়া চৌক রাজমহল)
১১) হাজী বুক স্টোর (রঘুনাথগঞ্জ মর্শিদাবাদ)
১২) ফায়যানে ক্বাদেরী বুক স্টোর (দরগাডাঙ্গা) মাজার শরীফ(রাজমহল)

প্রকাশক
হাফিজ ক্বারী মৌঃ মোঃ মুসলিম রেজা রেজবী
সহ শিক্ষক মাদ্রাসা গাওসিয়া মঈনিয়া সুন্নিয়া সুন্দোরপুর বড়ুয়া, মুর্শিদাবাদ
Mob.- 9733438213

নিউ কালিমীয়া বুক ডিপো
৫তলা মসজিদ রোড (সোনালী মার্কেট) কালিয়াচক, মালদহ।
Mob.- 9733417841, 9733330555
Email - kalimiabookdepot@gmail.com

Rs. 90.00

সহীহ হাদীস ও জরুরী মাসায়েল

-ঃঃ লেখক ঃঃ-

মুফতি মৌলানা মুমতাজ হোসেন মিসবাহী
শায়খুল হাদীস, মাদ্রাসা জামিয়া গৌসিয়া রেজবীয়া গাড়ীঘাট, মুর্শিদাবাদ।

প্রকাশক
হাফিজ ক্বারী মৌঃ মোঃ মুসলিম রেজা রেজবী
সহ শিক্ষক মাদ্রাসা গাওসিয়া মঈনিয়া সুন্নিয়া সুন্দোরপুর বড়ুয়া, মুর্শিদাবাদ
Mob.- 9733438213

নিউ কালিমীয়া বুক ডিপো
৫তলা মসজিদ রোড (সোনালী মার্কেট) কালিয়াচক, মালদহ।
Mob.- 9733417841, 9733330555
Email - kalimiabookdepot@gmail.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

হে লোকেরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে।

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ

এবং নামাজ ক্বায়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশলীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

সহীহ হাদীস
ও
জরুরী মাসায়েল

লেখকঃ-

মুফতি মৌলানা মুহম্মদ মুমতাজ হোসেন মিসবাহী

শায়খুল হাদীস, মাদ্রাসা জামিয়া গাওসিয়া
রেজবীয়া গাড়ীঘাট,মুর্শিদাবাদ,
স্থায়ী ঠিকানা
গ্রামঃ- বাগপিঞ্জরা, পোঃ- উধওয়া, রাজমহল
জেলাঃ- সাহেব গঞ্জ, ঝাড়খন্ড।
মোবাইল নং-৭৭৯৭৯৩৭৩১৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

সহীহ হাদীস ও জরুরী মাসায়েল

প্রথম প্রকাশ:- ২২০০
দ্বিতীয় প্রকাশঃ- ১১০০
দ্বিতীয় প্রকাশ কাল:- মে ২০১৬ সাল
বিনিময় মূল্য:-৯০/ টাকা মাত্র

টাইপ সেটিং
রেজবী কম্পিউটার প্রেস্ এণ্ড এ গিফট হাউস
প্রোঃ-মৌঃ মোঃ উমার ফারুক রেজবী
মোঃ-৯১৫৩৭২৩৭৫৫ umarfarukrajbi@gmail.com
মহম্মদপুর★(ফজলিতলা)★ নওদা★মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ)

পরিবেশণায়:- মুফতী মোঃ মুহসিন আলি রেজবী
ও
মুফতী মোঃ তাফাজ্জুল হোসেন খাঁন

প্রাপ্তিস্থাণ:-

১) গাওসিয়া লাইব্রেরী- মেছুয়া বাজার কোলকাতা
২) ইসলামিয়া বুক ডিপো চাঁন্দনী মার্কেট কালিয়াচক মালদাহ
৩) কালিমিয়া বুক ডিপো- কালিয়াচক মালদা
৪) নুরী বুক ডিপো- রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
৫) রেজা লাইব্রেরী- নলহাটি বীরভূম
৬) সাঈদ বুক ডিপো- কলিয়াচক মালদা
৭) নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো- কালিয়াচক মালদা
৮) মুফতি বুক হাউস রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
৯) মাদ্রাসা জামিয়া গওসীয়া আশরাফীয়া (বড়রা) বীরভুম
১০) আযহারী পুস্তাক ভান্ডার (উধয়া চৌক রাজমহল)
১১) হাজী বুক স্টোর (রঘুনাথগঞ্জ মর্শিদাবাদ)
১২) ফায়যানে ক্বাদেরী বুক স্টোর (দরগাডাঙ্গা) মাজার শরীফ(রাজমহল)

সহীহ হাদীস ও জরুরী মাসায়েল

"লেখকের কথা"

যাবতীয় গুনগান ও প্রশংসা সেই বিশ্ব নিয়ন্তা মহান আল্লাহ পাকের প্রতি যিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁরই করুনায় ও মহা নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাদক্বায় আমার "সহীহ্ হাদীস ও জুরুরী মাসায়েল" নামক পুস্তিকটি কোন রকমে লিপিবদ্ধ করলাম তার পর জামিয়া গাওসিয়া রেজবীয়া গাড়ীঘাট মুর্শিদাবাদ এর ফযীলত ও সাদেসার ছাত্র গুলি বলল যে হুজুর এই বইটি খুব ভালো অতএব আমরা এই বইটি ছাপাবার দায়িত্ব গ্রহন করলাম তাই আমি তাদেরকে জানুয়ারী ২০১৫ সালে ছাপাবার দায়িত্ব প্রদান করেছিলাম তারপর একদা আমার স্নেহাশিস হাফিজ ক্বারী মাওলানা মোঃ মুসলিম রেজা রেজবী আমাকে বলল যে হুজুর বর্তমান যুগে হানাফী মাজহাবের মাসয়ালা মাসায়েল গুলি সহীহ হাদীস থেকে প্রমান করার খুবই প্রয়োজন ছিলো তাই আপনি যখন এই কাজটি করে ফেলেছেন তো আমাকে খুব ভালো লেগেছে অতএব ছাপাবার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হোক তাই দ্বিতীয় সংস্করনে আমি তাকে ছাপাবার দায়িত্ব দিলাম।

আল্লাহ পাক যেন তাদের হায়াত বাড়িয়ে দিয়ে দীর্ঘজীবি করেন এবং দ্বীনি ইসলামের খিদমাত করার তৌফিক দান করেন।

(আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন।)

ইতি মুহাম্মাদ মুমতাজ হোসেন মিসবাহী
তারিখ- ইং২০ ই মে ২০১৬

প্রকাশকঃ-
হাফিজ ক্বারী মৌঃ মোঃ মুসলিম রেজা রেজবী
গ্রামঃ- সাদিকপুর
পোঃ- গনকর
থানাঃ- রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ
শিক্ষকঃ-মাদ্রাসা গাওসিয়া মঈনিয়া সুন্নিয়া সুন্দোরপুর বড়ুয়া
জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমিকা

বর্তমান যুগে কিতাবের অভাব নাই কিন্ত সহী হাদীসের আলোকে হানাফী মাজহাব অনুযায়ী বাংলা ভাষায় কিতাবের প্রচুর অভাব রহিয়াছে। দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত, ও লা-মাজহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মসলা মাসায়েল এবং নামাজ শিক্ষার বই হানাফী দিগের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হইতেছে। যাহার কারণে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে আমার "সুন্নী-হানাফী" ভায়েরা বিভ্রান্তের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছেন। কারণ এই সমস্ত মাসায়েল ও নামাজ শিক্ষার কিতাব গুলিতে নিজেদের খুশি মত "হানাফী মাজহাব" বিরোধী নিয়ম কানুন লিপিবদ্ধ করিয়া ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিতেছে। যথা তাকবীরে তাহরীমাতে কান পযর্ন্ত হাত উঠাইতে হইবে না, বুকের উপরে হাত বাঁধিতে হইবে ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করিতে হইবে, আমিন উচ্চ স্বরে বলিতে হইবে, নামায শেষে দোআ পাঠ করিতে হইবে না, ইক্বামতের সময় মোক্তাদীকে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা শ্রবণ করিতে হইবে, বেতের নামাজ এক রাকাআত, খুতবার আযান মসজিদের ভিতরে দিতে হইবে ইত্যাদি। উপরোক্ত সমস্ত মাসয়ালার উত্তর বিশেষ করিয়া "সহীহ হাদীস" দ্বারা দেওয়া হইয়াছে। যদি কেহ একটি দলিল ভ্রান্ত প্রমান করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে ২৫,০০০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। উক্ত বদ আক্বীদাহ থেকে আমার সুন্নী ভায়েদের ঈমান ও আমল বাচাঁনোর জন্য "সহি হাদীস ও জরুরী মাসায়েল" নামক কিতাবটি উপস্থিত করিয়াছি। আমার স্নেহাশিষ মৌলানা আব্দুল হালিম আমার কাছে অনুরোধের পর অনুরোধ করেন মোবাইল ফোণের

মাধ্যমে যে, "সহীহ হাদীস" থেকে প্রমানিত একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করুন! যাহাতে হানাফী মাজহাবের মসলা মাসায়েল এবং নামাজের নিয়ম কানুন গুলি এই কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু মাদ্রাসা ও মসজিদের দায়িত্ব পালন করিবার ব্যস্ততায় তাহা সম্ভব পর হয়নি। অবশেষে যখন মাদ্রাসায় কিছু দিনের জন্য ছুটি পাইলাম সেই ছুটির ফাঁকে লেখনির কাজ শুরু করিবার জন্য মনস্থির করিলাম। যদিও এই কাজটি আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কারণ, হাদীস শরীফ থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা সবার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি খাশ করিয়া দোওয়া করি এবং অশেষ ধন্যবাদ জানাই যে, এই কিতাবটি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আমার অন্তরে অনুপ্রেরনা দিয়েছেন আমার স্নেহাশিস **মৌলানা আব্দুল হালীম সাহেব**। তিনি শুধু অনুপ্রেরনা দিয়া ক্ষান্ত হন নাই বরং সমস্ত প্রকারের দায় দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই দ্বীনি খিদমতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখিয়া এবং হুজুর পাকের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া কলম ধরিলাম। গত ২১শে শাবাণ ১৪৩৪ হিজরী, ১লা জুলাই ২০১৩ তারিখ সোমবার ফজরের নামাজের পর। সব শেষে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আজিজাম **মৌলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল রেজবী সাহেব** কে কান্দি বাহাদুরপুর শিক্ষক জামিয়া নুরিয়া মোস্তাফাবিয়া কাশিয়া ডাঙ্গা, জঙ্গীপুর মুর্শিদাবাদ। ও হজরত মুফতী **মুহাম্মাদ মহসিন সাহেব কে (শিক্ষক জামিয়া গাওসিয়া রেজবীয়া গাড়িঘাট মুর্শিদাবাদ।)** এবং মাষ্টার আসমাউল হক্ব মালদাবী ও গোলাম মুস্তার্শেদুল কাদেরী গনকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাহারা নিজেদের মূল্যবান সময়কে আমার পুস্তকটির জন্য ব্যয় করিয়া দ্রুত ভাবে নজরদারী করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে দীর্ঘায়ু করুন এবং আমাদের সকল কে শরীয়ত মোতাবীক জীবন যাপন করিবার তাওফীক দান করুন।

আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন
বেজাহে সাইয়েদিল মোর্সালীন(সাল্লাল্লাহ আলাইহে
সাল্লাম)
ইতি
মৌলানা, মুহম্মদ মুমতাজ হোসেন মিসবাহী

-ঃ সূচী পত্র ঃ-

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	মেসওয়াক (দাঁতন) করা সুন্নাত.....	১৬
২	বিসমিল্লাহ না পড়ে অযু করলে অযু অসম্পূর্ণ হয়.....	১৭
৩	উম্মাতে মোহাম্মাদির জন্য অযুর ফজিলত.....	১৮
৪	অযুর পানির সঙ্গে গোনাহ ঝরে যায়.....	২৯
৫	ক্বিয়ামতের দিন অযুর অঙ্গ চমকাইবে.....	২১
৬	অযু ও পবিত্র থাকা ঈমানের অঙ্গ.....	২৩
৭	সময়ের পূর্বে আযান হলে আবার দ্বিতীয় বার দেওয়ার হুকুম.	২৫
৮	মসজিদে আযান হওয়ার পর নামাজ না পড়ে চলে যাওয়া নিষেধ.	২৬
৯	আযানের জবাব দেওয়ার পর দরুদ শরীফ পাঠ করতঃ প্রার্থনা করা.....	২৭
১০	আজানে নবী পাকের নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন দেওয়া সুন্নাত.	২৯
১১	আযান ও এক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া কবুল হয়ে থাকে	৩২
১২	খোৎবার আযান মসজিদের ভিতরে দেওয়া মাকরুহ.....	৩২
১৩	নামাজ শুরু করার সময় কান পযর্ন্ত হাত উঠানো সুন্নাত	৩৪
১৪	নামাজে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নীচে বাঁধতে হবে.	৩৫
১৫	নামাজ পড়ার সময় হাতে ভর দিয়ে বসা মাকরুহ.....	৩৯
১৬	পায়ের আঙ্গুল ক্বিবলা মুখী রাখা ফরজ.....	৪১
১৭	পা পায়ের সঙ্গে ও কাঁধ কাঁধের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া.....	৪২
১৮	নামাযে লাইন সোজা না করলে মুখ মন্ডল কে ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে	৪৩
১৯	আজানে লটারীর বিবরন.....	৪৪
২০	নামাজি ব্যাক্তির সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া নাজায়েজ ও গোনাহ.....	৪৫
২১	ইমামের পিছনে ক্বেরাত বৈধ নয়.....	৪৬
২২	গোপনীয় নামাযে কেরাত নিষেধ.....	৫১

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২৩	প্রকাশ্য নামাযে কেরাত নিষেধ	৫১
২৪	ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহার ক্বেরাত নিষেধ	৫৩
২৫	মসজিদে যতক্ষন নামাযের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষন সে ব্যক্তি নামাযের সওয়াব পেতে থাকে	৫৫
২৬	নামাজ, রোজা, ও স্বাদক্বা গোনাহ মোচন করে	৫৬
২৭	জামায়াতের সঙ্গে নামাজ আদায় করলে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়	৫৭
২৮	মোক্তাদিগন ফরজ নামাজের জন্য কখন দাঁড়াবে?	৫৮
২৯	ইমামে শাফীয়ী (রাহেমাহুল্লাহ আলাইহে) মাজহাব	৬০
৩০	ইমামে আজাম আবু হানিফার (রহেমাহুমুল্লাহ আলাইহি) মাজহাব	৬১
৩১	ইমামের পূর্বে মাথা তোলা কঠোর নিষেধ	৬৩
৩২	ফরজ নামাজের পর ইমাম সাহেব কে ক্বেবলার দিকে মুখ করে বসে থাকা মাকরুহ্	৬৬
৩৩	রুকু ও সাজদা যাওয়ার সময় দুই হাত উপরে উঠাবে না	৬৮
৩৪	রাফা ইয়াদাইন বাতিল	৭০
৩৫	তাহয়্যাতুল অযু মসজিদে পড়া সুন্নাত, মাকরুহ সময় ছাড়া	৭১
৩৬	আসর ও ফজরের ফরজ নামাজের পর সুন্নাত, নফল, নামাজ আদায় করা নিষেধ	৭২
৩৭	পাগড়ী ও টুপি পরে নামাজ পড়ার প্রমান	৭৪
৩৮	নাক ও কপালে সাজদা জরুরী	৭৭
৩৯	জামাআতের সহিত নামাজ আদায় করা অয়াজিব	৭৭
৪০	আসরের নামাজের সময়	৭৯
৪১	আসরের নামাজের ফজিলত	৮১
৪২	আসরের পরে কাজা নামাজ পড়ার বিধান	৮৪
৪৩	ইমামের জন্য যাহা ওয়াজিব	৮৫
৪৪	সকাল উজ্জল করে ফজরের নামাজ পড়া অতি উত্তম	৮৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪৫	বেতের নামাজ তিন রাকাত	৮৮
৪৬	দুয়া এবাদতের মগজ	৯৩
৪৭	দুয়া একমাত্র ইবাতদ ।	৯৩
৪৮	আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে দুয়া খুবই প্রিয়তম	৯৪
৪৯	দুই হাত উত্তোলন করে দুয়া করা নবী মুস্তাফার সুন্নাত	৯৫
৫০	দুয়ার সময় সিনা পর্যন্ত হাত উত্তোলন করা হুজুরের সুন্নাত	৯৬
৫১	দুয়া করার আদব	৯৭
৫২	হাত উত্তোলন করে দুয়া করলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়না	৯৭
৫৩	দুয়া করার সময় হাত উত্তোলন করা ও মুখোমন্ডলের উপর বুলিয়ে নেওয়া সুন্নাত	৯৮
৫৪	তাড়াতাড়ি না করলে আল্লাহ তা'য়ালা দুয়া কবুল করিয়া থাকেন	৯৯
৫৫	দুয়ার শেষে দুই হস্ত দয়কে মুখে বুলিয়ে নেওয়া সুন্নাত	১০০
৫৬	যারা আল্লাহর নিকটে প্রর্থনা করে না তাদের প্রতি নারাজ হন.	১০০
৫৭	দরূদ শরীফ ব্যতিত দুয়া কবুল হয় না	১০১
৫৮	হুজুর আলাইহিস সালাম যে দুয়াটি অধিক বার পড়তেন	১০১
৫৯	যে ব্যক্তি নিম্নের দুয়াটি ঈমানেরর সহিত পাঠ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব	১০২
৬০	ফরজ নামাজের পর এবং মধ্য রাত্রিতে দুয়া কবুল হয়ে থাকে.	১০৩
৬১	নামাযের পর হামদ ও দরূদ পাঠ করতঃ দুয়া করার হুকুম	১০৩
৬২	দুয়া করার নিয়ম	১০৫
৬৩	খোদার দিকে প্রবল ইচ্ছা করুন	১০৬
৬৪	নামাযের পরে যে সব দুয়া একাকী ভাবে করা যায় সেই সমস্ত দুয়াগুলি নিম্নে লিখা হল	১০৬
৬৫	এক সঙ্গে দুয়া করার অধ্যায়	১০৭
৬৬	দুয়া কবুল হওয়ার শর্ত	১১২
৬৭	অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দুয়া করলে তাড়াতাড়ি কবুল হয়	১১৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৬৮	নবী ও ওলীদের ওসিলা বা মাধ্যম বানিয়ে দোয়া করা জায়েয	১১৪
৬৯	আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া কবুল হয়ে থাকে.	১১৫
৭০	নামাজের পরে দোয়া করা জায়েজ.....	১১৬
৭১	ভুল হয়ে যাওয়ার পর তওবা করার ফজিলত.....	১১৭
৭২	চাঁদ দেখে রোজা রাখা ও চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করা জরুরী	১১৮
৭৩	প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্য চাঁদ দেখা তাদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য অন্য দেশের মানুষের জন্য নহে.....	১১৮
৭৪	কতিপয় কারণে রোজা ভঙ্গ না হওয়ার হাদীস.....	১২০
৭৫	অবস্থা ভেবেনির্দেশ এর পরিবর্তন	১২১
৭৬	রমজান মাসের দিনে স্ত্রী সহবাস করা হারাম.....	১২২
৭৭	ভুল বশতঃ পানাহার ও স্ত্রী সহবাসে রোজা ভঙ্গ হয় না.....	১২৪
৭৮	নাপাক অবস্থায় ফজর বা সকাল হয়ে গেলে রোজা শুদ্ধ হবে.	১২৬
৭৯	যুদ্ধের সময় রোজা রাখার ফজিলত.....	১২৮
৮০	নামাজের পরে তাসবীহ পড়ার গুরুত্ব	১২৮
৮১	মসজিদের প্রান্তরে দৌড়ে যাওয়া নিষেধ.....	১৩১
৮২	দুই হাতে মোসাফা করা নবীর সুন্নাত.....	১৩২
৮৩	দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ.....	১৩৩
৮৪	কাবা শরীফের দিকে মুখ কিংবা পিঠ করে পেশাব ও পায়খানা করা নাজায়েয	১৩৫
৮৫	গোনাহ থেকে তওবা করার ফজিলত.....	১৩৬
৮৬	পূর্ণ মোমিন হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হল রসুলের প্রতি ভালোবাসা স্থাপন করা	১৩৭
৮৭	প্রতিবেশিকে কষ্ট দেওয়া হারাম.....	১৩৮
৮৮	সাত শ্রেণীর লোক ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়া তলে স্থান পাবে.....	১৩৯
৮৯	কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের প্রতি আল্লাহ দৃষ্টি পাত করবেন না.....	১৪০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৯০	কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন সেবণ করে মসজিদে যাওয়া নিষেধ....	১৪১
৯১	মৃত ব্যক্তি কে চুম্বন দেওয়া জায়েয	১৪৩
৯২	মাজার ও কবর জিয়ারত জায়েয এবং সুন্নাত.....	১৪৫
৯৩	প্রত্যেক ধর্মীয় মহফীলে ফেরেস্তারা হাজির হন.....	১৪৭
৯৪	একবার মদ্যপান করায় চল্লিশ দিন যাবত নামাজ কবুল হয় না ..	১৪৮
৯৫	পরনিন্দা কারীর পরিনাম.....	১৫০
৯৬	আত্ম হত্যা কারীর শাস্তির বিধান.....	১৫১
৯৭	তিনটি ভয়াবহ গোনাহের ইঙ্গিত.....	১৫২
৯৮	সাতটি ধবংসকারী কাজ.....	১৫৩
৯৯	ছিনতাই এর কবলে পড়লে করনীয় কি.....	১৫৪
১০০	গর্ব অহংকার করা হারাম.....	১৫৫
১০১	হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম নবুওতের ডিগ্রী (উপাধী) কবে পেয়েছেন.....	১৫৬
১০২	পাহাড়, পাথর, কাঁকর, গাছ, লতা, পাতা, হুজুরকে সালাম	১৫৭
১০৩	জানায়....	১৫৮
১০৪	পাহাড়ের ফেরেস্তা সমূহ হুজুরের নিকট কী আবেদন করে?	১৫৯
১০৫	খেজুরের কাঠ ছোট বাচ্চার মত কাঁদতে আরম্ভ করল.....	১৬১
১০৬	একটি জন্তুকে জল পান করানোর জন্য জান্নাত প্রাপ্ত	১৬১
১০৭	মিলাদ শরীফ উদযাপিত করা যায়েজ.....	১৬৩
১০৮	হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম চতুর দিকে একই রকম দেখেন.	১৬৪
১০৯	হুজুর আলাইহিস সালাম হজরত আবু হুরাইরাকে ইল্ম দান করলেন	১৬৫
১১০	শরিয়তি জ্ঞান গোপন করা হারাম.....	১৬৬
১১১	মেয়েদের জন্য মাজার জিয়ারত করা না জায়েজ	
১১২	বুযুর্গব্যাক্তিদের রেখে যাওয়া বস্তুকে বরকত বা উন্নতির জন্য বাড়িতে রাখা জায়েয.....	১৬৬
১১৩	হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুরুদ-সালাম শুনতে পান এবং সালামের উত্তরও দেন.....	১৬৯
১১৪	ক্বিয়ামতের প্রান্তরে আল্লাহ তা'য়ালার সাক্ষাৎ ও দর্শন লাভ.	১৭০

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা মুফতী মোহাসিন আলী রেজবী ক্বাদেরী ২৪ পরগনা

–ঃ অভিমত ঃ–

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাজুল মোর্কারাম ও মোহতারাম জনাব শাইখুল হাদীস হজরাতুল আল্লাম **মুফতী মুহাম্মাদ মোমতাজ হুসাইন ক্বাদেরী হাবিবী মিসবাহী** সাহেব কিছুদিন পূর্বে আমার নিকটে "সহীহ হাদীস ও জরুরী মাসায়েল" নামক পুস্তিকাটির এলোমেলো পান্ডুলিপি খানা দিয়ে বলেন যে, কেমন হয়েছে একটু চোখ বুলিয়ে নিলে ভাল হত। উস্তাদের কথা ফেলতে না পেরে অনেক রকমের ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও যতটা সম্ভবপর হয়েছে মোটামুটি ভাবে দেখেছি। তাতে হুজুর ক্বিবলা আমার পূর্ন বাংলাভাষী না হয়েও যে ভাবে বাংলা ভাষায় কোরান–হাদীসের দলিলসহ মাসায়েল– গুলি ফুটিয়ে তুলেছেন প্রসংসার যগ্যে আশাকরি পাঠক– পাঠিকাগন বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়ে নিজ নিজ অমুল্য সম্পদ ঈমান ও আমলকে বাঁচাতে সচেষ্ট হবেন এবং সঠিক আমল করার চেষ্টা করবেন।

অবশেষ আল্লাহ পাকের নিকট দোওয়া করি যে, আমার হুজুর ক্বিবলাকে আল্লাহ পাক যেন দীর্ঘজিবী করে আরো কিছু লেখার শক্তি প্রদান করে দ্বীনি ইসলাম তথা আহলে সুন্নাত অ–জামাতের খিদমাত করার তৌফিক দান করেন এবং তাহা পরকালের নাজাতের অসিলা রূপে গন্য হয়।

ইতি
তাং– ০১/০৪/২০১৫

আমীন ইয়া রব্বালআলামীন
হুজুরের নগন্যছাত্র
মোঃ মহসিন আলী রেজবী সুন্নীউল ক্বাদেরী
শিক্ষকঃ–
(মাদ্রাসা) জামিয়া গওসিয়া রেজবীয়া (আরবী ইউনিভারসিটি)।
গাড়ীঘাট রোড, রঘুনাথগঞ্জ।
জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ)
ফোন নং ৯৭৩৩৫৩৩৪২৭

মুনাজিরে ইসলাম খাতিবে বাঙ্গাল মুফতি মোহাঃ আলিমুদ্দীন রেজবী সাহেব মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ)।

সংকলন ও সংকলক সম্পর্কে দুটি কথা

দারসে নেযামীয়ার বর্ষিয়ান শিক্ষক আমার মাননীয় উস্তাজ শাইখুল হাদিস মুফতী মোঃ মুমতায হোসাইন হাবিবী মিসবাহী পশ্চিম বাংলা ও ঝাড়খান্ডের আর কোনো অ-পরিচিত ব্যাক্তি নন।

তিনি পশ্চিম বঙ্গের মালদা জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত খাট্টি টোলা নামক গ্রামে ১৯৫৯ সালের ১৪ই আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয়ঃ- মোঃ মুমতাজ হুসাইন, তাঁর পিতা হেজাব আলী, তাঁর পিতা জুলাদ্দি তাঁর পিতা মোঃ আলী তাঁর পিতা পিয়ারুদ্দিন।

শিক্ষা দীক্ষাঃ- তিনি ধর্মীয় প্রথামিক লেখা পড়া শুরু করেন নিজ গ্রামের মক্তব খানায় সেখান থেকে দারুল উলুম আমানাত, তারপর মাদ্রাসা সেরাজুল উলুম দারিয়া পুর কালিয়াচকে ভর্তি হন।

অতঃপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে উত্তর প্রদেশে পাড়িদেন এবং ভারতের অন্যমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়াতুল আশরাফিয়া মিসবাহুল উলুম, মুবারকপুর, আযাম গড়ে ১৯৮০ সালে শওয়াল চাঁদে ভত্তির সুযোগ লাভ করেন। সেখানে দীর্ঘ ৬ বৎসর যাবৎ লেখা পড়ার পর ১৯৮৬ সালে শাবান মাসে উল্লেখ যোগ্য রেজাল্ট করে ফারেগ হন।

শিক্ষকতা জীবনঃ- ফারাগাতের পরে পরে-ই তিনি অধ্যপনার কাজ শুরু করেন। তিনি সর্ব প্রথম ১৯৮৬ সালে শওয়াল চাঁদের শেষের

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিকে রাজমহল নিবাসী বিখ্যাত চতুর্বেদী বক্তা হজরত মওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম সাহেবেরে পরামর্শে জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জ, গাড়ীঘাট "জামিয়া গওসিয়া রেজবীয়া" মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস পদে যোগ দান করেন। সেখানে বেশ কয়েক বছর থাকার পর " জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া" রঞ্জিতপুর শাইদাপুরে দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ শাইখুল হাদিস পদে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত কাজ করেন। সেখান থেকে তিনি মালদা জেলার বিখ্যাত মাদ্রাসা "জামিয়া ক্বাদেরীয়া মাযহারুল উলুম আলীপুরে ৮ বছর, তার পর রাজমহল এলাকার নাম করা প্রতিষ্ঠান "ফুল বাড়িয়া মাদ্রাসায়" অতঃপর হুজুর পীর সাহেবের হুকুমে দারিয়াপুর কালিমিয়া মিশনে ৪ বছর অধ্যাপনা করার পর সময়ের বিশেষ চাহিদা পূরন করার জন্য, ০৩/০৩/ ২০১৪ তারিখে রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাট "জামিয়া গওসিয়া রেজবীয়ায়" পুনরায় শাইখুল হাদিস পদে যোগদান করেন।

মাযহাব ও মাসলাকঃ- তিনি ইমামে আযাম আবুহানিফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাসলাক তথা মাসলাকে আ'লা হজরতের অনুসারী।

বায়েত গ্রহণঃ- বিশ্ববিখ্যাত আল্লাহর ওলি, হুজুর মুজাহিদে মিল্লাত, হজরত আল্লামা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান আব্বাসী, ক্বাদেরীর (উড়িস্যা) রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পবিত্র হস্তে তিনি বায়েত গ্রহণ করেন। তাঁর-ই কলমে উর্দু ভাষায় বিশ্বনবীর পবিত্র ইলমে গায়েবের উপর প্রথম প্রনয়ন হিসাবে আল-আহাদীসুস সাহীহা বিল মাদ্দতিল গায়বিয়া নামক সংকলনটি প্রথম থেকে শেষ অবধি না হলেও মধ্যে মাঝের কিছু অংশে নজর বুলানোর সুযোগ পেয়েছি। তাতে আমার মনে হয়েছে যে, সংকলক যার পর নাই পরিশ্রম করে

পবিত্র কুরআন এবং বহু সহী হাদীসের আলোকে বিষয় ভিত্তিক বিষয়টি তুলে ধরতে সফল হয়েছেন। বর্তমান যুগে সরল প্রাণ সাধরণ মুসলমানদের ঈমান, আক্বিদা ও আমল কে বাঁচাবার জন্য। এ ধরনের পুস্তকটির ব্যাপক প্রচার এবং লেখকের "ইলমে নাফেয়" "আমলে সলেহ" হায়াতে ত্বয়য়েবা" এবং সিহাতে কুল্লিয়া কামনা করি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার প্রিয় হাবিব রহমাতুল্লিল আলামীনের ওসিলায় কবুল করেন।

আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন
(হুজুরের নগন্য ছাত্র)
মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী জঙ্গীপুর
শিক্ষক- নাইতশামসেরিয়া হাইমাদ্রাসা
পোঃ-বাড়ালা মুর্শিদাবাদ
৫ই ডিসেম্বর ২০১৪ পবিত্র জুম্মার দিন

pdf By Syed Mostafa Sakib

মেসওয়াক (দাঁতন) করা সুন্নাত

তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড ১২ পৃষ্ঠা মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ১২৭ পৃষ্ঠা বাবো মা-জাআ ফিস-সেওয়াক।

ترمذی شریف جلد اول ص ۱۲ باب ماجاء فی السواك مسلم شریف جلد اول ص۱۲۸ باب السواك

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰی اُمَّتِیْ لَاَمَرْ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ اَیْ عِنْدَ كُلِّ وَضُوْءٍ بخاری شریف جلد اول ص ۲۰۹ عن جابر و زید بن خالدقال ابو هریرة عن النَّبِیِّ ﷺ لو لا ان اَشَقَّ علی امتی لَاَ مَرْ تُهُم بِا لسواكِ عِندَ كل وضوءٍ ویروىٰ نحوه عن جابر و زید بن خالد عن النبی ﷺ

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হতো তাহলে আমি প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে (অযুর পূর্বে) দাঁতন করার হুকুম দিতাম।

নোটঃ- এই হাদীসের টিকায় মহমান্য মোহাদ্দিসগন এবং ফেক্বাহ শাস্ত্রের মহা পন্ডিতগণ বলেছেন, প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে অযু করার সময় দাঁতন করা সুন্নাত । দলিল পেশ করেছেন আহমাদ ও তিবরানী হাদিসের কিতাব থেকে। ফায়জানে সুন্নাতের লেখক মিশকাত শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, মিসওয়াক বা দাঁতন করে নামাজ পড়ার ফজিলত মিসওয়াক না করে নামাজ পড়ার থেকে ৭০ সত্তর গুন বেশি । "নুরুল ইজাহ"

এর শারাহ "মারাকিউল ফালাহ" তে লেখা আছে যে, হজরত আলী এবং হজরত আতা رضی الله عنهما বর্ণনা করেছেন ৯৯ (নিরানব্বই) গুণ বরং ৪০০ (চারশত) গুণ বেশি নেকী। এখানে ৭০ থেকে ৪০০ গুন পযর্ন্ত বলা হয়েছে। উলামাগণ বলেছেন এই সব পার্থক্য নামাজী ব্যক্তীর ইখলাসের উপর নির্ভর করে। যাইহোক ইহা ছাড়া দাঁতনের আরো অনেক উপকারের কথা বলা হয়েছে। সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করলে একটি স্বতন্ত্র দফতরের দরকার।

বিসমিল্লাহ না পড়ে অজু করলে অজু অসম্পূর্ণ হয়

তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড বাবো ফিত্তাসমিয়াতে ইনদাল অজুয়ে

ترمذ شریف جلد اول ص٦ باب فی التسمیة عند الوضوء

عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَدَّتِهٖ عَنْ اَبِیْهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ یَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ

অর্থঃ- হজরত রাবাহ বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন নিজের দাদা হতে, তিনি নিজ পিতা হতে। তাঁর পিতা বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যাক্তি অজুর প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করলনা তার অজু অসম্পূর্ণ থাকল। ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া প্রথম খন্ড ২৫৪ পৃষ্ঠাঃ-

اِذَا تَطَهَّرَ اَحَدُكُمْ فَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ فَاِنَّهٗ یَطْهُرُ جَسَدُهٗ كُلُّهٗ فَاِنْ لَمْ یَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلٰی طُهُوْرِهٖ لَمْ یَطْهُرْ اِلَّا مَامَرَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِیُ وَالْبَیْهَقِیُّ فِیْ سُنَنِهٖ وَالسِّیْرَازِیُ فِی الْقَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ–সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পড়ে অযু করল তার সর্ব অঙ্গ পবিত্র হয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না পড়ে অযু করল তার শুধু মাত্র সেই অঙ্গ পবিত্র হল যে গুলো ধৌত করেছে। উক্ত হাদীস থেকে বিসমিল্লাহ শরীফের ফজিলত ও বরকত বুঝা গেলো।

উম্মতে মোহাম্মাদীর জন্য অযুর ফজিলত

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ১২৬ পৃষ্ঠা

مسلم شريف جلد اول ص١٢٦ باب استحباب اطالة الغرة

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّاءُ فَغَسَلَ وَجْهَهٗ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى حَتّٰى اَشْرَعَ فِى الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى اَشْرَعَ فِى الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى حَتّٰى اَشْرَعَ فِىْ السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى اَشْرَعَ فِىْ السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاءُ وَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهٗ وَ تَحْجِيْلَهٗ

অর্থ ঃ- হযরত নাইম ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন আমি একদা আবু- হুরায়রাকে অযু করতে দেখলাম, আবু-হুরায়রা নিজেরে মুখমন্ডল এবং হস্তদয় ধৌত করলেন, এমনকি ধৌত করতে করতে উভয় কাঁধ পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার উপক্রম হল মাথার মাসাহ (মাথায় হাত ফিরাইলেন) করলেন। তারপর উভয় পাধৌত করলেন এমন কি গোড়ালীর উপর পিন্ডলী পর্যন্ত ধৌত করলেন। অত:পর বললেন আমি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ- সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাত রোজ কিয়ামতে অযুর দ্বারা জ্যোর্তিময় চেহারা এবং দীপ্তমান হাত পা নিয়ে উপস্থিত হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে নিজ মুখ-মন্ডলের জ্যোতি বাড়াতে চায় সে যেন এই ভাবে অযু করে।

অযুর পানির সঙ্গে গোনাহ ঝরে যায়

مسلم شريف جلد اول ص ١٢٥ باب خروج الخطايا مع الوضوء

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّاءَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِالْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠা অযুর অধ্যায়

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, কোন মুসলমান অথবা কোন মো'মিন ব্যক্তি যখন অযু করে তখন মুখ মন্ডল ধৌত করার সঙ্গে সঙ্গে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার সেই সব গোনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে তার দুই চুক্ষর দৃষ্টি পড়েছিল এবং যখন দুই হাত ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার সেই সকল গোনাহ বের হয়ে যায় যে সব তার দুই হাত করেছিল। আর যখন দুই পা ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার সেই সকল গোনাহ বের হয়ে যায় যে সবের দিকে তার পদদ্বয় অগ্রসর হয়ে ছিল। ফলে অযুর শেষে লোকটি গোনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّاءَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِالْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ

তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা অযুর অধ্যায়

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লাম বলেছেন। যখন কোন মুসলমান কিংবা কোন মো'মিন বান্দা অযু করলো আর নিজের মুখ মন্ডল ধুয়ে নিলো তার মুখমন্ডল হতে ঐ সমস্ত গোনাহ (ছোট গোনাহ) পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে ঝরে যায় যার দিকে সে দুই নয়নে দেখেছিল অথবা চোখের দ্বারা যে গোনাহ হয়েছিল ঝরে যায়। আর যখন হস্তদ্বয় ধৌত করে তখন পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে সেই গোনাহ গুলো বের হয়ে যায যে সব তার দুই হাত করেছিলো আবার যখন দুই পা ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দু সাথে তার সেই সকল গুনাহ ঝরে যায় যে সব গুনার দিকে তার পা অগ্রসর হয়েছিল। এমনকি সে "গুনাহ থেকে পরিস্কার হয়ে যায়"

নোট ঃ- মোহাদ্দিসগন এই হাদীসের ব্যাখ্যাতে বলেছেন যে বিসমিল্লাহর সহিত অযু করলে সমস্ত শরীর ছোট গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। আর যদি বিসমিল্লাহ না পড়ে তাহলে যে সমস্ত জায়গা ধৌত করেছে শুধু সে গুলো পরিস্কার হয়ে যায়।।

ক্বিয়ামতের দিনে অযুর অঙ্গ গুলো চমকাতে থাকবে

بخارى شريف جلد ارل ٢٥ پاره ﴿١﴾ باب فضل الوضوء وَ غُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَلٰى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّاءَ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৫ পারা নং-১ অযুর অধ্যায়

অনুবাদঃ- হযরত নোআইম রেওয়াত করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরাইরার সঙ্গে মসজিদের ছাদে চাপলাম তার পরে তিনি অযু করলেন এবং বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম কে,আমি বলিতে শুনেছি আমার উম্মতকে ক্বিয়ামতের প্রান্তরে (তাদের চিহ্নের জন্য) গুররাম মহাজ্জেলীন নামে সম্বোধন করে ডাকা হবে! সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার যার পক্ষে সম্ভব হয়, সে যেন তার জ্যোতি বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ اِنَّ اُمَّتِى يُدْعَوْنَ يَوْم القِيامَةِ নবী মুস্তাফা ﷺ বলেন আমার উম্মতকে কিয়ামতের প্রান্তরে ডাকা হবে অর্থাৎ নবী পাকের ﷺ উম্মাতকে য়িমতের দিনে মীযানের নিকট ডাকা হবে। সেই সময় তাঁদের অযুর অঙ্গগুলো চমকাতে থাকবে। হযরত আবু- হুরায়রাহ বলেন যারা অযুর অঙ্গগুলো অধিক চমকাতে চাই তারা যতটা ধৌত করা ফরজ রহিয়াছে তার থেকে বেশি ধৌত করিবে। কিংবা প্রত্যেক নামাজের সময় তাজা অযু করিবে। হাদীস শরীফে বর্নিত রয়েছে اَلْوُضُوُ عَلىَ الْوُضُوْءِ نُوْرٌ عَلىٰ نُوْرٍ অর্থাৎ অযু থাকা সত্তেও অযু করলে তার অবস্থা ''নুরুন আলা নুর'' হয়ে যায় অর্থাৎ আলোর পর জ্বেলে দেওয়া হল আর একটি আলো।

অযু ও পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

مسلم شريف جلد اول١١٨ باب فضل الْوُضُوْءِ كتاب الطهارة

عَنْ اَبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اَلطُّهُوْرُشَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاءُ الْمِيْزَانَ

وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاٰنِ اَوْ تَمْلَاءُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالْاَرْضِ وَالصَّلوٰةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ

وَالْقُرَاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْعَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهٗ

فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا

মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড ১১৮ পৃষ্ঠা পবিত্রতার অধ্যায়

অর্থঃ- হজরত আবু মালেক আশয়ারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, ত্বাহারাত (পবিত্রতা) ঈমাণের অঙ্গ। আলহামদুলিল্লাহ একটি পাল্লাকে ভর্তি করে দেয়। এবং সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ (দুটি-পাল্লাকে) ভর্তি করে দেয়; অথবা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান ভর্তি করে দেয়। নামাজ হল নুর, স্বাদকা (দান) হল দলিল (প্রমান), ধৈর্য্য হল জ্যোতি, কোরান তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমান।

قوله كل الناس يغد و فبالع نفسه الى اخره প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন নিজ সত্তাকে ব্যবহার করে, তখন কেউবা সত্তার রক্ষক হয় আবার কেউবা তার ভক্ষক হয়। অর্থাৎ সমস্ত মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আপ্রান চেষ্টা করে আল্লাহর আনুগত্য লাভের জন্য এবং সে নিজের

pdf By Syed Mostafa Sakib

জীবনকে বিসর্জন করে দেয় আল্লাহ তায়ালার শাস্তি হতে নিজেকে বাঁচার জন্য। আবার কেউ- কেউ চেষ্টা করে শয়তানের তাবেদারী করতে এবং যখন সে শয়তানের তাবেদারী করে তখন সে তার কু-প্রবৃত্তি অনুসরন করে; ফলে সে নিজেই নিজের জীবনকে নষ্ট করে ও মেরে ফেলে।।

নোটঃ– অযুর পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে। এই কারনে যে- এতে প্রচুর সওয়াব বিদ্যামান। এমন কি এর সওয়াব বেড়ে গিয়ে অর্ধাংশ ঈমান পর্যন্ত পৌছে যায়।।

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ বলেন والحمد لله تملأ الميزان অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ একটি নেকির পাল্লাকে ভর্তি করে দেয়। এর থেকে বুঝাগেল যে আলহামদু লিল্লাহ পড়াতে প্রচুর নেকি রয়েছে। একটি নেকির পাল্লাকে পূর্ন করে দেওয়ার মত। নবী মুস্তাফা ﷺ বলেছেন যদি কোন ব্যাক্তি سبحان الله والحمد لله "সুবহানাল্লাহ ও অওয়ালহামদু লিল্লাহ" পড়বে তার দুটি পাল্লাকে ভর্তি করে দেওয়া হবে। অথবা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তি স্থান কে নেকিতে ভর্তি করে দেওয়া হবে।

এই হাদীস থেকে বুঝাগেল যে, যদি কোন ইসলাম দরদী ভাই-বোন উক্ত তাসবীহ দিনে- রাতে পড়ে থাকেন তাহলে সে ব্যক্তি প্রচুর নেকির হকদার হতে পারবে।।

নবী মুস্তাফা ﷺ বলেছেন الصلوة نور নামাজ হল নূর। অর্থাৎ নামাজ এমন একটি আলো যা পাপকে দুরিভূত করে। অনাচার ব্যাভিচার ও অপছন্দ কর্ম থেকে নিষেধ করে। মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। যেমন লাইট।

মুসলিম শরীফের শারাহতে রয়েছে والصدقة برهان

অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে যখন বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার আমল সম্পর্কে সে সময় তার আমল হবে দলীল স্বরূপ। قوله والصبر ضياء হযরত ইব্রাহীম খওয়াস বলেছেন কোরাণ ও হাদীসের উপর কায়েম থাকা বা তার প্রতি আমল করাই হল সবুরের রোশনী।।

قوله والقرآن حجة لك او عليك কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে দলীল অর্থাৎ যদি তুমি কুরআন পড় এবং তার প্রতি আমল কর তাহলে তোমার জন্য দলীল আর যদি আমল না কর তাহলে তোমার বিপক্ষের দলীল। আল্লাহ তা-আলা ইরশাদ করেন

وَ الْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ অর্থাৎ ঐ নবী মুস্তাফা ﷺ এর যুগের শপথ নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু (তারানয়) যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে।

নামাজের অধ্যায়

সময়ের পূর্বে আযান হলে দ্বিতীয় বার আযান দেওয়ার হুকুম

ابوداؤد شريف جلد اول ٧٩ كتاب الصلوة باب فى الاذان قبل دخول الوقت

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ بِلَالًا اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِیُّ ﷺ اَنْ یَّرْجِعَ فَیُنَادِیَ اَلَا اَنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ وَاَدَ مُوْسٰی فَرَجَعَ فَنَادٰی

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড নামাজের অধ্যায় পৃষ্ঠা নং-৭৯

অর্থঃ- হজরত ইবনে উমার হতে বর্ণিত, একদা হজরত বেলাল ফজরের (সুবহো সাদিক) সময়ের পূর্বে আযান দিয়েছিলেন। তার পর নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম তাঁকে পুণঃরায় আযান দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন আর বললেন, শোনো! আল্লাহর বান্দারা ঘুমিয়ে রয়েছেন। হজরত মুসা কিছুটা বেশি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন হজরত বেলাল পুনঃরায় আযান দিলেন।

নোটঃ-সময় হওয়ার পর আযান দিতে হবে। সময়ের পূর্বে আযান দিলে পূনরায় আযান দোহরাইতে হবে। বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খন্ড পৃঃ ১৯। মূলপাঠ দুররে মুখতার হেদায়া আওয়ালাইন পৃঃ ৯৮

لَايُؤَذِّنُ لِصَلٰوةٍ قَبْلَ دُخُوْلُ وَقْتِهَا وَيُعَادُ فِىْ الوقت

অর্থাৎ নামাজের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া যাবে না এবং সময় হলে পুনরায় আযান দিতে হবে।।

মসজিদে আযান হওয়ার পর নামাজ না পড়ে চলে যাওয়া নিষেধ

ابوداؤد شريف جلد اول ٧٩ كتاب الصلوة باب

الخروج عن المسجد بعد الاذان

عَنْ اَبِى الشَّعْشَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ اَبِى هُرَيْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ

فَخَرَجَ رَجُلٌ حِيْنَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ

اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

আবু দাউদ শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-৭৯ নামাজের অধ্যায়

অর্থঃ- হজরত আবু শা'শা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা একদা হজরত আবু হুরাইরার সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। যখন আসরের নামাজের জন্য মোয়াজ্জিন আযান দিলো তখন এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে যায় তারপর হজরত আবু হুরাইরা বলেন সে ব্যক্তি আবুল ক্বাসিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের হুকুমের নাফরমানী করল।

নোটঃ- হাদীসের আলোকে বোঝা গেল যে, আযানের পরে মসজিদ থেকে নাযাম না পড়ে বের হয়ে যাওয়া মকরুহ। আর এটাই ফেকাহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। মসজিদে আযান হওয়ার পর নামায না পড়ে চলে যাওয়া জায়েজ নয়।

ফাতাওয়া ফাইযুর- রাসুল প্রথম খন্ড পৃঃ ১৮৫ ও ১৮৬ হাওয়ালা তানবীরুল আবসার এবং দুররে মুখতার, শামী প্রথম খন্ড পৃঃ ৪৭৯, ফাতওয়ায়ে- আলমগীরী প্রথম খন্ড পৃঃ ১১২।;

যে ইবনে "মাজাহ-শরীফের হাদীসে বর্নিত আছে যে, সারকারে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যাক্তি মসজিদে আযান শুনতে পেল অথচ নামায না পড়ে চলে গেল, অবশ্য সে নিজের কোন বিশেষ প্রয়োজনে যায়নি এবং তার ফিরে আসারও কোন ইচ্ছা ছিলনা সে ব্যাক্তি মুনাফিক।।

আযানের জবাব দেওয়ার পর দরুদ শরীফ পাঠ করতঃ প্রর্থনা করা

مسلم شريف جلد اول ١٦٦ كتاب الصلوة

ترمذى شريف جلد ثانى ص ٢٠٢ ابواب المناقب

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَارْجُوْاَنْ اَكُوْنَ اَنَاهُوَ فَمَنْ سَاَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ১৬৬ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, যখন তোমরা মোয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তার কথা গুলোই পুনরোক্তি করবে। অতঃপর আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে, এই কারনে যে, যে ব্যাক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার বিনিময়ে তার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আল্লাহর নিকট আমার জন্য অসীলার দোওয়া করবে। কেননা অসীলা হল বেহেস্তের একটি বিশিষ্ট স্থান। যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোন এক বান্দাকে প্রদান করা হবে। আমি মনে করি যে, সেই বান্দা হলাম আমি। যে আমার জন্য অসীলার দোওয়া করবে, আমার সুপারিশ তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।

আজানে নবী পাকের নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন দেওয়া সুন্নাত

★মুসলীম শরীফের শারাহতে হজরত আল্লামা গোলাম রসুল সাঈদী সাহেব লিখেছেন যে, আল্লামা তাহাবী এবং আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী ফাক্বিহে কাবির ক্বাহেস্তানী এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, প্রথমে আশহাদো আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ শুনে নিজের বৃদ্ধা আঙ্গুলকে চোখের উপরে বুলিয়ে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা এবং দ্বিতীয় বার আশহাদো আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ শুনে ক্বাররাত আইনী বিকা ইয়া রাসুলুল্লাহ বলা মুস্তাহাব। এর প্রমানে আল্লামা শামী দাইলামীর কিতাবুল ফিরদৌস এর উদ্ধৃতি থেকে নিম্মের হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন ।

مَنْ قَبَّلَ ظُفْرِيْ اِبْهَامَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فِى الْاَذَانِ اَنَا قَائِدُهٗ وَ مُدْخِلُهٗ فِىْ صُفُوْفِ الْجَنَّةِ

অর্থঃ- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযানের মধ্যে আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহে শুনে চোখের উপর বৃদ্ধা আঙ্গুল বুলিয়ে চুম্বন দিবে, আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে জান্নাতিদের লাইনে দাখিল (প্রবেশ) করিয়ে দিব।

উপরোল্লিখিত হাদীসের মত আরো একটি হাদীস আল্লামা তাহাবী মারফুআন (হুজুরের দিকে সম্বন্ধ করে) বর্ণনা করেছেন যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমলের ফজিলত সম্পর্কে যে সব হাদীস আছে সে গুলি আমলের জন্য যথেষ্ট, এবং সেটা গ্রহন যগ্যে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল বারী একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর লিপিবদ্ধ করেছেন যে,

وَ كُلُّ مَا يُرْوٰى فِىْ هٰذَا فَلَا يَصِحُّ رَفْعُهٗ اَلْبَتَّةَ قُلْتُ وَاِذَا ثَبَتَ عَلَى الصِّدِّيْقِ فَيَكْفِى الْعَمَلُ بِهٖ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

অর্থঃ- আল্লামা সাখাবী বলেছেন বৃদ্ধ আঙ্গুল চুম্বন সম্বন্ধে যে হাদীস আছে তার সনদ সহি নয় বরং হাসান অথবা জঈফ। মুল্লা আলী ক্বারী তার প্রতি উত্তরে বলেছেন যে, যখন সহি সনদ থেকে প্রমান হয়ে গেল যে, হজরত আবু বাকর সিদ্দীক বৃদ্ধা আঙ্গুল চুমেছেন, তো এটাই আমাদের আমল করার জন্য যথেষ্ট, এই কারনে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশদীনের সুন্নাতের প্রতি আমল করো।

مُنِيْرُ الْعَيْنِ فِىْ حُكْمِ تَقْبِيْلِ الْاِبْهَامَيْنِ ٣ ﴿مصنف اعلى حضرت امام احمد رضا﴾

جَدِيْثُ مَسْحِ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ اَنْمِلَتَىِ السَّبَابَتَيْنِ بَعْدَ تَقْبِيْلِهِمَا عِنْدَ سَمَاعِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَعَ قَوْلِهٖ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِىُّ فِىْ الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصَّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ ﴿ابابكر الصديق﴾ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ هٰذَا وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْاَنْمِلَتَيْنِ السَّبَابَتَيْنِ وَ مَسَحَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ ﷺ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِىْ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِىْ

অর্থঃ- মুনিরুল আইন ফী হুকমে তাক্বিলিল ইবহামাইন কেতাবের ৩নং পৃষ্ঠাতে আছে যে, মোয়াজ্জিনের বাক্য আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ শোনার পর শ্রোতা নিজের শাহাদাত আঙ্গুলকে চুম্বন করতঃ আঙ্গুলের পিট দ্বারা চক্ষুদ্বয়কে বুলিয়ে নিবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পড়বে আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আব্দুহু অ-রাসুলুহু রাদীতু বিল্লাহে রব্বাঁও অ-বিল ইসলামে দ্বীনাঁও অ-বে মোহাম্মদিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা) নবীয়ান, ঠিক এমনটিই দাইলামী ফিরদৌওসী কিতাবের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্নিত হাদীস থেকে লিখেছেন, তিনি (আবু বাকার) যখন মোয়াজ্জিনের বাক্য আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ শ্রবন করতেন, তখন তিনিও সেই বাক্য উচ্চারণ করতেন এবং দুই শাহাদাত আঙ্গুলের পিঠ চুম্বন দিতেন এবং দুই চোখের উপরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুলিয়ে নিতেন, তখন এই দৃশ্য দেখে নবী পাক বললেন, আমার খলিল যেরূপ করলেন যদি কোন ব্যক্তি ঐ রূপ করে তাহলে তার জন্য আমার শাফায়াত করা ওয়াজিব।

আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া কবুল হয়ে থাকে

ترمذى شريف جلد اول ٢٩ ابواب الصلوٰة باب ماجاء فى ان الدعاء لايرد بين الاذان وَالْاِقَامَةِ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ لَايُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

তিরমিজী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৯ নামাযের অধ্যায়

অর্থ:- হজরত আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, আযান ও একামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়না বরং কবুল করা হয়।

খোৎবার আযান মসজিদের ভিতরে দেওয়া মাকরুহ

ابو داؤد شريف جلد اول ص١٥٥ باب النداء يوم الجمعة

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমার দিন যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম মেম্বারের উপরে উপবিষ্ট হতেন তখন তাঁর সামনে মসজিদের দরজার উপরে আযান দেওয়া হত। এবং একই পদ্ধতিতে হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগেও আযান পাঠ করা হত।

জরুরী ভাষ্য:- প্রকাশ থাকে যে, জুম্মার খোতবার আযান মসজিদের ভিতরে দেওয়া মাকরুহ তাহরিমি ও সুন্নাতের খেলাফ, বরং মসজিদের বাহিরে দরজায় দেওয়া প্রকৃতই সুন্নাত এবং এটাই রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এর যুগে এবং আবু বাকার ও উমারে ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যুগে তথা খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাবধি আহলে সুন্নাতের মধ্যে এটাই প্রচলিত আছে। সহিহ আবু দাউদ শরীফ এবং অন্যান্য সমস্ত ফেকাহ গ্রন্থের মধ্যে এটাই উল্লেখ আছে যে, মসজিদের বাহিরে আযান দেওয়া সুন্নাতে নববীও সাহাবী। মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মাকরুহ তাহরিমি ও নাজায়েজ। গা-য়াতুল বায়ান ফাতহুল ক্বাদীর, তাহাবী আলাল মারাকী ফাতাওয়ায়ে রিজবীয়া, বাহারে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত ইত্যাদী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজ শুরু করার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত।

مسلم شريف جلد اول ١٦٨ كتاب الصلوة باب استحباب رَفْعِ اليدين حَذْوَ المَنْكِبَيْنِ قَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ

ابوداؤد شريف جلد اول افتتاح الصلوة ص١٠٨

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ اِبْهَامَيْهِ فِيْ الصَّلٰوةِ اِلٰى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ

আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ১০৮পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আব্দুল জাব্বার বিন অয়েল হতে বর্ণিত। তিনি নিজ পিতার নিকট হতে বর্ণণা করেন। তাঁর পিতা বলেন আমি নিজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে দেখেছি যে, তিনি নামাজ আরাম্ভ করার সময় উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কান (কানের লতি) পর্যন্ত উঠালেন।

নোটঃ- উক্ত হাদীস হতে এটাই বোঝা গেল যে, কান পর্যন্ত হাত উঠানো নবী পাকের সুন্নাত। আর এই হাদীসের উপরেই হানাফিদের আমলও আছে। এই হাদীস ছাড়া আরো বহু হাদীসে, হযরত বারা ইবনে আযিব এবং হযরত আনাস ও অনান্য সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুম আজমায়ীন) থেকে বর্নিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হী ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। হেদায়া বাবুল আযান পৃঃ ৮৪

অনুবাদঃ- হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন নবী-করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের জন্য

তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করিতেন তখন কান পর্যন্ত হাত উঠাইতেন। আরো প্রকাশ থাকে যে ঘাড় পর্যন্ত হাত উঠাইবার হাদীসটি অসুবিধার ক্ষেত্রে ছিল। (হিদায়া)

নামাজে ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভির নিচে বাঁধতে হবে।

ابوداؤد شريف جلد اول ص١١٠ كتاب الصلوة باب وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة

عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ فِىْ الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১১০ নামাজের অধ্যায় ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভীর নিচে রাখার পরিছেছদ।

অর্থঃ- হজরত আবু হুজায়ফা হতে বর্নিত। তিনি বলেন হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নামাজে নাভির নিচে হাতের উপর হাত বাঁধা সুন্নাত।

নোটঃ-শারহে বেকায়া ১ম খন্ড ১৪৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে,

عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلٰى شِمَالِهِ فِىْ الصلوٰةِ تَحْتَ السُّرَّةِ وسنده جَيِّدٌ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আলকামাহ্ বিন অয়েল বিন হাজার উনি নিজের পিতা অয়েল হতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি যে তিনি নামাযে নিজের ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভীর নিচে বাঁধলেন। উক্ত হাদীসের সনদ খুবই উত্তম।

অর্থাৎঃ- নামাজী ব্যাক্তি ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভির নিচে রাখবেন। উক্ত কেতাবের ৪র্থ নং টীকাতে লেখা রয়েছে যে, নাভির নিচে হাত বাঁধার মসলাটি আবু দাউদ, ইবনে আবি শাইবা, দারে কুতনী, বায়হাকী ইত্যাদী কেতারের মধ্যেও রয়েছে। আবারও উক্ত টীকাতে লেখা হয়েছে যে-

اَخْرَجَ اِبْنُ اَبِیْ شَیْبَةَ عَنْ وَكِیْعٍ عَنْ عُوْسٰی عَنْ عُمَیْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ اِبْنِ حَجَرٍ عَنْ اَبِیْهِ قَالَ رَأَیْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَضَعَ یَمِیْنَهٗ عَلٰی شِمَالِهٖ فِیْ الصَلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَسَنَدُهٗ جَیِّدٌ

অর্থঃ- হজরত আলকামা বিন অয়েল বিন হাজার উনি নিজের পিতা হতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম কে নিজের চোখে দেখেছি যে, তিনি নামাজে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে নাভির নিচে রাখলেন। এই হাদীসের সনদ খুব উত্তম
নাসায়ী শরীফ ১ম খন্ড ১০২ পৃষ্ঠা
ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখলেন। এই হাদীসের ১১ নং টীকাতে বলা হয়েছে যে,

نسائی شریف جلد اول ص۱۰۲ کتاب الصلوٰة باب موضع الیمین من الشمال فی الصلوٰة اَنَّ وَائِلَ بْنَ حَجَرٍ اَخْبَرَهٗ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰی صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَیْفَ یُصَلِّیْ فَنَظَرْتُ اِلَیْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ یَدَیْهِ حَتّٰی كَادَتَا بِاُذُنَیْهِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنٰی عَلٰی كَفِّهِ الْیُسْرٰی اس حدیث کے حاشیہ نمبر ۱۱ میں ہے ذَهَبَ اَبُوْ حَنِیْفَةَ اِلٰی اَنْ یَّضَعَ تَحْتَ السُّرَّةِ وَاسْتَدَلَّ اَبُوْ حَنِیْفَةَ بِمَا رَوَاهُ اِبْنُ اَبِیْ شَیْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ عَنْ اَبِیْهِ قَالَ رَأَیْتُ النَّبِیَّ ﷺ یَضَعُ یَمِیْنَهٗ عَلٰی شِمَالِهٖ تَحْتَ السُّرَّةِ وَاِسْنَادُهٗ صَحِیْحٌ قَالَ الْحَافِظُ قَاسِمٌ وَاِسْنَادُهٗ جَیِّدٌ وَ قَالَ اَبُوْ الطَّیِّبِ فِیْ شَرْحِ التِّرْمِذِیْ هٰذَا حَدِیْثٌ قَوِیٌّ مِنْ جِهَةِ السَّنَدِ وَ قَالَ الشَّیْخُ عَابِدُ السِّنْدِیُّ رِجَالُهٗ ثِقَاتٌ!

অর্থঃ- হজরত ইমাম আযাম আবু হানিফা রাদীয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, নামাজী ব্যক্তি নাভির নিচে হাত বাঁধবে। আর আবু হানিফা এই হাদীস হতে প্রমান দিয়েছেন যাহা ইবনে আবি সাইবা বর্ণনা করেছেন হজরত আলক্বামা বিন অয়েল বিন হাজার হতে। তিনি নিজ পিতা হতে । তিনি বলেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে দেখলাম যে, তিনি নিজের ডান হাত বাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাতের উপর নাভির নিচে রেখেছেন বা বেধেঁছেন। এই হাদীসের সনদ বা বর্ণনা সূত্র সহিহ। হাফিজ ক্বাসিম বলেছেন এই হাদীসের ইসনাদ বা বর্ণনা সূত্র শ্রেষ্ঠ। আবু তৈয়্যব তিরমিযীর শারাতে লিখেছেন যে, এই হাদীসটি মজবুত সনদের দিক থেকে। শায়েখ আবিদুস সানাদী বলেছেন যে, এই হাদিসের সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভর যোগ্য ও উত্তম।

হজরত ইবনে আবু শাইবাল মুসান্নীফ প্রথম খন্ড ৩৯১ পৃষ্ঠা ছাপা খানা এদারাতুল কুরআন কারাচি লিখেছেন।

عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا مُجْلِزٍ قَالَ كَيْفَ يَضَعُ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِيْنِهٖ عَلٰى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهٖ وَ يَجْعَلُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ

অর্থ:- হজরত হাজ্জাজ বিন হাসসান বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবু মুজলিজকে জিজ্ঞাসা করলাম নামাজী নামাজ পড়ার সময় হাত কথায় বা কি ভাবে রাখবে? উত্তরে তিনি বললেন যে, নাভির নিচে বাম হাতের কবজির উপরে ডান হাতের তালু রাখতে হবে।

তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড বাবো মা জায়া ফি অজয়েল ইয়ামিনী আলাশ শীমালে ফিস স্বালাত ৩৪ পৃষ্ঠা।

عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ وَهْلَبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْمُنَا فَيَاخُذُ شِمَالَهٗ بِيَمِيْنِهٖ

এই হাদীসের পরিপেক্ষিতে ইমামে তিরমীযী আরো বলেছেন-

رَىٰ بَعْضُهُمْ اَنْ يَّضَعَهَا تَحْتَ السُّرَّةِ

অর্থাৎ ক্বাবীসাবিন ওয়াহলাব নিজ পিতা হতে বর্ননা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ইমামতি করছিলেন তখন দেখলাম হুযুর সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ডান হতে বাম হাত কে ধরে নিলেন। উক্ত হাদীসের শেষাংশে ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে কিছু উলামা নির্দেশ দিয়েছেন যে নামাযী হাত নাভীর নিচে রাখবে। ইহা ছাড়া ফাতায়া রিজবীয়া, ফাতাওয়া- আলমগীরী, হেদায়া, কুদুরী, বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে উক্ত মসয়ালা টি রয়েছে।।

নোটঃ – আবু দাউদ শরীফের সহীহ এবং অনান্য হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী মুহাদ্দীসীনে কেরাম, মুফতিয়ানে ইযাম, ফোকাহায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরামগন এক মত হয়ে নাভীর নিচে হাত বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন; এবং এটাই গ্রহণ যোগ্য মাসয়ালা। কেননা ইহা সহীহ হাদীস ও বিভিন্ন কেতাব থেকে প্রমাণিত- যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। বক্ষস্থলে হাত রাখার প্রসঙ্গে কোন হাদীস, "সহীহ" কিতাবের মধ্যে নাই। তথাপি হাদীসের কোন কিতাবের মধ্যে বক্ষস্থলে হাত বাঁধিবার কোন হাদীস নাই। তবে হ্যাঁ একটি হাদীস দারে কুতনীর মধ্যে বর্ণিত আছে যা মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। পুরুষের (ছেলে) ক্ষেত্রে নয়।

নামাজ পড়ার সময় হাতে ভর দিয়ে বসা মাকরুহ

ابوداؤد شريف جلد اول ۱۴۲ كتاب الصلوة

باب كراهية الاعتماد على اليدفى الصلوٰة

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهٖ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু দাউদ শরীফ প্রথমখন্ড পৃষ্ঠা ১৪২ নামাযে হাতে ভর দিয়ে উঠা মাকরুহ এর অধ্যায়

অর্থ:- হজরত ইবনে উমার হতে বর্ণিত। হজরত আহমাদ বিন হামবাল বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম নামাজীকে নামাজে হাতে ভর দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। আর একটি জায়গায় আবু দাউদ শরীফ পৃষ্ঠা নং১৪২ হজরত ইবনে উমার বলেন, فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ لَاتَجْلِسْ هٰكَذَا فَاِنَّ هٰكَذَا يَجْلِسُ الَّذِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ

এভাবে বসিও না। কেননা এই ভাবে তারাই বসে যাদের আজাব দেওয়া হয়,

নোট:- যদি কোন অসুবিধা থাকে, যেমন খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছে কিংবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে যার ফলে দাঁড়াতে বা বসতে অসুবিধা হয়। তবে এই ক্ষেত্রে হাতের সাহায্যে দাঁড়াতে বা বসতে পারে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আসা মোবারক (লাঠির) এর সাহায্যে দাড়াঁতেন যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। উক্ত হাদীস থেকে পরিস্কার বোঝা গেল যে, বিশেষ কোন অসুবিধা থাকলে লাঠি কিংবা হাতের সাহায্যে দাঁড়াতে বা বসতে পারে। সুতরাং হাদীস থেকে প্রমাণিত হল দরকার ব্যাতিত হাত কিংবা লাঠির সাহায্যে দাঁড়ানো মাকরুহ।

পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখা ফরজ

بخارى شريف جلد اول ص۱۱۲ پاره ﴿۳﴾ باب السجود على الانف

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظَمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ عَلٰى اَنْفِهٖ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ১১২ পৃষ্ঠা আযানের অধ্যায়।

অর্থ:- হজরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, আমাকে আল্লাহ পাকের হুকুম হয়েছে যে, আমি আল্লাহকে ৭টি হাড়ের উপর সাজদা করি(১) কপাল দিয়ে এবং হাত দিয়ে ইশারা করলেন নাকের উপরে অর্থাৎ কপাল ও নাকের দ্বারা (২) দুই হাত দ্বারা (৩) দুই হাঁটুর দ্বারা (৪) দুই পায়ের আঙ্গুল দ্বারা (কিবলা মুখী করে)।

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে নামাযী ব্যক্তি দুই পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী করবে। আবু- হুমাইদ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে বর্ননা করে উক্ত ফাতাওয়া টি প্রদান করেছেন

নোটঃ- সম্মানীয় মুফতীগন ও ফেকাহবিদগন বলেছেন যে প্রত্যেক পায়ের তিনটি করে অঙ্গুল কিবলা মুখী রাখা ওয়াজিব এবং একটি করে রাখা ফরজ। নুজহাতুলকারী (বোখারী শরীফের

pdf By Syed Mostafa Sakib

শারাহ) দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ৩৭৯ কিতাবুস- সালাত, ফাতায়া রিজবায়া তৃতীয় খন্ড পৃঃ ৪৪০ জুতো পরে নামাজ পড়ার অধ্যায়।।

পা পায়ের সঙ্গে ও কাঁধ কাঁধের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া

بخارى شريف جلد اول ص١٠٠ كتاب الاذان باب الذاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم فى الصف

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِى وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهٖ وَ قَدَمَهُ بِقَدَمِهٖ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড আযানের অধ্যায় পৃষ্ঠা ১০০

অর্থঃ- হজরত আনাস হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেন যে, তোমরা নিজের লাইন সোজা করে নাও। আমি তোমাদেরকে পিছন থেকেও দেখতে পাই। হজরত আনাস বর্ণনা করেন যে, আমরা নিজের ঘাড়কে পার্শবর্তী নামাজীর ঘাড়ের সঙ্গে এবং নিজের কদমকে পার্শবর্তী নামাজীর কদমের সঙ্গে মিলিয়ে নিতাম।

নোটঃ- প্রথম কথা হলঃ- এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম পায়ের সঙ্গে পা মিলাতে বলেননি বরং কাতার সোজা করতে বলেছেন। ঘাড়ের সঙ্গে ঘাড় ও পায়ের সঙ্গে পা

মিলাবার কথা সাহাবী আনাস বলেছেন।

দ্বিতীয় কথা হলঃ- এই যে, হজরত আনাসের ভাষাটা বুঝার দরকার। তাঁরা লাইন সোজা করার জন্য ঘাড় ও পা দেখে নিতেন সমান ভাবে আছে কি না? এখানে ঘাড় ও পা কে সমান ভাবে রাখার কথা বুঝিয়েছেন। যদি আসল অর্থ নেওয়া যায়, তাহলে নিচু মানুষ আপেক্ষাকৃত উচুঁ মানুষের পাশে দাঁড়ালে ঘাড়ের সঙ্গে ঘাড় মিলবে না।

তৃতীয়ঃ- পায়ে পা চড়িয়ে নামাজ পড়া বেয়াদবী। এমনিতে পায়ে পা লাগলে মানুষকে ভুল স্বীকার করতে হয়। তাহলে নামাজে কিভাবে পায়ের উপর পা চড়ানো ঠিক হতে পারে?

নামাযে লাইন সোজা না করলে মুখ মন্ডল কে ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে

مسلم شريف جلد اول ص ١٨٢ باب تسوِيَةِ الصفوف واقامتها

سَمِعْتُ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ১৮২ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ- নোমান বিন বাশির বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা- আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি তোমরা নিজেদের লাইন গুলি সোজা ও ঠিক করো তা না হলে আল্লাহ তোমাদের মুখকে ঘুরিয়ে দিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একদা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা- আলা আলায়হি সাল্লাম ঘর হতে বেরিয়ে আসলেন এবং নামাযে দাঁড়ালেন, তাকবীরে তাহরীমা বলবেন এমন সময় দেখলেন এক ব্যক্তি সারি হতে সম্মুখে সীনা বাড়িয়ে দাঁড়াল, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু তা- আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন হে আল্লার বান্দারা! তোমরা তোমাদের সারি সোজা করে দাঁড়াবে নতুবা আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমুহ পার্থক্য করে দেবেন।ইমাম বোখারী এ হাদীসের শেষাংশ বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস শরীফ হতে বুঝা গেলো যে বাঁকা লাইন করে দাড়ানো কঠিন নিষেধ লাইন সোজা করে দাড়ানো অত্যান্ত প্রয়োজন।

আজানে লটারীর বিবরন

بخارى شريف جلد اول ص٨٦ باب الاستهام فى الاذان

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِىْ النِّدَاءِ وَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَا سْتَهَمُوْا وَ لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِىْ الْتَّهْجِيْرِ لَا سْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِىْ الْعَتَمَةِ وَ الصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَ وَلَوْ حَبْوًا

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৮৬ পৃষ্ঠা পারা (৩)

অর্থঃ- হজরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, লোকেরা যদি আযান দেওয়ার ও নামাযে প্রথম কাতারে দাঁড়াবার ফজীলত জানত, তার সাথে এটাও জানত যে, লটারী ছাড়া তা লাভ করা সম্ভব নয়। তবে

অবশ্যই তারা লটারীর সাহায্য নিত। আর তারা যদি প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়ার অধিক ফজীলতের কথা জানত তবে অবশ্যই তারা ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই আসত। আর তারা যদি ঈশা ও ফজরের নামায জামাতে পড়ার অধিক সাওয়াবের কথা জানত, তবে অবশ্যই তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাতে উপস্থিত হত।

নোট:— উক্ত হাদীস হতে আযান দেওয়ার ফজীলত এবং প্রথম কাতারে নামায পড়াও ঈশাও ফজরের নামায জামাতে পড়ার ফজীলত বুঝা গেলো।

নামাজী ব্যক্তির সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া না জায়েয ও গোনাহ

بخارى شريف جلد اول پاره ﴿٢﴾ ٧٣ باب اثم المارّ بين يدى المصلى

فَقَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْيَعْلَمُ الْمَارُّبَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًالَهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَبُوْ النَّضْرِ لَااَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوماً اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৭৩ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত আবু জোহাইম বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যদি নামাজী ব্যাক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো যে, সে কত বড় গোনাহের অধিকারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা ভাল মনে করত। বর্ণনা কারী আবু নজার বলেন, আমার স্বরণে নেই তিনি চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বৎসর বলেছেন।

নোট:- অনেক ব্যক্তি অজান্তে নামাজীর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায় কিন্তু তার কত গোনাহ হয়ে গেছে সে জানতে পারে না।

ইমামের পিছনে ক্বেরাত বৈধ নয়

القرٰان الكريم پاره ٩ سوره الاعراف ركوع ٢ آيت نمبر ٢٠٣ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

কোরআন শরীফ ৯ পারা সূরা আরাফ ২৪ রুকু ২০৩ আয়াত।

অর্থঃ- যখন কুনআন পাঠ করা হয় তখন মনযোগ সহকারে সেটা শ্রবণ করো আর চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহম (দয়া) করা হয়।

নোটঃ- পবিত্র কোরআন শরীফে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে নিশ্চুপ ভাবে কুরআন শ্রবন করলে আল্লাহর দয়া বা রহমত হয়ে থাকে। সূতরাং প্রত্যেক মুক্তদির কর্তব্য হবে ইমাম যখন কুরআন তেলাওয়াত করবে তখন চুপ থেকে তা শ্রবন করিবে যাতে তাহার প্রতি আল্লাহর দয়া ও রহমত অবতীর্ণ হয়। ইহাতে কুরআন পাকের আদেশ মান্য করা হবে।।

مسلم شريف جلد اول ص ٢١٥ كتاب الصلوٰة باب سجود التلاوة= عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارَ اَنَّهٗ اَخْبَرَهٗ اَنَّهٗ سَالَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرْأَةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ لَاقِرْأَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِيْ شَيْءٍ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২১৫ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত আতা বিন ইয়াসার বলেন যে, তিনি ইমামের সহিত ক্বেরাত করার ব্যাপারে যায়েদ বিন. সাবিত কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, ইমামের সঙ্গে কোন নামাজে ক্বেরাত করা চলবে না (ক্বেরাত আস্তে হোক বা আওয়াজ করে হোক)।

নোটঃ- ইহা ছাড়া মোয়াত্তা শরীফ ১ম খন্ড ৯৯ পৃষ্ঠার মধ্যে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে নামাজ পড়বে ইমামের ক্বেরাত মোক্তাদির জন্য যথেষ্ট।

মিশকাত শরীফ ৭৯ পৃষ্ঠায় ইবনে মাজা শরীফ পৃঃ৬১তে বলা হয়েছে যে

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَ اِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

অর্থঃ- হজরত আবু মুসা আশয়ারী হতে বর্নিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ত'য়ালা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন। যখন তোমরা নামাজ ক্বায়েম করবে তখন লাইন গুলোকে সোজা করে নিবে। তার পর তোমাদের মধ্যে একজন ইমামতী করবে, যখন ইমাম আল্লাহু আকবার বলবে তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে। আর ইমাম যখন ক্বেরাত শুরু করবে তখন তোমরা চুপচাপ থাকবে। ইহা ছাড়া আরো বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে এবং সমস্ত ফেকাহ গ্রন্থে বলা হছেয়ে যে ইমামের পশ্চাতে ক্বেরাত করা না-জায়েয।

pdf By Syed Mostafa Sakib

شرح معانى الا ثار ص١٥٩ كتاب الصلوٰة

عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَاجُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا

শারহে মানিল আসার ১৫৯ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, ইমাম নিযুক্ত হন একমাত্র ইক্তেদা করার (মুক্তাদিগণের) জন্য। অতএব ইমাম যখন ক্বেরাত করবে তোমরা তখন নিশ্চুপ থাকবে।

ابن ماجه شريف ص ٦١ باب اذاقرأالامام فانصتوا

عَنْ جَابر قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَأَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَأَةٌ

ইবনে মাজা শরীফ ৬১ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন যে, যে ব্যক্তির ইমাম আছে (যে জামাতে নামাজ পড়ে) তার জন্য ইমামের ক্বেরাতই তার ক্বেরাত।

شرح معانى الاثار جلد اول ص ١٦٠

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَيْتَ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ تُرَابًا قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الفطرةِ

হযরত ইবনে মাসউদ হতে বর্নিত তিনি বলেন যাহারা ইমামের পশ্চাতে কেরাত কবরে তাহাদের মুখে আগুন ভরিয়া দেওয়া হবে হযরত আলি বলেছেন যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বেরাত করবে সে ইসলামের তোরীকার

উপরে নয়।

শারহে মানিল আসার ১৬০ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা ইমামের পিছনে ক্বেরাত করেন তাদের মুখ মন্ডল মাটিতে যেন ধুলো ধুসরিত হয়ে যায়।

شرح معانى الاثار ص١٦٠ كتاب الصلوة

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَهُ يَقُوْلُ لَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ

শারহে মানিল আসার ১৬০ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থাৎ হজরত আতা ইবনে ইয়াসার তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত এর নিকট বলতে শুনেছেন যে, মোক্তাদি ইমামের পিছনে কোন নামাজে ক্বেরাত করবে না।

قَالَ اَبُوْجَعْفَرٍ فَهٰؤُلَاءِ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجْمَعُوْا عَلٰى تَرْكِ الْقِرَأَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ وَ قَدْ وَافَقَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ مَا قَدْرُوِىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا قَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهٗ

অর্থঃ- ইমাম আবু জাফর আহমাদ বিন মহম্মদ তাহাবী বলেছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লামের একদল সাহাবা সর্ব সম্মতি ক্রমে একমত হয়েছেন যে, ইমামের পিছনে কেরাত করা চলবে না। হুজুর পাকের অনেক হাদীস সম্মানিত সাহাবাগণের উক্তির সর্মথনে প্রমান্য দলিল হিসাবে রয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নোট:- ইমামের পিছনে ক্বেরাত এর সমর্থনে সর্বাপেক্ষা যে হাদীসের উপর নির্ভর করা যায় তা হচ্ছে **لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب** অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ব্যাতিত নামাজ পরিপূর্ণ হয়না কিন্তু এই হাদীস শরীফ থেকে ইমামের পিছনে ক্বেরাত ওয়াজিব প্রমান হয় না। শুধু মাত্র এতটুকু প্রমান হয় যে, সূরা ফাতিহা ব্যাতিত নামাজ পরিপূর্ণ হয় না, এবং অন্য এক হাদীসে আছে যে **قِرأَةُ الامَامِ لَهُ قِرْأَةٌ** অর্থাৎ ইমামের ক্বেরাতই হচ্ছে মোক্তাদির ক্বেরাত। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইমামের ক্বেরাত মোক্তাদির জন্য যথেষ্ঠ। কাজেই ইমাম যখন ক্বেরাত করবে তখন মোক্তাদি চুপ থাকবে। তাহলে ক্বেরাতের হুকুম পরোক্ষ ভাবে সম্পূর্ণ হয়ে গেল।এতে ক্বেরাত সম্পূর্ন করা সামিল **قِرأَةُ الامَامِ حكميه** হলো, সুতরাং ইমামের পিছনে ক্বেরাত না করলেও কোরআন ও হাদীস উভয়ের উপর আমল হয়ে যাবে এবং ক্বেরাত করলে আয়াতের অনুস্বরন বর্জিত হবে। অতএব ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোন সূরা পড়া চলবে না।

উক্ত আয়াতের টীকা নং-৩৯০:- উপরোক্ত আলোচনার পর আয়াত শরীফের (সূরা আল আ'রাফ) এর প্রতি লক্ষ করলে বুঝা যায় যে, ক্বোরআনের শ্রবণ কারীর নীরব থাকা ও আওয়াজ ছাড়াই অন্তরে যিকির করা অর্থাৎ আল্লাহর মহাত্ব ও মহিমাকে হাজির করা অপরিহার্য্য। যেমন তাফসীরে ইবনে জারিরে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে ইমামের পিছনে উচ্চস্বরে কিংবা অনুচ্চস্বরে ক্বেরাত নিষেধ বলে প্রমানিত হয়। অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহাত্ব ও

মহিমা কে উপস্থিত রাখাই অন্তরের যিকির।

গোপনীয় নামাযে কেরাত নিষেধ

نسائ شريف جلد اول ص١٠٦ كتاب الصلوة باب ترک القراة خلف الامام فِيْمَا لَمْ يجهو فيه

عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْخَالَجَنِيْهَا

নাসায়ী শরীফ প্রথম খন্ড ১০৬ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত ইমরান বিন হুসাইন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম একদা যোহরের নামাজ পড়লেন এবং এক ব্যাক্তি তাঁর (হুযুরের) পিছনে "সাব্বাহিসমা রাব্বিকাল আলা" ক্বেরাত করলেন। তারপরে হুজুর নামাজ আদায় করে বললেন "সাব্বাহিসমা রাব্বিকাল আলা" কে পাঠ করেছে ? এক ব্যাক্তি বলল; হুজুর আমি, তিনি বললেন, আমি বুঝে নিয়েছি কিছু লোক আমার ক্বেরাতে বাধা সৃষ্টি করছে।

প্রকাশ্য নামাযে কেরাত নিষেধ

نسائ شريف جلد اول ١٠٦ كتاب الصلوة باب ترک القرآة خلف الامام فی ماجهربه

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنَ الصَّلٰوةِ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرْأَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِىْ اَحَدٌمِنْكُمْ اٰنِفًا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّى اَقُوْلُ مَالِىْ اُنَازِعُ الْقُرْأٰنَ قَالَ فَانْتَهٰى النَّاسُ عَنِ الْقِرَأَةِ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِرأَةِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ

নাসায়ী শরীফ প্রথম খন্ড ১০৬ নামাযের অধ্যায়

অর্থঃ- হজরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম ঐ নামাজ সম্পন্ন করলেন যে নামাজে তিনি উচ্চস্বরে ক্বেরাত করতেন। অতঃপর হুজুর বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কোন ব্যাক্তি এক্ষুনি আমার সঙ্গে কেরাত করেছে? তখন একজন বললেন যে, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম) হ্যাঁ আমি (আপনার সঙ্গে ক্বেরাত করেছি)। হুজুর বললেন, আমি বলি যে আমাদের কি এমন হল যে আমরা কোরআন পাকের সঙ্গে টক্কর দিব। বর্ণনা কারী বলেন যখন থেকে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত হাদীসটি শ্রবণ করলেন, তখন থেকে ঐ নামাজে ক্বেরাত করা হতে বিরত থাকলেন যে নামাজে হুজুর পাক উচ্চস্বরে ক্বেরাত করতেন।

নোটঃ- উল্লিখিত দুটি হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেল যে গোপনীয় নামায হোক কিংবা প্রকাশ্য কোন নামাযেই ক্বেরাত করা যাবে না।

আরো মনে রাখা দরকার যে, যদি কোন ব্যক্তি নিয়াত করে ইমামের সঙ্গে রুকুতে শামিল হয়ে যায়, এমন কি সে সূরা ফাতেহা পড়ার মোটেই সুযোগ পাই নি; তাহলে সেই রাকাআতটা

গায়ের মুকাল্লিদের মাসয়ালা অনুযায়ী এক রাকাআত হিসাবে গন্য করা হয়,।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে যদি সুরা ফাতেহা পড়া প্রত্যেক মুকতাদির জন্য অবশ্যক হয়, তাহলে উক্ত রাকাআত টা নামায হিসাবে গন্য হবে না। অথচ গায়ের মুকাল্লিদ, আহলে হাদীস, লা- মাজহাবীদের মতে উক্ত রাকাআত টা নামায হিসাবে গন্য হয়ে থাকে। বুঝা গেল এক্ষেত্রে তাদের নিকটে সুরা ফাতেহা পড়া আবশ্যক নয়।।

ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহার ক্বেরাত নিষেদ

প্রশ্নঃ- আমার স্নেহাশীষ মাওলানা মোঃ জিয়াউল মুস্তাফা সাল্লামাহুর বইয়ের দোকানে কয়েকজন " গায়েরে মুকাল্লিদ" নামধারী আহলে হাদিস ব্যক্তিগন (সম্ভবতঃ) কিছু পুস্তুক ক্রয় করছিলেন। এমতাবস্থায় আমিও একটি পুস্তক নেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত দোকানে গিয়ে পৌছালাম।- মাওলানা জিয়াউল মুস্তাফা তাদেরকে আমার পরিচয় দিয়ে বলেন যে, ইনি আমাদের মাদ্রাসার সব থেকে বড় আলিম শাইখুল হাদীস হজরত মুফতী মুমতাজ হোসাইন সাহেব ক্বাদেরী। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে একজন মৌলবী সাহেব আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন যে, মাওলানা! সহীহ হাদীসে আছে "লা সলাতা ইল্লা বে-ফাতিহাতিল কিতাব" এবং তার পরিষ্কার অর্থ যে সুরা ফাতেহা ব্যতিত নামাজ হবে না। তাহলে আপনারা সুরা ফাতিহা পড়েন না কেন?

উত্তরঃ-"কেন" কথার প্রতিউত্তরে আমি উক্ত মৌলবী সাহেবকে বললাম যে, আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের উলামাগনও

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই কথাই বলেন যে, সুরা ফাতিহা ব্যতিত নামাজ হবে না। তবে এটি হল ঐ ক্ষেত্রে যখন ইমাম সাহেব ইমামতী করে নামাজ পড়াবেন এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করবেন না তখ-ই। কেকনা ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইমাম ও মোক্তাদি উভয়ের-ই নামাজ হবে না। অথবা কোন ব্যক্তি একাকি নামাজ পড়ছেন এবং সুরা ফাতিহা ছেড়ে দিয়েছেন। এই অবস্থায়ও তার নামাজ হবে না।- এই জন্য যে নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব! এখন জিজ্ঞাসার বিষয় যে, মোক্তাদিগণ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহার ক্বেরাত করবেন কি না? তার জবাব পবিত্র কোরানে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে যে, "ইজা কুরিয়াল কুরআনু ফাস্তামিয়ু লাহু অনসেতু লায়াল্লাকুম তুরহামূন"। অর্থাৎ যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন মনযোগ সহকারে সেটা শ্রবণ করো আর চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহম (দয়া) করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, চুপ থাকার বিষয়টা কাহারো জন্য নির্দ্দিষ্ট নহে। বরং নির্দ্দিষ্ট অনির্দ্দিষ্ট সবার-ই জন্য। ইমাম সাহেব নামাজের মধ্যে, বক্তা বক্তব্যের মধ্যে, অথবা যে কেউ যে কোন অবস্থায় কোরান পাঠ করুক না কেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে শ্রবন কারীর জন্য কেবল চুপচাপ শ্রবন করাটাই ওয়াজিব। শ্রবনকারীকে তাদের সাথে ক্বেরাত করা নাজায়েজ। যেমন তাফসিরে নাঈমী, তাফসীরে জালালাইন ও তার টীকা ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

ইবনে মাজা শরীফের ৬১ পৃষ্ঠার মধ্যে হজরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত আছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, মান্ কানা লাহু ইমামুন ফা- ক্বেরাতুল ইমামে লাহু ক্বেরাতুন। অর্থাৎ যে নামাজী ব্যক্তির ইমাম আছে (ইমামের

পিছনে যে নামাজ পড়ছে) ইমামের ক্বেরাত তার জন্য যথেষ্ঠ।- অতঃপর লা-মাজহাবী মৌলবী সাহেব এবং তার সঙ্গী আর কোন কথা না বলে একেবারে নিশ্চুপ থেকে গেলেন।

জরুরী ভাষ্য:- প্রকাশ থাকে যে, কোরানে কারিম এবং বহু হাদীসের কেতাব হতে ইহাই প্রমান পাওয়া যায় যে, নামাজ উচ্চস্বরে কেরাত হোক বা গোপনীয় কেরাত হোক জামাতের ক্ষেত্রে ইমামের পশ্চাতে কেরাত করা মোক্তাদিদের জন্য নিষেধ ও নাযায়েজ, যাহা কোরান শরীফের আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের কেতাব হতে অকাট্য প্রমানিত। এছাড়াও বহু ফেকাহ গ্রন্থের কেতাব থেকে প্রমানিত যে, কোন মতেই ইমামের পশ্চাতে কেরাত করা চলবেনা, ইমামের কেরাতটাই মোক্তাদির জন্য যথেষ্ট।

নামাযী ব্যক্তি মসজিদে যতক্ষন নামাযের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষন সে নামাযের সওয়াব পেতে থাকে

بخارى شريف جلد اول ص ٩٠ پاره ﴿٣﴾ كتاب الاذان

باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلوة

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ مَالَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ لَايَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَاكَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهٗ لَا يَمْنَعُهٗ اَنْ يَّنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلَّا الصَّلٰوةُ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৯০ পৃষ্ঠা আযানের অধ্যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থঃ- হজরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, ফেরেস্তামন্ডলী তোমাদের জন্য মাগফেরাতের (গোনাহ ক্ষমা করানোর) দোওয়া করে থাকেন, যতক্ষন তোমরা নামাজের স্থানে থাকবে এবং অযু নষ্ট না হবে। ফেরেস্তাগণ বলেন হে আল্লাহ! তুমি একে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ এর প্রতি দয়া করো। তোমাকে নামায রত ব্যক্তি বলে ধরা হবে । আর যার নামাযই তাকে বাড়ী ফিরা হতে বিরত রাখে।

নামাজ রোজা ও স্বাদকা গোনাহ মোচন করে

بخاری شریف جلد اول ٧٥ پاره﴿٣﴾ کتاب مواقیت الصلوٰة باب الصلوٰة کفارة

قَالَ ﴿شقیق﴾ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ إِلٰى ان قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَوَلَدِهٖ وجَارِهٖ تُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْىُ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত সাক্বিক্ব বলেন, আমি হজরত হোজায়ফা কে এই পযন্ত বলতে শুনলাম যে, মানুষের ঝামেলা তার পরিবারে, তার সম্পদে, তার সন্তানে, তার প্রতিবেশির সঙ্গে, এই সমস্ত ঝামেলার কাফফারা হয়ে যায় তার নামাজ রোজা, দান খায়রাত, ভাল কাজের উপদেশ ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা।

بخاری شریف جلد اول ص٥٧وقراٰن مجید ١٣ پاره ١٩ رکوع

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَزَّ وَجَلَّ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ-الايت فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رسول اللّٰهِ اَلِيْ هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِيْ كُلِّهِمْ-

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা, কোরআন শরীফ ১৩ পারা

অর্থঃ-আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় সৎকর্ম অসৎকর্ম সমূহকে মিটিয়ে দেয়। তখন এক ব্যক্তি জানতে চাইল হে আল্লাহর রসুল, এটা কি শুধু আমার জন্য? হুজুর উত্তর দিলেন আমার সমস্ত উম্মাতগনের জন্য।

জামায়াতের সঙ্গে নামাজ আদায় করলে অধিক সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

بخاری شریف جلد اول ٨٩ پاره﴿٣﴾ باب فضل صلٰوة الجماعة

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৮৯পৃষ্ঠা জামাতে নামাজ পড়ার ফজিলতের বর্ণনা।

অর্থ:- হজরত আব্দুল্লাহ বিন উমার হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

জামাতের সহিত নামাজ আদায় করা একাকী নামাজ আদায় করা হতে ২৭ (শাতাশ) গুন বেশি সাওয়াব।

নোট:- প্রকাশ থাকে যে, যার ক্বেরাত (উচ্চারণ) শুদ্ধ নয় তাকে জামাতের সঙ্গেই নামাজ আদায় করা একান্ত উচিৎ ও জরুরী।

মোক্তাদিগণ ফরজ নামাজের জন্য কখন দাড়াঁবে

مسلم شريف جلد اول ٢٢٠باب متى يقوم الناس للصلٰوة

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২২০ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত আবু কাতাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, যখন নামাজের জন্য একামত দেওয়া হবে তোমরা যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে না দেখবে একামতের সময় দাঁড়াবে না। অর্থাৎ একামতের সময় আমাকে দেখার পর দাঁড়াবে।

مسلم شريف جلد اول ٢٢٠باب متى يقوم الناس للصلٰوة

اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوْفَ قَبْلَ اَنْ يَّخْرُجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২২০ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান হতে বর্নিত। তিনি হজরত আবু হুরায়রাকে বলতে শুনলেন। তিনি বলেন নামাজের জন্য একামত (তাকবীর) পড়া হলো। তার পর আমরা দাঁড়িয়ে লাইন সোজা করলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসার পূর্বেই।

بخارى شريف جلد اول ٨٨ متٰى يقوم الناس

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠা আযানের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত আব্দুল্লাহ বিন আবু ক্বাতাদা হতে বর্ণিত। তিনি নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন! যখন একামত (তাকবীর) হবে তোমরা দাঁড়াবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে না দেখতে পাবে।

بخارى شريف جلد اول ٨٨ لا يقوم الٰى الصلٰوة مستعجلا

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ وَعَلَيْكُمُ السَكِيْنَةَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠা

হজরত আব্দুল্লাহ বিন আবু ক্বাতাদা হতে বর্ণিত। তিনি নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন! যখন নামাজের জন্য একামত দেওয়া হবে তখন তোমরা দাড়াঁবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে দেখতে না পাবে। আর নামাজে তাড়াহুড়া করে দাঁড়াবে না (ভদ্রতার সহিত দাঁড়াবে)।

নোটঃ- উপরে বর্ণিত সমস্ত হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, একামতের শুরুতে দাঁড়াতে নবী পাক নিষেধ করেছেন। এবার বুঝুন একামতের পূর্বে দাঁড়িয়ে যাওয়া হাদীসের প্রতি আমল নয়। আর যদি কেউ দাড়িঁয়ে যায় সে কি হাদীসের প্রতি আমল করল? না যে একামতের পরে দাঁড়াল সে আমল করল

ইমামে শাফেইর মাজহাব

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِى رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَطَائِفَةٌ اَنَّهُ يَسْتَحِبُّ اَنْ لَا يَقُوْمَ اَحَدٌ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الْاِقَامَةِ۔

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২২১ পৃষ্ঠা উক্ত হাদীসের শারাহতে ইমাম নবাবী লিখেছেন-

অর্থঃ-ইমাম শাফেই এবং ফোকাহায়ে কেরামের একটি দলের মাজহাব (মসয়ালা) এই যে, মুস্তাহাব হল এটাই যে, মোয়াজ্জিন যতক্ষন পর্যন্ত একামত শেষ না করেছে কোন ব্যক্তি দাঁড়াবে না।

ইমামে আজামের মাজহাব

وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَالْكُوْفِيُّوْنَ يَقُوْمُوْنَ فِىْ الصَّفِّ اِذَا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ فَاِذَ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ كَبَّرَالاِمَامُ وَقَالَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ لَايُكَبِّرُ الْاِمَامُ حَتّٰى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاِقَامَةِ

ইমামে আজাম আবু হানিফা ও কুফার ফোকাহায়ে কেরামগন বলেছেন, মোকতাদিগণ ঐসময় লাইনে দাঁড়াবে যখন মোয়াজ্জিন "হাইয়্যা আলাস স্বলাহ" বলিবে আর যখন "ক্বদকামাতিস সালাহ" বলিবে তখন ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলিবে। অগ্রবর্তি পরবর্তি জোমহুর ওলামা ও ফোকাহগণ বলেছেন, যতক্ষন পর্যন্ত মোয়াজিজন একামত শেষ না করিবে ইমাম সাহেব তাকবীর বলিবে না।

জরুরীঃ- ভাষ্যঃ- ইক্বামতের সময় যখন মোয়াজ্জিন "হাইয়া-আলাসসলাহ পাঠ করিবে তখন ইমামও মুক্তাদীগন দাঁড়াতে আরম্ভ করিবেন এবং "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময় সকলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। (ফাতাওয়ায়ে রিজবীয়া ২য় খন্ড পুরাতন ছাপা পৃঃ নং ৩৯১।) বাবুল আযান ওয়াল ইক্বামাতে রয়েছে যে দাঁড়িয়ে ইক্বামত শোনা মকরুহ। এমন কি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল আর ঐ সময় যদি ইক্বামত হতে থাকে তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে বসে যাবে এবং "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময়ে দাঁড়িয়ে যাবে-ইহায় অধিকাংশ মুফতিয়ানে কেরামের মত।।

ফেকাহ গন্থ বেকায়া কেতাবে উল্লেখ আছে যে ইমাম ও মুক্তাদীগন "হাইয়া আলাসসালাহ" বলার সময় দাঁড়াবে। মুহীত ও হিন্দিয়াকেতাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

উল্লেখ আছে যে ইমাম ও মুক্তাদিগন ''হাইয়া আলাল ফালাহ'' বলার সময় দাঁড়াবে।

আমাদের তিন ফেকাহ বিদদের মতে (ইমামে আযম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ) (রাহমাতুল্লাহে আলাইহিম) ইমাম ও মুক্তাদিগন দাঁড়াবে যখন মোকাব্বির ''হাইয়া আ-লালফালাহ'' পড়বে এবং ইটাই সঠিক।।

জা-মিউল মোজমেরাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী এবং রাদ্দুল মোহতার কিতাবে বর্নিত আছে যদি কোন নামাযী ব্যক্তি একামতের সময় মসজিদে প্রবেশ করে ঐ সময় তার নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মকরুহ। সে বসে যাবে এবং মোকাব্বির যখন ''হাইয়া আলাল ফালাহ'' পড়বে তখন দাঁড়াবে।।

বেকায়া কেতাবে বর্নিত রয়েছে যে ''হাইয়া আ-লাসসালাহ'' বলার সময় দাঁড়াতে হবে এবং মুহীত ও হিন্দিয়া কেতাবে বর্নিত রয়েছে যে ''হাইয়া আলাল ফালাহ'' পড়ার সময় দাঁড়াবে। আলা হযরতের মতে দুই পরস্পর বিরোধী মসয়ালার মধ্যে বাহ্যিক দিক দিয়ে মত পার্থক্য থাকলে আসলে কোন বিরোধ নাই। তিনি বলেন যে মোকাব্বির যখন ''হাইয়া আলাসসালাহ'' পাঠ করবে তখন ইমাম ও মুক্তাদীগন দাঁড়াতে আরম্ভ করবে এবং যখন ''হাইয়া আলাল ফালাহ'' পাঠ করবে তখন সকলে সম্পূর্ণ ভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। তাহলে দুই কেতাবের প্রতি আমল হয়ে যাবে।

ফাতাওয়ায়ে রিজবীয়া দ্বিতীয় খন্ড।

আযানের মতই ইক্বামতের শব্দ দুই দুই বার

حدیث شریف (۱) ترمذی شریف جلد اول ص ۲۷ باب ماجاء فی ان الاقامۃ مثنیٰ مثنیٰ

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم شُفْعًا شُفْعًا فِىْ الْاَذَانِ وَ الْاِقَامَةِ

অনুবাদ ঃ- ইক্বামতের শব্দ দুই বার দুই বার লবা কিছু ওলামা বলেছেন যে, আযানের শব্দগুলি দুইবার দুইবার ও ইক্বামতের শব্দগুলি ও

দুইবার দুইবার বলিতে হবে,, এবং সুফয়ান সৌরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারাক এবং কুফাবাসী (ইমাম আযাম আবু হানীফাহ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মহাম্মাদ ও অন্যান্য ফোক্বাহায়ে কেরামগন) ফাতয়া প্রদান করিয়াছেন যে আযানের মতই ইক্বামতের শব্দগুলি দুইবার দুইবার করে বলতে হবে।

ابوداؤد شریف جلد اول ص ۷۳ باب کیف الاذان = اذان کے کلمٰت کی کیفیت کی تفصیل وَالِاقَامَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ= اَللّٰهُ اَكْبَرُ= اَللّٰهُ اَكْبَرُ= اَللّٰهُ اَكْبَرُ= اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ= اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ= اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ= اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ= حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةُ = حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةُ =حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ=حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ= قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ= قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ= اَللّٰهُ اَكْبَرُ= اَللّٰهُ اَكْبَرُ= لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ= كذا فى كِتَابِهٖ فى حديث ابى محذورة.

নোট ঃ- হযরত আবু মাহজুরার হাদীসে এবং তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফের হাদীসে পরিস্কার বলা হয়েছে ইক্বামতের শব্দগুলি দুইবার দুইবার বলা যাবে আর এটাই অধিকাংস মুফতিয়ানে কেরাম গনের ফাতয়া

ইমামের পূর্বে মাথা তোলা কঠোর নিষেধ

ابوداؤد شريف جلد اول ۹۱ كتاب الصلوة باب التشديد فى من يرفع قبل الامام مسلم شريف جلد اول ص ۱۸۱ باب تحريم سبق الامام

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا يَخْشٰى اَوْ اَلَا يَخْشٰى اَحَدُكُمْ اِذَارَفَعَ رَأْسَهُ وَالْاِمَامُ سَاجِدٌ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ اَوْ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড ১৮১ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, শোন! তোমরা কি সেই ব্যাপারে ভয় করো না? যখন ইমাম সাজদায় থাকেন আর তোমরা সাজদা থেকে মাথা তুলে নাও? আল্লাহ পাক তোমাদের মাথাকে গাধার মত করে দিবেন। কিংবা তোমাদের আকৃতি কে গাধার অকৃতির মত করে দিবেন।

নোটঃ- দুটি হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, ইমামের আগে সাজদাতে যাওয়া কিংবা ইমামের আগে সাজদা থেকে মাথা তোলা কঠোর ভাবে নিষেধ ও নাযায়েজ(অবৈধ)।

مسلم شريف جلد اول ١٨٠ باب تحريم سبق الامام بركوع او سجود

عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضٰى الصَّلٰوةَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى اِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُوْنِىْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْاِنْصِرَافِ فَاِنِّى اَرَاكُمْ اَمَامِى وَ مِنْ خَلْفِى ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ رَأَيْتُمْ مَارَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالُوْا وَمَارَأَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ১৮০ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম আমাদেরকে নামাজ পড়াচ্ছিলেন, যখন তিনি নামাজ সম্পূর্ণ করলেন আমাদের দিকে মুখ মন্ডল ফিরিয়ে বললেন, হে মানব-সম্প্রদায় আমি তোমাদের ইমাম। অতএব রুকু সাজদা ক্বেয়াম (দাঁড়ানো) ইত্যাদি দ্বারা নামাজ সম্পন্ন করার সময় আমার চেয়ে আগে বেড়ে যেওনা। আমি তোমাদেরকে সামনে পিছনে একই ভাবে দেখতে পাই। অতঃপর বললেন, যার হাতে (ক্ষমতায়) মোহাম্মাদের আত্মা আছে তাঁর শপথ করে বলছি, আমি যে সমস্ত জিনিস দেখতে পাই যদি তোমরা দেখতে পেতে তাহলে হাসতে কম কাঁদতে বেশি।সাহাবাগণ জানতে চাইলেন হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি দেখতে পান? হুজুর বললেন আমি জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখতে পাই।

নোটঃ- এই হাদীস হতে চারটি বিষয় বুঝতে পারা যায় (১) নামাজ শেষে ইমাম সাহেব মোক্তাদিগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন (২) নামাজে ভুল হলে সংশোধণ করার জন্য নসিহত করতে পারেন (৩) ইমামের আগে রুকু সাজদা কেয়াম নিষেধ (৪) হুজুর মদিনার সারজমিনে থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পান এবং মদিনাতে বসে জান্নাত জাহান্নামের মাঝখানে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু দেখতে পান এমনকি জাহান্নামের মধ্যে কি আছে কি হচ্ছে এবং কি ঘটছে সব কিছু নবী পাক দেখতে পান। ফলেই হুজুর বললেন, জাহান্নামের মধ্যে যাহা কিছু হচ্ছে আমি সব দেখতে পাই। যদি তোমরা দেখে নিতে তাহলে তোমরা হাসতে কম কাঁদতে বেশি। উপরন্তু জগতে যা কিছু ঘটছে সমস্ত কিছু নবী পাক দেখতে পান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফরজ নামাযের পর ইমাম সাহেবকে ক্বেবলার দিকে মুখ করে বসে থাকা মাকরুহ্

সালাম ফিরাইবার পর ইমাম সাহেব ক্বিবলার দিক থেকে মুখমন্ডলকে ফিরাইয়া নিবে এর অধ্যায়

ابوداؤد شريف جلد اول ص۹۰ باب الامام ينحرف بعد التسليم

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْيَانًا اَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ ﷺ

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড ৯৫ পৃষ্ঠা

অর্থ:- হজরত বারয়া ইবনে আজিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যখন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এর পিছনে নামাজ আদায় করতাম, কখনো কখনো তাঁর ডান দিকে হতাম তো দেখতাম যে তিনি নিজের মুখমন্ডল কে আমাদের দিকে ফিরিয়ে নিতেন।

بخاری شريف جلد اول ۱۱۷ باب يَسْتَقْبِلُ الامامُ النَّاسَ إِذَ سَلَّمَ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلٰوةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ১১৭ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম যখন যে কোন নামাজ পড়াতেন, সালামের পর তিনি আমাদের দিকে তাঁর বরকত-পূর্ণ মুখমন্ডল কে ঘুরিয়ে নিতেন।

অর্থাৎ যখন নামাজ সম্পূর্ণ করিতেন আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসতেন। كَانَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ

অর্থাৎ যখন নামাজ সম্পন্ন করতেন তখন মোক্তাদির দিকে মুখ করে বসতেন। হজরত আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন হুজুর (নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে) যখন নামাজ সম্পূর্ণ করলেন তখন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। ফাতাওয়ে রিজবিয়া ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৬

নোট:- কিবলার দিকে মুখমন্ডল ফিরিয়ে নেওয়া অতি উত্তম কিন্তু ইমামের জন্য সালাম ফিরানোর পর কিবলা মুখি থাকা মাকরুহ। ডানে কিংবা বামে ঘুরে বসা কিংবা মুক্তদিগনের দিকে চেহারা ফিরিয়ে নেওয়া অবশ্যক, যদি সামনে নামাজ রত অবস্থায় কোন ব্যক্তি না থাকে। ফাতাওয়ে রিজবিয়া ৩য় খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাফা ইয়াদাইন নিষেধ
রুকু ও সাজদা যাওয়ার সময় দুই হাত উপরে উঠানো নিষেধ।

রুকুর সময় হাত না উঠানোর অধ্যায়।

ابوداؤد شريف جلد اول ١٠٩ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَلَا اُصَلِّى بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড১০৯ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আলক্বামাহ হতে বর্ণিত। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, শোনো! আমি কি তোমাদের কে নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এর নামাজ আদায় করার নিয়মটা দেখিয়ে দেবনা? তিনি কি ভাবে নামাজ আদায় করতেন? বর্ণনাকারী বললেন যে, তিনি নামাজ সমাধা করলেন এবং শুধু মাত্র ১বার কান পর্যন্ত হাত উঠালেন। (তাকবীরে তাহরীমার সময়)

ابوداؤد شريف جلد اول١٠٩ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

عَنِ الْبَرَاْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَايَعُوْدُ

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড১০৯ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত বারআ হতে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম যখন নামাজ আরম্ভ করতেন তখন হস্তদ্বয় কে কর্ণদ্বয় পর্যন্ত তুলতেন। তার পর আর তুলতেন না।

ابوداؤد شريف جلد اول١٠٩ باب وهى

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو وَاَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالُوْا نَاسُفْيَانُ بِاِسْنَادِهٖ بِهٰذَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড১০৯ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মোয়াবিয়া ও খালিদ বিন আমর এবং আবু হুজাইফাহ। তাঁরা সকলেই বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এই ইসনাদের (পূর্বের বর্ণনার ধারাবাহিকতা) সহিত। হজরত সুফিয়ান বলেন, শুধু মাত্র প্রথম বারই হস্তদ্বয় উপরে তুলে ছিলেন। এবং কোন কোন রাবী বলেছেন, কান পর্যন্ত তিনি একবার হাত উঠিয়েছেন। তার পরে আর উঠাননি।

ابوداؤد شريف جلد اول١١٠ باب من يذكر الرفع عند الركوع

عَنِ الْبَرَاْ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

pdf By Syed Mostafa Sakib

يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ اِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتّٰى اِنْصَرَفَ

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড১১০ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত ইবনে আজিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বয়ং নিজের চোখে দেখলাম যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামাজ আরম্ভ করলেন, নিজের হস্তদ্বয় উপরে উঠালেন। তারপরে নামাজ সমাপ্ত করা পর্যন্ত আর হাত উপরে তুললেন না।

তিরমিযী শরীফ পৃঃনং- ৩৫ বাবো রাফায়েল ইয়াদাইন নাসায়ী শরীফ প্রথম খন্ড বাবো তারকে যালেকা পৃঃনং-১১৭ ও ১২০ তে দেখুন

নোটঃ- আমি শুধু আবু দাউদ শরীফ হতে চারটি হাদীস বর্ণনা করলাম। ইহাছাড়া আরো অনেক হাদীস ফেক্বাহের কেতাবে এবং হাদীসের গ্রন্থে বর্ননা করা হয়েছে সেই সমস্ত হাদীসে শুধু মাত্র প্রথম বার কাণ পর্যন্ত হাত উঠাবার কথা উল্লেখ আছে। তার পর আর হাত উঠাতে হবে না সুতরাং এই সমস্ত হাদীসের প্রতি ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহে আলাইহে ও তাঁর মুকাল্লিদ(অনুসারী)গনের আমল রয়েছে। সুতরাং নামাজে শুধুমাত্র প্রথমেই নিয়াত বাঁধার সময় হাত তুলতে হবে। তার পরে আর নয়।

রাফা ইয়াদাইন বাতিল

مسلم شریف جلد اول باب الامر بالسکون فی الصلوۃ ص ۱۸۱=یعنی نماز میں سکون کے ساتھ رہنے کا حکم

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالِيْ اَرَاكُمْ رَافِعِيْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِي الصَّلٰوةِ

অনুবাদঃ- হযরত জাবির ইবনে শামরা হতে বির্নত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের নিকট

বের হয়ে এসে বললেনঃ আমি তোমাদেরকে দুষ্ট ঘোড়ার লেজের মতো রাফা ইয়াদাইন করতে দেখি কেন? শান্ত ভাবে নামাজ পড় নড়া চড়া করোনা।

তাহইয়াতুল মসজিদ মসজিদে পড়া সুন্নাত, মাকরুহ সময় ছাড়া।

مسلم شریف جلد اول ۲۴۸ باب استحباب تحیة المسجد رکعتین بخاری شریف ۶۳ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامَنَعَكَ اَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ قَالَ فَاِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২৪৮ পৃষ্ঠা বুখারী শরীফ ৬৩ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম সে সময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে বসেছিলেন, তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন আমিও বসে গেলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, মসজিদে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বসার পূর্বে দুই রাকাত (তাহইয়াতুল মসজিদ) নামাজ পড়তে তোমাকে কে বা কি বিষয় নিষেধ করল? তিনি বললেন আমি উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি আপনাকে ও আপনার সাহাবাগণকে বসে থাকতে দেখলাম। সেই জন্য আমিও বসে গেলাম। নবী পাক বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে দুই রাকাত (নামাজ) না পড়ে বসবে না।

নোটঃ- নুজহাতুল ক্বারী শারহে বুখারী কেতাবের মধ্যে আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে এসে বসে যায়, তার পরেও তাহইয়াতুল মসজিদ নামাজ পড়তে পারবে। এই হাদীস হতে বুঝা যায় যে, তাহইয়াতুল মসজিদের অনেক ফজিলত রয়েছে।

আসর ও ফজরের ফরজ নামাজের পর সুন্নাত নফল ইত্যাদি নামাজ আদায় করা নিষেধ।

بخاری شریف جلد اول ۸۲باب الصلٰوة بعد الفجر حتـــی تـــرتـــفـــع الشـــمـــس

عَـنْ اِبْـنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ شَهِدَعِنْدِی رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَاَرْضَـاهُـمْ عِـنْـدِی عُـمَـرُ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ نَهٰی عَنِ الـصَّـلٰـوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰی تَشْرِقَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰی تَغْرُبَ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৮২ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ-হজরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দারা তাদের বক্তব্য (মতামত) পেশ করেছেন, তাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি হচ্ছেন হজরত উমার ফারুক। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম ফজরের (ফরজ) নামাজের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং আসরের (ফরজ) নামাজের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়তে নিষিদ্ধ করেছেন।

بـخـــاری شـریف جـلـد اول ۸۳بـــاب من لَمْ يَكْرَه الـصَّلٰوةَ

اِلَّا بَـعْـدَ الـعَـصْـرِ وَ الفَجْرِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৮৩ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত উমর এবং ইবনে উমর ও আবু সাঈদ এবং আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে, নামাজ মাকরুহ নহে, তবে আসর ও ফজরের নামাজের পর

মাসয়ালাঃ- ফজরের নামাজের পর হইতে সূর্য্য উদিত হওয়া পর্যন্ত যদিও প্রচুর সময় বাকী থাকে, এমত অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি ফজরের ফরজ নামায জামায়াতের সহিত পড়ে নিয়ে থাকেন কিন্তু সুন্নাত নামায পড়িবার সময় পাননি তাহলে সূর্য্য উদিত হওয়ার আগে সুন্নাত নামায পড়া জায়েজ হবে না।

আসরের নামাযের পর হতে সূর্য্য নীলবর্ন হওয়া পর্যন্ত সুন্নাত ও নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ। নফল নামায শুরু করার পর যদি কারন বসত ভেঙ্গে যায় তাহলে ঐসময় কাযা পড়া নিষেধ। যদি পড়ে তাহলে যথেষ্ট হবে না। কাযার দায়িত্ব রহিত হবে না।।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাহারে শরীয়াত তৃতীয় খন্ড নামাযের অধ্যায়

পাগড়ী ও টুপী পরে নামাজ পড়া সুন্নাতে নববী ও সাহাবী

ابوداؤد شريف جلد اول ١٩ و ٢٠ باب المسح على العمامة:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَاءُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَاَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَاسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ

অর্থঃ- হজরত আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত।: তিনি বলেন, আমি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে দেখলাম যে, তিনি নিজের হাতকে আমামার (পাগড়ীর) নিচে ঢুকিয়ে মাসাহ করলেন, আমামার বাঁধন কে ভেঙ্গে ফেললেন না বা খুললেন না। بخارى شريف جلد اول ص٢٤٨

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَايَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبُرْنُسَ

অর্থঃ- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতে বর্নিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে এহরাম পরিধান কারী কোন বস্ত্র পরিধান করবে? তিনি উত্তর দিলেন তারা কামিস, পাগড়ী পায়জামা ও টুপি ব্যবহার করবে না। বুঝা গেলো যে এহরাম অবস্থা ছাঁড়া যে কোনো অবস্থাতে পাগড়ী ও টুপি পড়া সুন্নাত

قَالَ لِىْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ رَاَيْتُ عَلٰى اَنَسٍ بُرْنُسًا اَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ

অর্থঃ- হজরত মোতামির বলেন আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমি হজরত আনাসের মাথায় হলুদ রঙের টুপি দেখেছি যাতে উনের মিস্রতো ছিলো

ابوداؤد شريف جلد اول ص١٣٦ باب الرجل يعتمد فى الصلٰوة على عصا

قُلْتُ لِصَاحِبِىْ نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ اِلٰى دَلِّهٖ فَاِذَا اعَلَيْهِ قَلَنْسَوَةٌ لَاطِيَّةٌ ذَاتُ اُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ اَغْبَرَ وَاِذَاهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى عَصَا فِىْ صَلَاتِهٖ فَقُلْنَا بَعْدُ اَنْ سَلَّمْنَا فَقَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اِتَّخَذَ عُمُوْدًا فِىْ مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ

আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- আমি আমার সঙ্গীকে বলি, আমরা প্রথমে বেশভুষার প্রতি লক্ষ্য করব। আমরা তাঁর মস্তকের সাথে মিলিত একটি টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই, যার দুই দিক কানের ন্যায় উচুঁ ছিল এবং সেটা রেশম ও পশম দ্বারা নির্মিত ছিল। তিনি (বয়স বৃদ্ধির কারনে) লাঠিতে ভর দিয়ে নামায পড়ছিলেন। (নামায শেষে) সালাম ফেরানোর পর আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি, (আপনি লাঠিতে ভর দিয়ে কিরূপে নামায পড়ছিলেন এঠা কি ঠিক?) তিনি বলেন, উম্মে কায়েস বিন্তে মেহসান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর বয়স বৃদ্ধির ফলে যখন তাঁর শরীর দুর্বল ও ঢিল হয়ে গিয়েছিল, তখন দুর্বলতার কারনে তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামায আদায়ের জন্য তাঁর জায়নামাযের নিকট লাঠি রাখতেন এবং তাতে ভর দিয়ে নামায পড়তেন।

আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ১৩৭ পৃষ্ঠা

বিঃ দ্রাঃ বাহারে শরিয়াত ষষ্ট দশ খন্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরির উদ্ধতি দিয়ে বলেছেন যে, টুপি পরা স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম হতে প্রমাণিত। হুজুর কিন্তু পাগড়ীর নিচে টুপি ব্যবহার করতেন।

বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খন্ড- নামাযের অধ্যায়।।

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড পৃঃ নং ৫৬, কঠিন গরমে কাপড়ের উপরে সিজদা করা, হযরত হাসান রাদীয়াললাহু আনহু বলেন (কঠিন গরমে) নামাযীগন নিজের পাগড়ী- এবং টুপির উপরে সিজদা করতেন এবং হাত আস্তিনের মধ্যে থাকত।।

নোটঃ- প্রকাশ থাকে যে টুপি ও পাগড়ী পরে নামায পড়া নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগনের সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে কিছু মানুষ এই সুন্নাতটিকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়ত দিন। (আমীন) তাই আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে কিছু "সহীহ হাদীস" থেকে দলীল সংগ্রহ করে মোমিন ব্যক্তিদের কাছে প্রেরন করিলাম। যাতে শরীয়তের এই সুন্নাতের প্রতি তারা আমল করতে সক্ষম হন।।

নাক ও কপালে সাজদা করা জরুরী

ابوداؤد شريف جلد اول ۱۳۰ باب السجود على الانف والجبهة

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رُئِىَ عَلٰى جَبْهَتِهٖ وَ عَلٰى اَرْنَبَتِهٖ اَثَرُ طِيْنٍ مِنْ صَلٰوةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ

আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম এর কপালেও নাকে নামাজ পড়ার কারণে মাটির দাগ দেখা গিয়েছিল; যে নামাজ তিনি সাহাবাগণ কে পড়িয়েছিলেন।

জামাআতের সহিত নামাজ আদায় করা অয়াজিব

بخارى شريف جلد اول ۸۹ باب وجوب صلٰوة الجماعة

قَالَ الْحَسَنُ اِنْ مَنَعَتْهُ اُمُّهٗ عَنِ الْعِشَاءِ فِىْ الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৮৯ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হজরত হাসান বলেছেন, যদি মা ছেলেকে মমতাবশতঃ এশার নামাজ জামাতের সহিত আদায় করতে নিষেধ করে, তাহলে সে মায়ের কথা শুনবেনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بخارى شريف جلد اول ۸۹ باب وجوب صلٰوة الجماعة

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهٗ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৮৯ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, ঐ পবিত্র স্বত্যার শপথ যার হাতে (ক্ষমতায়) আমার জান রয়েছে, আমি ইচ্ছা করেছি যে, কাঠ জমা করার আদেশ দিই; তার পরে একজন কে নামাজ পড়ানোর (ইমামতি করার) হুকুম দিই, তার পর ঐ সমস্ত ব্যক্তির বাড়ি জ্বালিয়ে দিই যারা জামাতের সহিত নামাজ আদায় করেনি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি কোন ব্যক্তি জানত যে, মাংসের মোটা হাড় কিংবা দুটি ভাল মাংস যুক্ত হাড় পাওয়া যাবে; তবে অবশ্যই সে এশার নামাজে আসত।

মাসয়ালাঃ- বুদ্ধিমান, প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জামাত ওয়াজিব। শরীয়ত সম্মত কারন ছাড়া একবার ত্যাগকারী

গুনাহগার এবং শাস্তির যোগ্য। কয়েকবার ত্যাগকারী ফাসিক- ত্যাগকারী কে কঠর শাস্তি দিবে।প্রতিবেশি যদি নিরব থাকে তারাও গুনাহগার হবে।। (দুররুল মোখতার, গুনীয়া, রুদ্দুল মোহ্ তার, বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খন্ড)

আসরের নামাজের সময়

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهٗ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ اِلٰى اٰخِرِهٖ

তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড ৩৮ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম দ্বিতীয় বার যোহরের নামাজ আদায় করলেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সামান হয়ে গেলো। অতঃপর আসর পড়লেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুন হয়ে গেলো।

بخارى شريف جلد اول ص ۷۸ حاشه نمبر ۵

وَيُؤَيِّدُ مَاقَالَهٗ (اَبُوْ حَنِيْفَةَ) حَدِيْثُ عَلِىِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَادَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ هٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ كَانَ يُصَلِّىْ عِنْدَ الْمِثْلَيْنِ، وَحَدِيْثُ جَابِرٍ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ بِسَنَدٍ

pdf By Syed Mostafa Sakib

لَابَأسَ بِهٖ اِنْتَهٰى وَاَيْضًا رَوٰى مُحَمَّدٌ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ اَنَّ اِبْنَ رَافِعٍ سَالَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا اُخْبِرُكَ صَلَّى الظُّهْرَ اِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ اِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ۔ الحديث۔

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা ৫নং টীকার মধ্যে বলা হয়েছে যে-

অর্থঃ- ইমাম আজাম আবু হানীফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আসরের সময় সম্পর্কে দ্বিগুন ছায়ার কথা বলেছেন। এই সম্পর্কে হজরত আলী বিন শাইবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত হাদিস আছে। তিনি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে মদিনাতে পৌছে দেখলাম যে, তিনি আসর নামাজ দেরীতে পড়লেন তখন সূর্য উজ্জল বা পরিস্কার ছিল। এই হাদীসটি আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আসরের নামাজ ঐ সময় পড়তেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দুই গুনা হত।

হজরত জাবিরের বর্নিত হাদীসেও প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আসরের নামাজ পড়েছেন। হজরত ইবনে আবু শাইবা বলেছেন যে, আসরের নামাজ প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুন হওয়ার পর পড়াতেন আর এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে কোনও খারাবি নাই।

অনুরূপ, ইমাম মোহাম্মাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হজরত ইমাম মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় ইবনে রাফে নামাজের ওয়াক্ত সম্বন্ধে হজরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু

আনহু) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে আবু হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আমি তোমাকে অবগত করাই যে, যখন তোমার ছায়া তোমার বরাবর হয়ে যায় তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম জোহরের নামাজ পড়েছেন, আর যখন তোমার ছায়া তোমার দ্বিগুন হয়ে যায় তখন আসরের নামাজ পড়েছেন।

আসরের ওয়াক্ত ঃ- যোহরের ওয়াক্ত (সময়) শেষ হওয়ার সাথে- সাথে অর্থাৎ কোন বস্তুর ছায়া আসল ছায়া ব্যতিত দ্বিগুণ হবার পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত আসরের সময়। বাহারে শরীত তৃতীয় খন্ড পৃঃ নং- ১২৯

মাসয়ালাঃ- আসরের নামায সর্বদা দেরী করে পড়া মুস্তাহাব। তবে এত দেরী নয় যে, সময়ে সূর্য পান্ডুবর্ন হয়ে যায়। মাসয়ালা- উত্তম হচ্ছে কোনবস্তুর ছায়া আসল ব্যতিত একগুন হওয়ার পর থেকে যোহরের নামায এবং দ্বিগুণ হওয়ার পর আসর পড়া।। (বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খন্ড)

আসরের নামাজের ফজিলত

بخارى شريف جلد اول ٧٨ باب فضل صلٰوة العصر

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَاتَضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلَبُوْ عَلٰى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ اِفْعَلُوْا لَا تَفُوْتَنَّكُم

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইতি মধ্যে তিনি এক রজনীতে চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন আর বললেন, অবশ্যই তোমরা নিজের প্রতিপালককে দেখবে যেমন এই চাঁদকে দেখছো, তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। এটা তখনই সম্ভবপর হবে যদি তোমরা এটা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে নামাজ আদায় করতে পারো । অর্থাৎ ফজর এবং আসরের নামাজ যথাযত ভাবে পালন করতে পারো। অত:পর তিনি তেলাওয়াত করলেন! তুমি তোমার রবের প্রশাংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। ইমাম ইসমাঈল(রাঃ) বলেন, এমন ভাবে নামাজ আদায় করো যাতে তোমাদের আসর ও মাগরিব ছুটে না যায়।

بخارى شريف جلد اول ٧٨ باب فضل صلٰوة العصر

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْافِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُم وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَ اَتَيْنَاهُمْ وَ هُمْ يُصَلُّوْنَ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম এরশাদ করেছেন। তোমাদের নিকট পালা করে

একদল ফেরেস্তা রাতে এবং একদল দিবাভাগে আগমন করতে থাকেন এবং তাঁরা সকলে ফজর ও আসরের নামাজে সম্মিলিত হন। তারপর যারা তোমাদের মাঝে রাত কাটিয়েছেন তারা আসমানে চলে যান, তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, (অথচ তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক অবগত) তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছো? তখন তারা বলবে, আমরা যখন তাদের কে রেখে এসেছি তখনও তারা নামাজ আদায় করছিল। আর যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাজে রত ছিল।

টীকা:- ইসলাম গ্রহণ করার পরে আমলের মধ্যে সবোর্ত্তম আমল হলো নামাজ। আর একা নামাজ পড়ার থেকে জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়লে ২৭ গুন বেশি নেকী পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে হজরত জারীর-এর হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, ফজর ও আসরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করলে ইনশা আল্লাহ খোদার দিদার লাভ হবে এবং হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, ফেরেস্তাদের দ্বিতীয় দল দিনে অর্থাৎ আসরের নামাজের সময় উপস্থিত হয়ে থাকেন এবং নামাজীর আমলনামায় সেই নামাজের তোহফা নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে হাজির হন। তখন মহান আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো। অথচ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তখন ফেরেস্তারা উত্তরে বলবেন হে আল্লাহ! যখন আমরা গিয়েছিলাম তখনও নামাজ পড়তেছিল এবং যখন ফিরে আসি তখনও নামাজে রত ছিল। সুবহানাল্লাহ! খোদার দরবারে ফেরেস্তারাও সাক্ষী দেবেন যে, তারা নামাজের অবস্থায় ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসরের পরেও ক্বাজা নামাজ পড়ার বিধান

بخارى شريف جلد اول ৮৩ باب مَا يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

قَالَ كُرَيْبٌ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَغَلَنِيْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِالْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৮৩ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত কোরাইব উম্মে সালমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আসরের পরে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছেন, আর বলেছেন আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি কিছু লোক আমাকে ব্যস্ত রেখেছিল জোহরের পরে দুই রাকাত থেকে।

টীকা:- যে হাদীসে আসর এবং ফজরের পরে নামাজ পড়া নিষেধ করা হয়েছে, সেটি হল নফল কিংবা সুন্নাত আদায়ের ক্ষেত্রে। আর যে হাদীসে নামাজের অনুমতি রয়েছে সেটি হল ক্বাজা নামাজ।

নিষিদ্ধ ওয়াক্তে ক্বাযা নামায পড়া জায়েজ নয়। ক্বাযা নামায শুরু করে দিলে তা ভেঙ্গে দেওয়া ওয়াজিব এবং মাকরুহ বিহীন ওয়াক্তে পড়বে।।

(বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খন্ড)

ইমামের জন্য যাহা ওয়াজিব

عَنْ اَبِىْ عَلِىِّ نِ الْهَمْدَانِىْ اَنَّهُ خَرَجَ فِىْ سَفِيْنَةٍ فِيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْجُهَنِىُّ فَحَانَتْ صَلٰوةٌ مِّنَ الصَّلٰوتِ فَاَمَرْنَاهُ اَنْ يُّؤَمَّنَا وَقُلْنَا لَهُ اِنَّكَ اَحَقُّنَا بِذٰلِكَ اَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَبٰى فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَمَّ النَّاسَ فَاَصَابَ فَالصَّلٰوةُ لَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ اِنْتَقَصَ مِنْ ذَالِكَ فَعَلَيْهِ وَلَاعَلَيْهِمْ

ইবনে মাজা শরীফ প্রথম খন্ড ৬৯ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত আবু আলী উল হামদানী থেকে বর্ণিত, তিনি একটি নৌকায় আরোহন করলেন তাতে হজরত উক্ববা বিন আমির আল জোহনী ও ছিলেন।ইতিমধ্যে কোন একটি নামাজের সময় হয়ে যায়। আমরা তাকে আমাদের ইমাম হয়ে নামাজ পড়াতে বললাম এবং আমরা তাকে আরো বললাম যে, আমাদের চাইতে আপনার ইমামতির হক বেশি। কেননা আপনি হজরত নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের একজন সাহাবী তিনি নামাজ পড়াতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সঠিক ভাবে নামাজ পড়াবে তো ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ের নামাজ হয়ে যাবে আর যার নামাজ অসম্পূর্ন হবে তার গুনহা তার জন্য মুক্তাদিগনের প্রতি নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সকাল উজ্জল করে ফজরের নামাজ পড়া অতি উত্তম

ترمذی شریف کتاب الصلوٰۃ باب ماجاء فی الاسفار بالفجر ۲۲

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ

তিরমিযী শরীফ কেতাবুস সালাত বাবো মাজাআ ফিলইসফার বিলফাজার পৃ: ২২

অর্থঃ- হজরত রাফে বিন খাদীজ হইতে বর্ণনা। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমরা ফজরের নামায উজ্জল করে পড় এই জন্য যে তাতে অধিক সওয়াব রয়েছে।

نسائ شریف جلد اول ص۶۵۔۶۴ باب الاسفار

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ

নাসায়ী শরীফ প্রথম খন্ড ৬৫ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ-হজরত রাফে বিন খাদিজ থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা ফজরের নামাজ খুব উজ্জল করে পড়।

نسائ شریف جلد اول ص۶۵ باب الاسفار کتاب الصلوٰۃ

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهٖ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ بِالْاَجْرِ

নাসায়ী শরীফ প্রথম খন্ড ৬৫ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হজরত মাহমুদ বিন লাবিদ থেকে বর্ণিত , তিনি আনসারের একটি দল থেকে বর্ণনা করেন যে, হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, তোমরা সকাল(ফজর) উজ্জল করে ফজরের নামাজ আদায় করো, এতে প্রচুর সওয়াব রয়েছে।

ابن ماجه شریف جلد اول ص ۴۹ باب وقت صلوٰۃ الفجر

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ اَوْ لِاَجْرِكُمْ۔

ইবনে মাজা শরীফ প্রথম খন্ড ৪৯ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়

অর্থঃ- হজরত রাফে বিন খাদীজ হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ফজরের নামাজ উজ্জল করে পড়। কেননা এতে সাওয়াব বা পূণ্য বেশি রয়েছে।

ফজর নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত সমুহঃ- ফজরের নামায দেরী করে পড়া মুস্তাহাব। তবে ঐ সময় টি এমন হবে যাতে চল্লিশ থেকে ষাট আয়াত পর্যন্ত পড়া যায়। অত:পর সালাম ফিরানোর পর এতটুকু সময় থাকা বাঞ্চনীয় যেটুকু সময়ে কোন কারনে নামায ভঙ্গ হয়েগেলে দ্বিতীয় বার চল্লিশ থেকে ষাট আয়াত পর্যন্ত পড়তে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পারা যায়।।

বেতের নামাজ তিন রাকাত এর প্রমান

ابوُ داؤد شريف كتاب الصلوٰةص ٢٠١

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوِتْرِ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اِلٰى اَنْ قَالَ وَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ

আবু দাউদ শরীফ নামাজের অধ্যায় ২০১ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, বেতের প্রতিটি মুসলমানের উপর অপরিহার্য্য। এমনকী তিনি বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি পছন্দ করে যে, বেতের তিন রাকাত পড়ব; তাহলে সে তিন রাকাত পড়বে।

ترمذى شريف جلد اول ص ٦١ باب ماجاء فى الوتربثلاث

عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَءُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ اٰخِرِهِنَّ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

তিরমীযী শরীফ প্রথম খন্ড ৬১ পৃষ্ঠা বেতের নামাজ তিন রাকাত এর অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বেতের নামাজ তিন রাকাত পড়তেন, তাতে নয়টি সূরা দিতেন প্রতিটি রাকাতে তিনটি করে সূরা পড়তেন এবং শেষে কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন।

ابن ماجه شريف جلد اول ٩٧ كتاب الصلوٰة باب ماجاء فى كم يصلى با لليل

عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِى قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِا للَّيْلِ فَقَالَا ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا ثَمَانٌ وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ

ইবনে মাজা শরীফ ৯৭ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত আমীর শাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ বিন উমার কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এর রাত্রে নামাজ পড়ার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তৎক্ষনাৎ উভয়ে বললেন যে, তেরো রাকাত পড়তেন। তার মধ্যে ৮ রাকাত (তাহাজ্জোদ) এবং তিন রাকাত বেতের এবং পরিশেষে দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত পড়তেন।

ابن ماجه شريف ٨٢ كتاب الصلوٰة باب ما جاء فى ما يقرء فى الوتر

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِاَيِّ شَىْءٍ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

অর্থঃ-হজরত আব্দুল আজিজ বিন জোরাইজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজরত আয়েশা কে জিজ্ঞাস করলাম যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বেতের নামাজে কোন কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি উত্তর দিলেন প্রথম রাকাতে সাববাহিস মা রাব্বিকাল আলা পড়তেন। দ্বিতীয় রাকাতে কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন। আর তৃতীয় রাকাতে কুল হু আল্লাহ আহাদ, কুল আউযু বি রব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বি রব্বিন্নাস পড়তেন।

নোটঃ- উপরের সমস্ত হাদীসে স্পষ্টভাবে প্রমান পাওয়া গেল যে, বেতের (নামাজ) তিন রাকাত। ইবনে মাজা শরীফের ৯৭ পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, وَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ অর্থাৎ হুজুর পাক তিন রাকাত বেতের পড়তেন। এবং ইবনে মাজার ৮৩ পৃষ্ঠায় পাঁচ, তিন ও এক রাকাতের কথা উল্লেখ আছে। সেই ব্যাপারে এই হাদীসের শারাহতে বলা হয়েছে যে, ইমাম ত্বহাবী বলেছেন, পাঁচ ও এক রাকাতের হাদীসটি মানসুখ (রহিত)। আর এটা মানসুখ হওয়ার ব্যাপারে উপরের মোহাদ্দিসগণের ইজমা (ঐক্যমত) হয়েছে।

مسلم شريف جلد اول ص ٢٦١ باب صلوة النبى ﷺ ودعائه بالليل

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বেতের তিন রাকাত পড়তেন।

فَهٰذَا مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَعُلَمَائِهِمْ اَجْمَعُوْا اَنَّ الْوِتْرَ ثَلٰثٌ (رَكْعَاتٍ) لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ২০৭

অর্থঃ-মদিনার বিখ্যাত আলিম ও ফাক্বিহগণ সর্ব সম্মতিক্রতে বলেছেন যে, বিতর এর নামাজ তিন রাকাতই, শেষ রাকাত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সালাম ফিরাইবে না।

بخارى شريف جلد اول ٥٠٤ كتاب المناقب باب كان النَّبِىُّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَا فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلَاتَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ قَالَ تَنَامُ عَيْنِىْ وَلَا يَنَامُ قَلْبِىْ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড বাবো কানান নবীও তানামু আইনোহু অ–লা– ইয়ানামু ক্বালবুহু। পৃষ্ঠা৫০৪

অর্থঃ- হজরত আবু সালামাহ বিন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হজরত আয়েশা কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, রমযান মাসে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম রাত্রে কত রাকাত বা কেমন নামাজ পড়তেন। উত্তরে হজরত আয়েশা বলেন, রমযান হোক বা রমযান ব্যাতিত হোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম রাত্রে মোট এগারো রাকাতের বেশি নামাজ পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাত পড়তেন অতঃপর আবার চার রাকাত পড়তেন। সব শেষে তিন রাকাত পড়তেন। হযরত আয়েশা বলেন, রসুলের নামাজের সৌন্দর্য্যতা বিনয়তা (খুসুখুযু) এবং লম্বায়ী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিওনা অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম খুব লম্বা– চওড়া বিনয়িতা ইতমিনানের সহিত নামাজ আদায় করতেন। হজরত আয়েশা বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম। ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি বেতের পড়ার পূর্বে ঘুমিয়ে যেতেন। উত্তরে রাসুলুল্লাহ বলেন, আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায় কিন্ত আমার অন্তর (দিল) ঘুমায় না।

নোটঃ- প্রকাশ থাকে যে, হজরত আয়েশা হতে বর্ণিত

বোখারী শরীফের হাদীস দ্বারা আট রাকাত তারাবিহ কখনোই প্রমান হয় না। কারণ হজরত আয়েশা বলেন, রাসুলুল্লাহ রমযান মাসে এবং অন্য মাসে সব সময় ঈশার নামাযের পর মোট এগারো রাকাত নামাজ পড়তেন। আট রাকাত যদি তারাবিহ হয়, তাহলে রাসুলুল্লাহ কি অন্য মাসেও তারাবিহ পড়তেন? কখনোই নহে! বরং উক্ত হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমানিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ আট রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন (যেটা রাসুলুল্লাহের প্রতি ফরজ ছিল)। বাকী তিন রাকাত ছিল বেতেরের নামাজ। ওহাবী লা-মাজহাবীগন হাদীসের অর্থ ও মর্ম না বুঝে নিজেরা ধোকায় আছে এবং জন সাধারনকেও ধোকা দিয়ে আসছে সুতরাং এই সব লা-মাজহাবী ওহাবী থেকে সাবধান থাকবেন।

দুয়া এবাদতের মগজ

ترمذی شریف جلد ثانی ص ۱۷۵ باب ماجاء فی فضل الدعاء

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অনুবাদ ঃ- হযরত আনাস ইবনে মালেক হতে বর্নিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বর্নিত করেছেন হুজূর ইরশাদ করিয়াছেন ইবাদাতের মগজ হইল দুয়া।

দুয়া একমাত্র ইবাদাত

ابن ماجہ شریف ص ۲۷۱ باب فضل الدعا۔

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ- হযরত নোমান ইবনে বশীর থেকে বর্নিত তিনি বলেন যে রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় দুয়া একমাত্র এবাদত তারপর (কোরআনের আয়াত) পাঠ করলেন আর বললেন তোমাদের খোদা বলেছেন আমার নিকটে প্রার্থনা কর আমি তোমাদের দয়া কবুল করিব ইবনে মাজা শরীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ২৭১ দুয়ার ফজিলতের অধ্যায়ে।

নোট ঃ- উক্ত আয়াত শরীফে আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমরা আমার নিকটে প্রার্থনা কর আমি তোমাদের দুয়া কবুল করিব! উক্ত আয়াত থেকে তিনটি মসয়ালা বুঝা গেলো (১) দুয়া করিলে আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালন করা হয়, আর আল্লাহর নির্দেশ পালন করা এবাদাতে গন্য (২) উক্ত আয়াত শরীফে আল্লাহ তাআলা দুয়া করার জন্য সময় নির্ধারিত করেদেন নি ফলে আযানের পরে,, আযান ও এক্বামতের মধ্যে এবং নামাযের পরে যে কোন সময় দুয়া করা জায়েয এবং তাহা কুরআন থেকে প্রমান (৩) তোমরা আমার নিকটে প্রার্থনা কর ইহা থেকে প্রমান হল এক সংগে মিলিত ভাবে দুয়া করা জায়েয যেমন ইমাম সাহেব মুক্তাদীগনকে সংগে নিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন।

আল্লাহ তায়ালার নিকটে দুয়া খুবই প্রিয়তম

ابن ماجہ شریف ص۲۸۱ باب فضل الدعاء۔

(১) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুবাদ ঃ- হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্নিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন হুজূর বলেছেন আল্লাহ তায়ালার নিকটে দুয়া খবই প্রিয়তম। ইবনে মাজা শরীফ দ্বিতিয় খন্ড পৃঃ ২৮১ দুয়ার ফজিলতের অধ্যায়

দুই হাত উত্তোলন করে দুয়া করা নবী মুস্তাফার সুন্নাত

(۳) ابوداؤد شریف جلد دوم ص۳۸۳ کتاب الجهاد باب رفع الیدین فی الدعاء

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَدَعَا اللّٰهَ تَعَالٰى سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدً فَمَكَثَ طَوِيْلًا (الى اخره)

অনুবাদ ঃ- হযরত আমির ইবনে সাদ হতে বর্নিত। তিনি বলেন ঃ আমরা মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাথে বের হলাম। এরপর আমরা যখন আজওয়ারা নামক স্থানে পৌছালাম, তখন তিনি নামেন এবং দুহাত তুলে প্রায় এক ঘন্টা দুয়া করেন। পরে সেজদায় গিয়ে অধিক সময় সেজদারত অবস্থায় থাকেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ান এবং দুহাত তুলে প্রায় এক ঘন্টা দুয়া করেন এবং পরে সেজদায় রতহন। রাবী আহমাদ এরূপ তিনবার বর্ননা করেছেন।

এবং তিনি বলেন ঃ আমি আমার খোদার কাছে দুয়া করেছি এবং আমার উম্মাতের জন্য সপারিশ করেছি। আল্লাহ আমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

উম্মাতের তিন ভাগের এক ভাগের সুপারিশ গ্রহন করেছেন। তাই আমি শোকর- সূচক সেজদা আদায় করি। পরে (দ্বিতীয়বার) আমি সেজদা হতে উঠে আমার রবের দরবারে আবার উম্মতের ব্যাপারে সুপারিশ করি তখন তিনি আরও এক তৃতীয়াংশের গুনাহ মাফ করেদেন। এতে আমি আল্লাহর শোকর জ্ঞাপন করার জন্য সেজদা করি। অবশেষে (তৃতীয়বার) আমি সেজদা থেকে উঠে আমার আল্লাহর দরবারে উম্মতের ব্যাপারে সুপারিশ করি, এতে তিন বাকি শেষ- তৃতীয়াংশের গুনাহ মাফ করেদেন। তাই আমি আমার খোদার জন্য শোকর- সূচক সেজদা আদায় করি।

দুয়ার সময় সিনা পর্যন্ত হাত উত্তোলন করা হুজুরের সুন্নাত

بخاری شریف جلد ثانی ص ۹۳۸ باب الایدی فی الدعاء

عَنْ يَحْىٰ بْنِ سَعِيْدٍ وَ شَرِيْكٍ سَمِعَا اَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ

অনুবাদ ঃ- হযরত ইহয়া ইবনে সাইদ এবং শারীক দুইজন হযরত আনাসকে বলতে শুনেছেন তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ননা করেন হুজর আলাইহি স্সালাম দুয়া করার সময় দুই হাত কে উত্তোলন করিলেন এমন কি আমি তিনার বগলের ঔজ্জল্য দেখে নিলাম

দুয়া করার আদব

ابوداؤد شریف ص ۲۰۹

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلْمَسْأَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْ وَ مَنْكِيْكَ اَوْ نَحْوَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ اَنْ تُشِيْرُ بِاِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ وَالْاِبْتِهَالُ اَنْ تَمُدَّ بِيَدَيْكَ جَمِيْعًا

অনুবাদ ঃ- হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্নিত তিনি বলেন আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করার আদব হল এই যে দুই হস্তদয়কে কাঁধ বা তার সম-পরিমান পর্যন্ত উঠানো এবং ইস্তেগফারের (গুনাহ মাপের জন্য দুয়া করার) আদব হল, দুয়ার সময় শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করা এবং ইবতিহালের (অর্থ দুয়ার সময় রোনা জারি, কান্নাকাটি করা) আদব হল- দুয়ার সময় উভয় হাত এত উপরে উঠানো যাতে হাতের বগলের সাদা অংশ দেখা যায়।

হাত উত্তোলন করে দুয়া করলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না

ابو داؤد شریف کتاب الصلوٰۃ باب الدعا ص ۲۰۹

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْىٖ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا

অনুবাদ ঃ- হযরত সালমান (রাদীয়াল্লা তা'আলা আনহু) হতে বর্নিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের আল্লাহ চিরঞ্জীব ও মহান দাতা। যখন কোন বান্দা হাত উঠিয়ে তাঁর

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাছে দোয়া করে, তখন তিনি তার খালি হাত ফিরিয়ে দিতে (হায়া) লজজাবোধ করেন।

হুজূর যখনই দুয়া কারতেন দুই হস্ত দ্বয়কে উত্তোলন করিতেন এবং দুয়ার শেষে মুখ মন্ডলে মুছিয়া লইতেন

ابو داؤد شريف كتاب الصلوة باب الدعاء ص ٢٠٩

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَ دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهٗ بِيَدَيْهِ۔

অনুবাদ ঃ- হযরত ইবনে ইয়াজিদ হইতে বর্নিত উনি নিজের পিতা হতে বর্ননা করেন যে নাবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখনই দুয়া করতেন হাত উঠিয়ে দোওয়া করতেন এবং দুয়ার শেষে নিজের হাত দিয়ে মুখ মন্ডল মুছিয়া লইতেন।.....

দুয়া করার সময় হাত উত্তোলন করা ও মুখ মন্ডলের উপর বুলাইবার বয়ান

ترمذی شریف جلد ثانی ابواب الدعوات - باب ماجاء فی رفع الایدی عند الدعاء ص ٧٦

١ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطُّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ۔

অনুবাদ ঃ-হজরত উমার ইবনুল খাত্তাব হতে বর্নিত তিনি বলেন রসুলুল্লাহ (সঃ) যখন-ই দুয়া করার জন্য হাত উঠাইতেন, তখনই হাত দুই খানা মুখ মন্ডলে না বুলানো পর্যন্ত নামাতেন না।

নোট ঃ- ইবনে মালেক বলেছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে

অ-সাল্লাম দুই হস্তদয়কে মুখ মন্ডলে বুলাইয় লইতেন আকাশের বরকত ও আনয়ারে এলাহী আল্লাহ তায়ালার জ্যোতিরময় শুভ হাসিন করার জন্য। আবুদাউদ টিকা ৫

তাড়াতাড়ি না করিলে আল্লাহ তায়ালা দুয়া কবুল করিয়া থাকেন

ترمذی شریف جلد ثانی ص ٢٠٠ ابواب الدعوات

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُ وَابِطَهٗ يَسْأَلُ اللّٰهَ مَسْأَلَةً اِلَّا اَتَاهَا اِيَّاهُ مَالَمْ يَعْجَلْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ عَجَلَتُهٗ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ سَأَلْتُ وَ سَأَلْتُ فَلَمْ اَعْطَ شَيْئًا

অনুবাদ ঃ- হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্নিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে কোন ব্যক্তি দুয়া করার সময় হাত দুই খানা কে এমন ভাবে উপরে উঠাবে যাতে বগল দেখা যায় অর্থাৎ হাত উপরে উঠায়া দুয়া করিবে তারপর আল্লাহর নিকটে ফরিয়াদ করলে আল্লাহ তার ফরিয়াদ পূর্ন করিবেন যদি সে তাড়া হুড়া না করে, সাহাবীগন আরজ করলেন হুজুর তাড়া হুড়া কি? উত্তরে হুজুর বলেন লকেরা বলে আমি চাইলাম কিন্তু কিছুই পেলাম না

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুয়ার শেষে দুই হস্তদয়কে মূখে বলিয়ে নেওয়া

ابن ماجہ شریف ص ۸۳ باب من کان لا یرفع یدیہ فی الصلوت

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَوْتَ اللّٰهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَ لَا تَدْعُ بِظُهُوْرِ هِمَا فَاِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ

অনুবাদ ঃ- হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্নিত তিনি বলেন রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকটে প্রর্থনা করবে তখন আপন হাতের তালূ দ্বারা প্রর্থনা করবে, হাতের উপরংশ দ্বারা নহে, অত:পর যখন দুয়া সমাপ্ত হবে তখন উক্ত হস্ত তালূ নিজের মুখ মন্ডলে বুলিয়ে নিবে

যাহারা আল্লাহর নিকটে প্রর্থনা করেন না তাদের প্রতি আল্লাহ নারাজ হন

ابن ماجہ شریف جلد ثانی ص ۲۷۱ باب فضل الدعاء۔

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ غَضِبَ عَلَيْهِ۔

অনুবাদ ঃ- হযরত আবু হুরাইয়া হতে বর্নিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাহারা আল্লাহর নিকটে মনাজাত করেন না তাহাদের প্রতি আল্লাহ নারাজ হন-

দরূদ শরীফ ব্যতিত দুয়া কবুল হয় না

ترمذی شریف جلد اول ص ۶۴ باب ماجاء فی فضل الصلوۃ علی النبی۔

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ ﷺ۔

অনুবাদ ঃ- হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়য়েব হতে বর্নিত তিনি বলেন হযরত উমার ইবনে খত্তাব হতে রেওয়ায়াত করেছেন হযরত উমর বলেছেন ঃ নিশ্চয় দুয়া আসমান ও যমিনের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে কোন দুয়াই কবুল হয় না যতক্ষন পর্যন্ত তোমার প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ না পড়েছো। সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম

হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে দুয়াটি অধিক বার পড়তেন

ابوداؤد شریف جلد اول کتاب الصلوۃ باب فی الاستغفار ص ۲۱۳

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَاَلَ قَتَادَةُ اَنَسًا اَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ اَكْثَرَ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُوْبِهَا اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَ زَادَزِيَادٌ وَ كَانَ اَنَسٌ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوْبِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا وَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوْ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيْهَا۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ- হযরত আব্দুল আযীয ইবনে সোহায়েব হতে বর্নিত। তিনি বলেন ঃ একবার ক্বাতাদাহ হযরত আনাস এর নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন দুয়া বেশি পড়তেন? তখন তিনি বলেন ঃ তিনি অধিকাংশ সময় এ দুয়া পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্-দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আখিরাতি হাসানা তাও ওয়াক্বিনা আযা বান্নার। রাবী যিয়াদ আরো অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আনাস যখন দুয়া করতেন, তখন এই দুয়া পড়তেন। আর যখন তিনি অতিরিক্ত দুয়া করতে চাইতেন তখন দুয়ার মধ্যে এদুয়া টি পড়তেন- অর্থাৎ আল্লাহুম্মা আতেনা ফিদ্দনয়া হাসানাতমি ওয়া ফীল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াকেনা আযাবান্নার

যে ব্যক্তি নিম্মের দুয়াটি (ইমানের সহিত) পাঠ করিবে তার জন্য জান্নাত ওয়জিব

ابوداؤد شریف جلد اول باب فی الاستغفار کتاب الصلوۃ ص ٢١٤

اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَاسَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا وَ جَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

অনুবাদ ঃ- হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী হতে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে আমি রব হিসেবে আল্লাহ, কে দ্বীন হিসেবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসেবে মুহম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে

পেয়ে সন্তুষ্ট তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো।

ফরজ নামাযের পর এবং মধ্যে রাত্রিতে দুয়া কবুল হয়ে থাকে

ترمذی شریف جلد ثانی ص ١٨٨ باب ماجاء فی جامع الدعوات۔

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ (اَقْبَلُ) قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَ دُبُرَ الصَّلٰوتِ الْمَكْتُوْبَاتِ. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ۔

অনুবাদ ঃ- হযরত আবু ওমামা হতে বর্নিত তিনি বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞসা করা হইয়াছিল হে আল্লাহর রাসূল কোন সময় দুয়া বেশি কবূল হয়ে থাকে হুজুর বলিলেন শেষ রাত্রের মধ্যে এবং ফরজ নামাযের পরে (দুয়া কবুল হয়ে থাকে)

নামাযের পর হামদ ও দরূদ পাঠ করতঃ দুয়া করার হুকুম

(١) ترمذی شریف جلد ثانی ص ١٩٦ باب ماجاء فی جامع الدعوات=

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًاِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ ارْحَمْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ اِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَاهُوَ اَهْلُهٗ وَ صَلِّ عَلَىَّ ثُمَّ ادْعُهُ ثُمَّ صَلّٰى رَجُلٌ اٰخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّهَا الْمُصَلِّى اُدْعُ تُجَبْ= هٰذَا حَدِيث حسن=

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ- হযরত ফাজালা ইবনে ওবায়েদ হতে বর্নিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ আদায় করতঃ বলল, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার উপর রহম করো। তখন রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন। হে নামাজী! তুমি দুয়া করতে খুবই তাড়াতাড়ি করলে। শোনো! যখন তুমি নামাজ আদায় করতঃ দোওয়া করতে বসবে, তখন আল্লাহর হামাদ (প্রশংসা) করবে। যেমন তাঁর জন্য প্রসংসা করা উচিত, অত:পর আমার প্রতি দরূদ পড়বে তারপর দোওয়া করবে রাবী বলেন যে, এর পর অন্য ব্যক্তি নামাজ আদায় করত: আল্লার হামদ বয়ান করলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, এবার দুয়া করো নামাজে কবুল হবে।

নোট ঃ- উক্ত হাদিস হতে প্রমান হল যে, নামাজ সমাপ্ত (আদায়) করার পর আল্লাহ তায়ালার প্রতি হামদ (প্রশংসা) এবং নবী মোস্তাফার উপর দুরুদ শরীফ পাঠ করত: দোওয়া আরম্ভ করতে হবে, তবে হ্যাঁ! হামদ ও দুরুদের পূর্বে বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা হাদিস পাকের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন কাজ বিসমিল্লাহ দিয়ে আরম্ভ না করলে তাহা অসম্পূর্ন থেকে যায়। - অতএব নামাজের পর প্রথমে বিসমিল্লাহ তারপর হামদে ইলাহী এবং দরুদ শরীফ পাঠ করত: দোওয়া শুরু করবে, ইনশা আল্লাহ তায়ালা কবুল হবে।- প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান যুগের গায়ের মোকাল্লিদ বনাম আহলে হাদীস জনগন কে হাদীসের মর্ম না বুঝে উল্টো পাল্টা ফাতাওয়া প্রদান করে জন সাধারনকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট

করে দিচ্ছেন। সুতরাং এই সমস্ত নাদান তথাকথিত আহলে হাদীসদের কিতাব ও কথার দিকে কর্নপাত করবেন না।

দুয়া করার নিয়ম

تفسیر روح البیان جلد۳ ص ۱۷۸

وَ السُّنَّةُ اَنْ يُّخْرِجَ يَدَيْهِ حِيْنَ الدُّعَاءِ مِنْ كُمِّهٖ۔ اَلسُّنَّةُ لِلدَّاعِیْ فِیَ طَلَبِ الْحَاجَةِ لَهٗ اَنْ يَّنْشُرَهُمَا يَعْنیْ كَفَّيْهِ اِلیٰ السَّمَآءِ وَ يَجْعَلُ ظَهْرَهُمَا الیٰ السَّمَاءِ وَ الْمُسْتَحَبَّ اَنْ يَّرفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ بِحِذَاءِ صَدْرِهٖ تَكُوْنُ الْفُرْجَةُ بَيْنَ كَفَّيْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ

অনুবাদ ঃ- তাফসিরে রুহুল বয়ানের ত য় খন্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে, দোওয়া করার সময় দুই হস্তদয়কে জামার ভিতর থেকে বের করা সুন্নাত। খোদার নিকট নিজের প্রয়োজন চাওয়ার জন্য দোওয়াকারীর প্রতি সুন্নাত হল এই যে, দুই হস্তদয়ের তালু কেআকাশের দিকে করা। আর মস্তাহাব হল এই যে, দুই হস্তদয়কে উঠিয়ে আকাশের দিকে বিস্তৃত করা আর মুস্তাহাব হল এই যে, দুই দস্তদয়কে উঠিয়ে সিনা (বক্ষ স্থল) বরাবর করবে ও দুই হস্তদয়ের মধ্যে একটু ফাঁকা থাকবে।

একাকী দুয়া করার অধ্যায়

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝۷ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝۸

অনুবাদ ঃ- অতএব যখন আপনি নামায থেকে অবসর হবেন তখন দুয়ার মধ্যে পরিশ্রম করুন, এবং আপন রবের প্রতি

pdf By Syed Mostafa Sakib

মনোনিবেশ করুন উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছেঃ কেননা নামাযের পরে দুয়া বেশি কবূল হয়। আল্লামা জালালুদ্দিন মাহাল্লী তাফসীরে জালালাইনের মধ্যে উক্ত আয়াতের তাফসীর করেছেন

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَانْصَبْ اَتْعَبْ فِى الدُّعَاءِ وَإِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ، تَضَرُّعً

অনুবাদ ঃ- অতএব যখন আপনি নামায থেকে আবসর হবেন বিণীতর সহিত দুয়াতে পরিশ্রম করুন আর আপন রবের প্রতি বিনয় প্রকশ করো (কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করো)

খোদার দিকে প্রবল ইচ্ছা করুন

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

অনুবাদ ঃ- প্রার্থনা গ্রহন করি আহ্বান কারীর যখন আমাকে আহ্বান করে

কুরআন হাকীম পারা (২) সূরাহ বাকারাহ আয়াত ১৮৫

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

অনুবাদ ঃ- হে আমার রব আমাকে তোমার নিকট থেকে প্রদান করো পবিত্র সন্তান। নিশ্চয় তুমিই প্রার্থনা শ্রবনকারী।

নামাযের পরে যে সব দুয়া একাকীভাবে করা যায় সেই সমস্ত দুয়াগুলি নিম্নে লিখা হল

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَّ اَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّى
مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾ سوره بنى اسرائيل

অনুবাদ ঃ- হে আমার রব। আমাকে সত্য ভাবে প্রবেশ করাও এবং সত্যভাবে বাইরে নিয়ে যাও আর আমাকে তোমার নিকট থেকে সাহায্যকারী বিজয় শক্তি দাও।

رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِى اَمْرِى ﴿٢٦﴾
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِى ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِى ﴿٢٨﴾ سوره طٰهٰ

অনুবাদ ঃ- হে আমার রব! আমার জন্য আমার বক্ষ খুলে দাও। এবং আমার জন্য আমার কর্ম সহজ করে দাও আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও যাতে সে আমার কথা বুঝাতে পারে -

رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴿١١٤﴾ سوره انبياء

অনুবাদ ঃ- হে আমার বর আমাকে জ্ঞান বেশী দাও

لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ سوره انبياء

অনুবাদ ঃ- কোন উপাস্য নেই তুমি ব্যতীত, পবিত্রতা তোমার নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

এক সংগে দুয়া করার অধ্যায়

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾ سوره فاتحه

আমাদের কে সোজা পথে পরিচালিত করো তাঁহাদেই পথে, যাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো; তাহাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপ তিত হয়েছে এবং পথ ভ্রস্টদের পথেও নয়।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

سوره بقره

অনুবাদ ঃ-হে আমাদের রব! আমাদের কে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আমাদের কে আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদের কে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ
انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾ سوره الاعمران

অনুবাদ ঃ-(তখন প্রার্থনা করলো) হে আমাদের রব আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দাও এবং আমাদের পাগুলো অবিচলিত রাখো আর কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো -

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ
عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وقفة
وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وقفة وَارْحَمْنَا ۟ وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾ سوره بقره

অনুবাদ ঃ- হে আমাদের রব আমাদেরকে পাকড়াও করোনা যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি। হে আমাদের রব এবং আমাদের উপর ভারী বোঝা রেখো না, যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে হে আমাদের রব! আমাদের উপর ওই বোঝা অর্পন করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আর আমাদের পাপ মোচন, করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের মনিব। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ سوره الاعمران

অনুবাদ ঃ- হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকি রক্ষা করে দাও

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ
اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ سوره الاعمران

অনুবাদ ঃ-হে আমাদের রব! আমাদের অন্তর বক্র করো না এরপর যে, তুমি আমাদেরকে হিদায়াত প্রদান করেছো এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয় তুমি হও মহান দাতা

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَ
ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾
سوره الاعمران

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ-হে আমাদের রব! ক্ষমা করে আমাদের গুনাহ এবং যেসব সীমালঙ্ঘন আমরা আমাদের কাজের মধ্যে করেছি আর আমাদের পদ অবিচল করো এবং আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করো।

رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَ عَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ
وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيعَادَ سوره ال عمران

অনুবাদ ঃ-হে আমাদের রব! আমরা এক আহ্বান কারী (এরূপ আহ্বান করতে) শুনেছি যিনি ঈমান আনার জন্য আহ্বান করেন, আপন রবের উপর ঈমান আনো। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! সুতরাং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের মন্দ কাজ গুলো নিশ্চিহ্ন করে দাও! আর আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করো -

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ
اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۚ﴿۱۹۳﴾
سوره الاعمران

অনুবাদ ঃ- হে আমাদের রব! এবং আমাদের সেটা প্রদান করো, যার ওয়াদা তুমি আমাদের সাথে আপন রাসূলগনের মাধ্যমে করেছো, এবং আমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন অপমানিতকরো না; নিঃ সন্দেহে, তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না -

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ
ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿۴۰﴾
رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ
يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿۴۱﴾ سوره ابراهيم

অনুবাদ ঃ- হে আমার রব! আমাকে নামায ক্বায়েমকারী রাখো এবং আমার কিছু বংশধরকেও। হে আমাদের রব! এবং আমার প্রার্থনা ক্ববূল করে নাও। হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার মাতা- পিতাকে ও সমস্ত মুসালমান কে, যেদিন হিসাব ক্বায়েম হবে।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰﴾

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ- হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকে ও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে আর আমাদের দিক থেকে হিংসা বিদ্বেষ রেখোনা! হে আমাদের রব নিশ্চয় তুমিই অতি দয়াদ্র দয়াময় -

দোওয়া কবুল হওয়ার শর্ত

نسائ شريف جلد اول ۱۴۴ كتاب الصلوة باب التمجيد والصلوة على النبى ﷺ فى الصلوة

اَنَّ اَبَا عَلِىٍّ الْجُنَبِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِىْ الصَّلٰوةِ لَمْ يَحْمِدِ اللّٰهَ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّىْ فَمَجَّدَ اللّٰهَ وَحَدَهُ وَحَمِدَهُ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُ تُجَبْ سَلْ تُعْطَ

নাসায়ী শরীফ প্রথম খন্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত আবু আলিউল জানাবী হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি হজরত ফোজালা বিন ওবায়েদ কে বলতে শুনেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম শুনতে পেলেন যে এক ব্যক্তি নামাজে দোওয়া করছে কিন্তু আল্লাহ পাকের প্রশাংসা

ও নবী পাকের প্রতি দরুদ পাঠ করেনা। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বললেন, হে মোসাল্লী! তুমি খুব তাড়াতাড়ি করছো। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামগণ কে দোওয়া করার নিয়ম শিক্ষা দিলেন। তার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম আর এক ব্যক্তিকে শুনলেন যে, সে নামাজ পড়ছে আর এক আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে ও এবং আল্লাহ তা-আলার প্রশংসা করছে, নবী মুস্তাফার প্রতি দরুদ প্রেরন করছে, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ-সাল্লাম বললেন, এবার দোওয়া করো, কবুল হবে। যা চাইবে তাই পাবে। আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে,

كُلُّ اَمْرِذِىْ بَال لَمْ يُبْدَءْ بِبِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ

অর্থাৎ যে কোন ভাল কাজ বিসমিল্লাহ পড়ে শুরু না করলে অসম্পূর্ণ থাকে। আরো একটি অন্য হাদীসে আছে যে, যে কোন ভাল কাজ আলহামদুলিল্লাহ পড়ে শুরু না করলে সে কাজটি অসম্পূর্ণ হয়।

নোট:- উপরের সমস্ত হাদীসের সারাংশ বা মূল কথা হল যে, যে কোন দোওয়া করার পূর্বে সর্ব প্রথম বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। তার পরে আলহামদুলিল্লাহ, তার পর দরুদ শরীফ পড়ে দুয়া আরাম্ভ করিবে কিম্বা মাঝখানে কিম্বা শেষে পড়িবে। অর্থাৎ এই ভাবে পড়তে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার পরে রাব্বানা আতিনা বা যে কোন দোওয়া করলে ইনশা আল্লাহ তাহা অবশ্যই কবুল হবে।

অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দোওয়া করলে তাড়াতাড়ি কবুল হয়

ابو داؤد شريف جلد اول ٢١٢ كتاب الصلوٰة باب الدعاء بظهر الغيب

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَسْرَعَ الدُّعَاءِ اِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড ১১৪ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দোওয়া করলে আল্লাহ পাক তাড়াতাড়ি কবুল করে থাকেন।

নবী এবং ওলীকে মাধ্যম বা ওসিলা বানিয়ে দোওয়া করা জায়েজ

بخارى شريف جلد اول ١٣٧ پار (٤) باب سوال الناس الامام لاستسقاء اذا قحطوا

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اِذَ قَحَطُوْا اِسْتَسْقٰى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ১৩৭ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মানুষ অনাবৃষ্টিতে ভুগতেন তখন হজরত উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু পানি চাইতেন আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিবকে মাধ্যম বানিয়ে । এবং তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমাদের নবী কে মাধ্যম বাণিয়ে তোমার নিকট পানি চাইতাম তো তুমি বৃষ্টি বর্ষন করে দিতে। এখন তোমার দরবারে আমাদের নবীর চাচাকে মাধ্যম বানিয়ে পাণি চাইছি তুমি পানি বর্ষণ করে দাও, হজরত আনাস বলেন, তৎক্ষনাৎ পাণি বর্ষণ হতে লাগত।

আজান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোওয়া কবুল হয়ে থাকে

ابو داؤد شريف جلد اول ص٧٧ باب فِى الدعاء بِيْنَ الاذان والاقامة

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত, তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, আজান ও একামতের মধ্যবর্ত্তী সময়ে দোওয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না বরং কবুল করা হয়।

নামাজের পরে দোওয়া করা জায়েয

نسائ شريف ص١٤٦ جلد اول كتاب الصلوة باب الدعاء بعد الذكر

حَدَّثَنِىْ حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَّ مِهْجَنَ بْنَ الْاَدْرَعِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ اِذَا رَجُلٌ قَدْ قَضٰى صَلٰوتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ يَااللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلٰثًا

নাসায়ী শরীফ প্রথম খন্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়

অর্থঃ-হজরত হানযালা বিন আলী আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মেহজান বিন আদরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন এক ব্যক্তি তাশাহুদ পাঠ করে নিজের নামাজ সমাপ্ত করলেন। অতঃপর দোয়া করতে লাগলেন যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রর্থনা করি যে, হে আল্লাহ! তুমিই এক মাত্র

এক ও অদ্বিতীয় কারো মুখাপেক্ষী নয়। না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন, না তিনি কারোর দ্বারা জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং কেহ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। তুমি আমার গোনাহ সমূহ ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল মেহের বান। অতঃপর হুজুর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ৩ বার এরশাদ করলেন যে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।

নোটঃ- উক্ত হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, সর্ব প্রথমে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত এর প্রশংসা করতঃ দোয়া করলে কবুল হয়ে থাকে।

ভূল হয়ে যাওয়ার পর তওবা করার ফজিলত

ابن ماجه شريف جلد ثانى ص ٣١٣ باب ذكر التوبه

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِى اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ-

ইবনে মাজা শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ৩১৩ পৃষ্ঠা। রোযার অধ্যায়

অর্থঃ-হজরত আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেন যে, প্রত্যেক আদম সন্তান ভূলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাদের মধ্যে তওবা কারীরা উত্তম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চাঁদ দেখে রোজা রাখা ও চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করা ফরজ

مسلم شريف جلد اول ص ٣٤٧ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَیْتُمُوْهُ فَافْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَصُوْمُوْا ثَلٰثِیْنَ یَوْمًا

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ৩৪৭ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলে পাক এরশাদ করেছেন যে, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখা শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করবে। তবে আকাশ মেঘাছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নিবে।

প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্য চাঁদ দেখা তাদের ক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্য। অন্য দেশের মানুষের জন্য নহে।

مسلم شريف جلد اول ص ٣٤٨

عَنْ كُرَیْبٍ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ اِلٰی مُعَاوِیَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَیْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَیَّ رَمَضَانَ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَأَیْتُ الْهِلَالَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ

قَدِمْتُ الْمَدِیْنَةَ فِیْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِیْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَکَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتٰی رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَیْنَاهُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَنْتَ رَأَیْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأٰهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِیَةُ فَقَالَ لٰکِنَّا رَأَیْنَاهُ لَیْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتّٰی نُکْمِلَ ثَلٰثِیْنَ اَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ اَوَلَا تَکْتَفِیْ بِرُؤْیَةِ مُعَاوِیَةَ وَ صِیَامِهٖ فَقَالَ لَا هٰکَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ شَکَّ یَحْیٰی بْنُ یَحْیٰی فِیْ نَکْتَفِیْ اَوْ تَکْتَفِیْ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ৩৪৮ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত কুরাইব বলেছেন যে, উম্মে ফাজল বিনতে হারেস তাকে আমীরে মোয়াবিয়ার নিকট সিরিয়া (শাম) পাঠালেন। তিনি বলেন, আমি শাম পৌঁছে গিয়ে তি .র প্রয়োজন গুলো সারলাম। সিরিয়ায় থাকা কালীন আমি জুময়া দিন সন্ধ্যার সময় রমযানের চাঁদ দেখলাম, তার পর রমযানের শেষভাগে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমার নিকট চাঁদ দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে সে বিষয়ে আলোকপাত করলেন। তিনি বলেন, তোমরা কোন দিন চাঁদ দেখে ছিলে। আমি বললাম যে, আমরা তো জুমআর দিন সন্ধার সময় চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার বলেন, তুমি নিজের চোখে দেখেছো কী? আমি বললাম হ্যাঁ। আমি নিজে দেখেছি এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে। তারা রোজা রেখেছে এবং মোয়াবিয়াও রোযা রেখেছেন। তিনি বলেন, আমরা কিন্তু

pdf By Syed Mostafa Sakib

শনিবার সন্ধায় চাঁদ দেখেছি আমরা ত্রিশ দিন সম্পূর্ণ করবো অথবা চাঁদ দেখে নামাজ পড়বো। হজরত কুরাইব বলেন, মোয়াবিয়ার চাঁদ দেখা এবং রোজা রাখা আপনি কি যথেষ্ঠ মনে করেন না? তিনি বললেন না। কেননা রাসুল পাক আমাদের কে চাঁদ দেখার জন্য এইরুপ আদেশ করেছেন।

মাসয়ালাঃ- কিছু লোক যদি একথা বলেন যে- অমুক স্থানে চাঁদ দেখা গেছে বরং যদি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে অমুক- অমুক চাঁদ দেখেছেন এবং যদি সাক্ষ দেয় যে কাজী রোজা বা ইফতারের জন্য সকল কে আদেশ করেছেন এসব পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। (দুররুল মোখতার, রুদ্দুল মোহতার, বাহারে শরীয়ত ৫ম খন্ড)

কতিপয় কারনে রোজা ভঙ্গ না হওয়ার হাদীস

ابو داؤد شريف جلد اول ص ٣٢٣ باب فى الصائم يحتلم

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَ لَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড ৩২৩ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত, তিনি নিজের সাথীর মধ্যে এক ব্যক্তির নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ·সাল্লাম বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি বমি করে তাতে রোজা ভঙ্গ হবে না।

কারো স্বপ্নদোষ হলে তাতে রোজা ভঙ্গ হবে না এবং যদি কারো শিংগা লাগিয়ে রক্ত বের করে তাতে ও রোজা ভঙ্গ হবে না।

অবস্থা ভেদে নির্দেশ এর পরিবর্তন

ابوداؤد شريف جلد اول ص ٣٢٤ باب كراهية للشاب و مَنْ اصبح

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَ اَتَاهُ اٰخَرُ فَنَهَاهُ فَاِذَا الَّذِىْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِىْ نَهَاهُ شَابٌّ

অবু দাউদ; শরীফ প্রথম খন্ড ৩২৪ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী মুস্তাফাকে রোজার অবস্থায় তার স্ত্রীর সঙ্গে মোবাশারাত অর্থাৎ চুম্বন ও স্পর্শের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো। হুজুর তাকে অনুমতি দিলেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি একই প্রশ্ন নিয়ে এলে তাকে নিষেধ করলেন। তবে যাকে নিষেধ করলেন তিনি ছিলেন যুবক। আর যাকে অনুমতি দিলেন সে ছিলেন বয়ঃ বৃদ্ধ

pdf By Syed Mostafa Sakib

রমযান মাসে দিনে স্ত্রী সহবাস করা হারাম

مسلم شریف جلد اول ص ۳۵۴ باب تغليظ
تَحْرِيْمِ الجِمَاعِ فِيْ نهار رمضان على الصائم
عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَأَتِىْ
فِىْ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا
قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ
لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمَرٌ
فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا قَالَ اَفْقَرُ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا
اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ
حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ৩৫৪ পৃষ্ঠা, বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ২৫৯ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি ধবংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন কী কারনে, কোন বস্তু তোমাকে ধংশ করেছে? সে বললো আমি রোজা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, তোমার কী একটি গোলাম বা কৃতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য আছে? সে বলল 'না, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি কি ধারাবাহিক দু মাস রোজা রাখতে সক্ষম? সে বলল, এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি পুনরায় বললেন, ষাট জন মিসকীন বা নিস্ব ব্যক্তিদের খাওয়ানোর মতো সার্মথ্য আছে? সে বলল আমিতো নিজেই নিস্ব বা গরীব। বর্ণনা কারী বলেন, অতঃপর সে বসে গেল। কিছুক্ষন পরে এক বুড়ী কিছ খেজুর নিয়ে নবীর দরবারে উপস্থিত হলো। তিনি ঐগুলো নিয়ে ঐ ব্যক্তি কে দিয়ে বললেন, যাও এগুলো গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দাও, (তোমার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে) সে লোকটি বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! মদিনার বুকে আমার চেয়ে বেশি গরীব বা অভাবী দ্বিতীয় আর কেউ নাই, আমিই সবচেয়ে বেশি গরীব। কাজেই কাকে দান করব? একথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এমন ভাবে হাসলেন যে, তাঁর সামনেকার দাঁত গুলো প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঠিক আছে, তাহলে এগুলো তুমিই নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারকে খাইয়ে দাও।

নোটঃ- রমজান মাসে দিনের বেলায় যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে থাকে তাহলে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী একটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্রীতদাস (গোলাম) আজাদ করতে হবে তা নাহলে ধারাবাহিক দুই মাস রোজা রাখতে হবে। সেটাও যদি তার পক্ষে সম্ভবপর না হয় তাহলে ৬০ জন মিসকিন বা নির্শ্ব ব্যক্তিতে খাওয়াতে হবে। উক্ত ব্যক্তিকে তাহার কাফ্ফারা তাহাকে এবং তাহার পরিবারকে খেতে বললেন এবং এটাই তাহার জন্য কাফ্ফারা হয়েগেল।এই (নির্দেশাবলি) হুকুম একমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন অন্য কোন ব্যক্তি যদি নিজের কাফ্ফারা নিজেই খেয়ে থাকে তাহলে তাহার জন্য এটা জায়েজ হবে না। এবং তাহার জন্য রোজার কাফ্ফারা ও আদায় হবে না। কেননা। নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে অ-সাল্লাম কে আল্লাহো তায়ালা শরিয়তের বিধান পরিবর্তন করার পূর্ন অধিকার দিয়ে বলে দিয়েছেন।

অর্থাৎঃ- এবং যাহা কিছু তোমাদেরকে রাসুল দান করেন তাহা গ্রহন কর আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।

ভুল বশতঃ পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গমে রোজা ভঙ্গ হয় না

مسلم شريف باب اكل الناسى و شربه وجماعه

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ৩৬৪ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ

করেছেন যে, রোজাদার ব্যক্তি যদি ভুল বশতঃ পানাহার করে ফেলে, তবে সে তার রোজা পূর্ণ করবে। কেননা আল্লাহ পাকই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

بخارى شريف جلد اول ص ٢٥٩ باب الصائم إذا اكل و شرب ناسيا

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَسِىَ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ وَ قَالَ الْحَسَنُ وَ مُجَاهِدٌ اِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ-

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ২৫৯ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি ভুলবশত: পানাহার করে ফেলে, তবে সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে নেয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকে পানাহার করিয়েছেন। এবং হজরত হাসান ও মুজাহিদ আরো বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তাতে কোন দোষ নেই অর্থাৎ তার রোজা হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ- ভুলবশত যদি কোন ব্যক্তি খেয়ে ফেলে বা পানাহার করে ফেলে কিংবা সহবাস করে ফেলে রোযা ভঙ্গ হবে না। তা ফরজ রোজা হোক অথবা নফল রোযা হোক। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার, বাহারে শরীয়ত ৫ম খন্ড)

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাপাক অবস্থায় ফজর (সকাল) হয়ে গেলেও রোজা শুদ্ধ হবে।

مسلم شريف جلد اول ص ٣٥٣

عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُصُّ يَقُوْلُ فِىْ قِصَصِهٖ مَنْ اَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُوْمُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ لِاَبِيْهِ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهٗ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَسَالَهُمَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ اِلٰى اٰخِرِهٖ

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- আবু বাকার বলেন, আবু হুরায়রা আলোচনা সাপেক্ষে বললেন, জানাবাত (নাপাক) অবস্থায় কারো ভোর হয়ে গেলে তার রোজা হবেনা। অতঃপরএই কথাটি আমি আব্দুর রহমান ইবনে হারেসের নিকট বললাম। তিনি কিন্তু এটা মেনে নিলেন না। তারপর আব্দুর রহমান রওয়ানা হলেন এবং আমি ও তার সাথে গেলাম। তিনি আয়েশা এবং উম্মে সালমাহ উভয়ের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উত্তরে বললেন যে, রাসুলে পাক

এহতেলাম (স্বপদোষ) ছাড়াও অপবিত্র অবস্থায় ভোর করতেন এবং রোজাও রাখতেন।

مسلم شريف جلد اول ص ٣٥٤ باب صحة صوم من من طلع عليه الفجر وهو جنب

اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِىْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হারমালাহ ইবনে ইয়াহইয়া বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় রাসুলে পাকের পত্নী হজরত আয়েশা বলেছেন, রমযান মাসে এহতেলাম বা স্বপ্নদোষ ছাড়াই রসুলে পাকের জানাবাত (নাপাক) অবস্থায় ফজরের নামাজের সময় হয়ে যেত, তখন তিনি গোসল করতেন এবং রোজা রাখতেন।

নোটঃ- উপরোক্ত সমস্ত হাদীস হতে প্রমান হল যে, নাপাক অবস্থায় রোজা হয়ে যাবে, কিন্তু ফজরের নামাজের পূর্বে গোসল করে নামাজ আদায় করে নিতে হবে। যেমন উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে । আর্থাৎ তিনি গোসল করতেন এবং রোজা রাখতেন। কেননা ইচ্ছা-কৃত ফজরের নামাজ ক্বাজা করা হারাম।

মাসয়ালাঃ- স্ত্রী সহবাসের পর শুক্র ক্ষরণ জনিত কারনে অপবিত্রতা অবস্থায় যদি সকাল হয়ে যায় বরং যদি সারা দিনই অপবিত্র থাকে তাতেও রোজা ভঙ্গ হবে না। তবে বেশি ক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত ভাবে গোসল না করা যাতে নামায কাজা হয়, তা গুনাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও হারাম।

মাসয়ালাঃ- হাদীসেব মধ্যে এরশাদ হয়েছে যে- অপবিত্র ব্যক্তি যে ঘরে থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না। (দুরুল মোখতার বাহারে শরীয়ত ৫ম খন্ড)

যুদ্ধের সময় রোজা রাখার ফজিলত

مسلم شريف جلد اول ص٣٦٤ باب فضل الصيام فی سبيل اللّٰهِ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًافِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِسَبْعِيْنَ خَرِيْفًا۔

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- আবু সাঈদ খুদরী বলেন যে, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন। যদি কেউ যুদ্ধের সময় রোজা রাখে, তবে একদিনের রোজা রাখার পরিবর্তে আল্লাহ পাক তার চেহারাকে দোজখের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তার সম পরিমান দুরত্বে রাখবেন।

নামাজের পর তাসবিহ পড়ার গুরুত্ব

مسلم شريف جلد اول ص ٢١٩ باب استحباب الذكر بعد الصلوة

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ هٰذَا حَدِيْثُ قُتَيْبَةَ اَنَّ فُقَرَاَ

الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا قَدْ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَانُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ ثَلَاثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ اَرْبَعًا وَ ثَلٰثِيْنَ وَ تُحَمِّدُوْنَ ثَلَاثًا وَ ثَلٰثِيْنَ مَرَّةً فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ قَالَ اَبُوْصَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاۤءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَفِىْ بَعْضِ رِوَايَةٍ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلَاثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلَاثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَاَرْبَعَ وَّثَلٰثِيْنَ تَكْبِيْرَةً

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২১৯ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, হাদীসটির শব্দ কোতায়বা হতে গৃহিত। তিনি বলেছেন, একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট এসে বললেন, ধনবান লোকগণ উচ্চ মর্যাদা এবং অক্ষয় সম্পদের অধিকারী হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তা কিভাবে? তারা বললেন, তারা আমাদের মত নামাজ আদায় করেন, আমাদেরই মত রোজা রাখেন এবং দান খায়রাত করেন। কিন্তু আমরা তা করতে পারিনা। তারা দাস-দাসী আজাদ করেন কিন্তু আমরা তা করতে পারিনা। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, তবে আমি কি তোমাদের কে এমন কিছু শিক্ষা দেবোনা? যার দ্বারা তোমরা অগ্রবর্তীদের মর্যাদা অর্জন করতে পারো এবং অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী হতে পারো? আর কেউ তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে না পারে? কিন্তু যারা তোমাদের ন্যায় করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। উনারা বললেন অবশ্যই শিক্ষা দিবেন ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম। তিনি বললেন, তোমরা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তেত্রিশ বার করে সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ, চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবার পাঠ করো।

আবু সালেহ বলেছেন, এর পর দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকট ফিরে এসে বললেন। আমাদের ধনী ভ্রাতাগণ আমাদের বিষয়টা জেনে ফেলেছেন এবং তারাও অনুরূপ আমল শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বললেন এটাতো আল্লাহর দান। তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন।

কোতায়বা ব্যাতিত অন্যান্য রেওয়ায়েত কারীগন এহ হাদীসে ইবনে আজলান সূত্রে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সুমাইয়া বলেছেন হাদীসটি আমি আমার জনৈক পরিজনের নিকট বললে সে আমাকে বলল যে, তুমি ভুল করছো। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরে সুবহানাল্লাহ বলবে তেত্রিশ বার এবং আলহামদুলিল্লাহ পড়বে তেত্রিশবার এবং আল্লাহ আকবার পড়বে চৌত্রিশ বার।

মসজিদের ভিতর দৌড়ে যাওয়া নিষেধ

بخارى شريف جلد اول ص٨٨ كتاب الصلوٰة

باب ما ادركتم فصلوا

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوِقَارُوَلَا تَسْرَعُوْا فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا۔

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়

অর্থঃ- হজরত আবু হুরায়রাহ হতে বর্ণিত। তিনি রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, হুজুর পাক বলেন, যখন তোমরা এক্বামত (তাকবীর)) শুনতে পাবে তখন নম্রভাবে আস্তে আস্তে হেঁটে যাবে, দৌড়ে যাবে না। এবং যত

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাকাত নামাজ পাও পড়ে নাও আর যতটা ছুটে গেছে পূর্ণ করে নাও।

দুই হাতে মোসাফা করা নবী মুস্তাফার সুন্নাত

بخاری شریف جلد ثانیٔ کتاب الاستئذان باب المصافحة ص۹۲۶

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَلَّمَنِی النَّبِیُّ ﷺ التَّشَهُّدَ وَكَفِّی بَیْنَ كَفَّیْهِ

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ৯২৬ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম তাশাহুদ (দোওয়া) শিক্ষা দিচ্ছিলেন সেই সময় আমার হাত তাঁর দুই হাতের মাঝ খানে ছিল।

بخاری شریف جلد ثانی ص۹۲۶ باب الاخذ بالیدین

وَصَافَعَ حَمَّادُبْنُ زَیْدٍ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِیَدَیْهِ

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ৯২৬ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত হাম্মাদ বিন যায়েদ আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের সঙ্গে দুই হাতে মোসাফা করেছেন।

নোটঃ- দুই হাতে মোসাফা করা নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণের সুন্নাত। আর যে সমস্ত হাদীসে ইয়াদুন (এক হাত) অর্থাৎ এক বচন বলা হয়েছে, সেই সমস্ত হাদীসের ব্যাখ্যা উপরের হাদীস করে দিয়েছে। যেমন একটি উদাহরণ হল যে,

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَیَدِهٖ رواه البخاری

এখানে ইয়াদিহী বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এক হাতে মারলে বা দু:খ দিলে মুসলমান নয়, দু হাতে মারলে পূর্ণ মুসলমান।

দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ

ابن ماجه شریف ص۲۶ باب فی البول قاعدا

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ اَنَارَأَیْتُهٗ یَبُوْلُ قَاعِدًا

ইবনে মাজা শরীফ ২৬ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আয়েশাহ সিদ্দিক্বাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে রাসুলে কারিম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তুমি সেটা সত্য মনে করিও না, আমি উনাকে বসেই পেশাব করতে দেখেছি।

ابن ماجه شریف ص۲۶ باب فی البول قاعدا

عَنْ عُمَرَ رَاٰنِی رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ یَاعُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ

ইবনে মাজা শরীফ ২৬ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন হজরত রাসুলে পাক আমাকে দান্ডায়মান অবস্থায় পেশাব করতে দেখে এরশাদ করলেন, হে উমার! তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। তার পর থেকে আমি দাঁড়িয়ে পেশাব কখনো করিনি। উক্ত অধ্যায়ে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ابن ماجه شريف ص٢٦ باب فى البول قاعدا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰه ؓ، نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبُوْلَ قَائِمًا

ইবনে মাজা শরীফ ২৬ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

নোটঃ- একটি সহীহ হাদীসে আছে, সেটি হজরত হুজাইফা থেকে বর্ণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম সারা জীবনে শুধু একবার দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। এর পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে (১) পেশাবের জায়গাটিতে নোংরা থাকায় বসে পেশাব করলে শরীর বা কাপড় নোংরা হয়ে যেত (২) হাঁটু বা কোমরে ব্যাথা থাকার কারণে হয়তো বসে পেশার করা সম্ভর ছিলনা।
(৩) হযরত আয়েশাহ সিদ্দীকাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস থেকে এই হাদীসটি মানসুখ বা বাতিল।
(৪) সে সময় তাঁর জাঙ্গ মোবারোকে ক্ষত ছিল তাই বসা সম্ভব ছিল না।।
(৫) সেখানে এতটা চালু জায়গা ছিল যে বসা সম্ভব পর ছিল না।
(৬) এছাড়াও আরো তিনটি কারন দেখানো হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য ফাতোয়ায়ে রিজবীয়া দ্বিতীয় খন্ড বাবুল ইসতিনজা পৃঃ ১৪৮ দেখুন।।

কাবা শরীফের দিকে মুখ কিম্বা পিঠ করে পায়খানা ও পেশাব করা না–জায়েয

بخارى شريف جلد اول ص ٥٧ كتاب الصلوة

باب قبلة اهل المدِيْنة واهل الشام والمشرق

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَ نْصَارِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْ بِرُوْهَا وَ لٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا قَالَ اَبُو اَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَ نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়
হজরত আবু আইউব আনসারী হতে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন। যখন তোমরা পায়খানায় প্রবেশ করবে, তখন কাবার দিকে মুখ ও পিঠ করিও না কিন্তু হ্যাঁ পশ্চিমে এবং পূর্বের দিকে মুখ করিও। হজরত আবু আইউব আনসারী বলেছেন, (আমরা) মূলকে শাম গেলাম তো সেখানে তখন পায়খানা গুলো কাবার দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়েছে দেখলাম। তখন আমরা ক্বিবলার দিক থেকে ঘুরে বসলাম। এবং আসতাগফেরুল্লাহ পড়লাম بخارى شريف جلد اول ص٥٧

لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لَا تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, তোমরা পেশাব ও পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ করিও না।

নোটঃ- কাবা শরীফের সম্মানার্থে ক্বিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ করে পেশাব পায়খানা করা নিষেধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, জন সাধারনের মধ্যে অনেক লোক ক্বিবলার দিকে মুখ করে পেশাব পায়খানা করে থাকে, তিরমিযী শরীফের শারাহ দারসে তিরমিযীর প্রথম খন্ড ১৮৫ পৃষ্ঠাতে বলা হয়েছে যে, কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ করা নাজায়েয। তা সে মাঠে ঘাটে কিংবা টয়লেটের মধ্যে যেখানেই হোক না কেন। এছাড়া অনেক হাদীসের শারাহ, ও ফেক্বাহের বিভিন্ন কেতাবে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে।
পশ্চিম ও পূর্ব দিকে মুখ করে বসা না-জায়েয।।

গোনাহ থেকে তওবা করার ফজিলত

ابن ماجه شريف جلد اول ص٣١٣

عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُ

ইবনে মাজা শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ৩১৩ পৃষ্ঠা

অর্থঃ- হজরত আবু ওবায়দাহ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গোনাহ

থেকে তওবা করল। সে ঐ ব্যক্তির মত হয়ে গেল; যার কোন গোনাহ নেই।

নোটঃ- এখানে গোনাহ থেকে আন্তরিক ভাবে তওবা করার কথা বলা হয়েছে, যার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। এমনটাই মোহাদ্দিসগণ বলেছেন।

পূর্ণ মোমিন হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে রসূলের প্রতি অধিক ভালবাসা

مسلم شريف جلد اول ص ٤٩ باب وجوب محبة رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٖ وَ وَالِدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ-

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ৪৯ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন যে, কোন বান্দা ততক্ষন পর্যন্ত পূর্ণ মোমেন হতে পারবে না; যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা, মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যন্য সমস্ত ব্যক্তি থেকে প্রিয় হই।

ব্যাখ্যাঃ- অর্থাৎ নিজের ছেলে- মেয়ে পিতা-মাতা আত্মীয় সজন ও সমস্ত লোক থেকে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অধিক ভাল বাসতে না পারলে পূর্ণ মোমিন হতে পারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নোটঃ-মুহাদ্দেসীনে কিরামগন উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এই রূপ করেছেন যে- যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশী কে কষ্ট দেরে সে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করতে পরবে না।প্রতিবেশী কে কষ্ট দেওয়ার কারনে সে জাহান্নামে কষ্ট ভোগ করবে, যত দিন আল্লাহ পাক চাইবেন। তারপর সে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি পাবে।।

প্রতিবেশিকে কষ্ট দেওয়া হারাম

مسلم شريف جلد اول ص٥٠ باب بيان تحريم ايذاء الجار

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَايَامَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড
৫০ পৃষ্ঠা পড়সিকে কষ্ঠ দেওয়া হারাম এর বিবরণ

অর্থঃ- হজরত আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির অনিষ্ঠ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়; সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

সাত শ্রেনীর লোক কিয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ ﴿٣﴾ وَ شَابٌّ نَشَاءَ فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ ﴿٣﴾ وَ رَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ ﴿٤﴾ وَ رَجُلَانِ تَحَابَّا فِىْ اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ﴿٥﴾ وَ رَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ ﴿٦﴾ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ ﴿٧﴾ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৯১ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হজরত হাফস বিন আসিম বর্ননা করেছেন হজরত আবু হুরায়রা থেকে, হুজুর পাক বলেছেন; যে দিন কোন প্রকারের ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তায়ালা আপন ছায়ায় (আরশের ছায়ায়) আশ্রয় প্রদান করবেন। (১) ন্যায় বিচারক (২) সেই যুবক যার যৌবন কালে আল্লাহর ইবাদত অধিকতর মনোনিবেশ করে (৩) সেই ব্যক্তি যাদের অন্তর সর্বদা মসজিদের দিকে আকৃষ্ঠ থাকে (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্ব করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্ব ভঙ্গ করে। (৫) সেই

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তি যাকে কোন পরমা সুন্দরী ধনী যুবতী রমনী পাপকার্যে আহবান করে কিন্তু সে বলে না আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) সেই ব্যক্তি যে ডান হাতে দান করে অথচ তার বাম হাত টের পায় না যে, সে কি দান করল (৭) যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত হয় এবং দুচোখ বয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে।

কিয়ামতের দিনে তিন শ্রেনীর মানুষের প্রতি আল্লাহ ফিরে তাকাবেন না।

مسلم شريف جلد اول ص ۷۱ بيان غلظ تحريم اسبال الاذار

عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یَنْظُرُ اِلَیْهِمْ وَلَا یُزَکِّیْهِم وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِا لْحَلَفِ الْکَاذِبِ۔

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-আবু বাকার ইবনে আবু শায়বাহ, মোহাম্মাদ ইবনে মুগান্না ও ইবনে বাশশার আবু জার থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

রসূলে পাক বলেছেন; তিন ব্যক্তির সাথে রোজ ক্বিয়ামতে আল্লাহ তা'য়ালা কথা বলবেন না। তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের কে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আজাব। বর্ণনা কারী বলেন, তিনি এই বাক্যটি তিনবার পড়লেন। হজরত আবুজার বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তারা কারা? তিনি বললেন তারা হল (১) যে ব্যক্তি গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে (২) যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় (৩) এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রি করে।

কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন সেবণ করে মসজিদে যাওয়া নিষেধ

مسلم شريف جلد اول ص ۱۰۹ باب نهى من اكل ثوما اوبصلا

قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الثُّوْمِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَکَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا یَقْرَبَنَّا وَلَا یُصَلِّیْ مَعَنَا

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হজরত আনাস কে কাঁচা রসুনের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বললেন; নবী মুস্তাফা বলেছেন যে ব্যক্তিই রসুন খেয়ে নিল সে যেন আমাদের নিকটে না আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামাজ না পড়ে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

مسلم شريف جلد اول ص ٢٠٩ باب وهى

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِرِيْحِ الثُّوْمِ-

মুসলীম শরীফপ্রথম খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত আবু হুরায়রাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এই গাছ (পেঁয়াজ) থেকে খেলো সে যেন মসজিদের নিকটে না যায় আর রসুনের দুর্গন্ধ দ্বারা আমাদের কষ্ট না দেয়।

مسلم شريف جلد اول ص ٢٠٩ اباب وهى

وَرِوَايَةِ حَرْمَلَةَ زَعَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْبَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهٖ

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ খেলো সে যেন আমাদের নিকট থেকে দুরে থাকে বা আমাদের মসজিদ থেকে দুরে থাকে। এবং নিজের বাড়ীতে বসে থাকে।

নোটঃ- উপরের হাদীস থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল যে, যে কোন দুর্গন্ধ যুক্ত জিনিস যেমন বিড়ি, সিগারেট, তামাক, খৈনী ইত্যাদি নেশা জাতীয় জিনিস সেবন করে মসজিদে প্রবেশ করা

নিষেধ বা মাকরুহ তাহরিমী। যতক্ষন পর্যন্ত দাঁতন বা পেষ্ট ব্যবহার করে কিংবা পান ব্যবহার করে মুখকে ভাল ভাবে পরিস্কার না করবে, ততক্ষন পর্যন্ত মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ বা মাকরুহ তাহরিমী।

প্রকাশ থাকে যে, কিছু লোকের মুখ থেকে স্বাভাবিক ভাবে দুর্গন্ধ বের হয়ে থাকে, যদিও সে কোন দুর্গন্ধ যুক্ত জিনিস সেবন করেনি। তার জন্য শরিয়তের হুকুম আছে যে, পান কিংবা কোন ক্যামিক্যাল ব্যবহার করে মুখ পরিস্কার করে যেন মসজিদে যায়।

মাসয়ালাঃ – মসজিদে কাঁচা রসুন, পিয়াজ খাওয়া বা খেয়ে যাওয়া নাজায়েজ। যতক্ষন গন্ধ থাকে ফিরিস্তাদের কষ্ট হয়।।

মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন দেওয়া জায়েয

ابن ماجاء شريف ص ١٠٥ باب مَا جَاءَ فى تقبيل الميت

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى دَمُوْعِهٖ تَسِيْلُ عَلٰى خَدَّيْهِ

ইবনে মাজা শরীফ ১০৫ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হজরত আয়েশাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম উসমান বিন মাজউন কে মৃত্যু অবস্থায় চুম্বন দিলেন। সেই অবস্থায় আমি হুজুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাকের গালের উপর দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখলাম।

ابن ماجاء شريف ص ١٠٥ باب فى تقبيل الميت

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ

ইবনে মাজা শরীফ ১০৫ পৃষ্ঠ।

অর্থঃ-হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আয়েশা হতে বর্ণিত যে, হজরত আবু বাকার নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম কে চুম্বন দিলেন, যখন নবী কারীম ইন্তেকাল করেছিলেন।

নোট:- উপরের হাদীস থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল যে, জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন দিতে পারে এবং এটা হুজুর পাক ও সাহাবীগণের সুন্নাত (২) বড় ছোটদের চুম্বন দিবে এটা ভালবাসা বা স্নেহ এবং ছোট বড়কে চুম্বন দিবে এটা সম্মানি চুম্বন। যেমন হুজুর পাক হজরত ফাতেমাকে দেখে দাঁড়িয়ে যেতেন, এটা স্নেহের ক্বেয়াম। আর যখন হজরত ফাতেমা হুজুর পাককে দেখতেন তো হুজুরের সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং হুজুরের হস্ত মোবারক চুম্বন দিতেন ও নিজের জায়গায় বসাতেন। এই দাঁড়ানোটা হচ্ছে সম্মানার্থে দাঁড়ানো। সহীহ্ আবু দাউদ শরীফ। ফিক্বাহ মোহাম্মাদিয়ার প্রথম খন্ডে একটি হাদীস আছে, সেটি হল এই যে, হজরত আলী একজন মৃত সাহাবীর হাতে চুম্বন দিয়েছেন।

উপরের সমস্ত সহীহ্ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, বড় ছোটকে; ছোট বড়কে; জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে; চুম্বন দিতে

পারে, উক্ত হাদীস শরীফ থেকে প্রমান হল যে ছাত্র শিক্ষকের ও মুরীদ পীরের এবং জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির হাতে বা কপালে চুম্বন দিতে পারে। শিক্ষকের এটা জায়েয এবং সুন্নাত য। সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত।

মাযার ও কবর জিয়ারত জায়েয এবং সুন্নাত

ইবনে মাজা শরীফ প্রথম খন্ড ১১২ পৃষ্ঠা

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

অর্থঃ- হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম কবর জিয়ারতে অনুমতি প্রদান করেছেন।

ইবনে মাজা শরীফ ১১২ পৃষ্ঠা।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَهِّدُ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ

অর্থঃ- হজরত ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন যে, ইতি পূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো অনুমতি রইল। কেননা এটি দুনিয়ার ভালবাসা কম করে এবং পরকালকে স্বরন করিয়াদেয়।

নোট:- উক্ত সহী হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, কবর ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাযার জিয়ারত করা জায়েয ও মুস্তাহাব। তা সে জন সাধারনের কবর হোক বা নবী, গাওস, কুতুব, ওলিগণের, কবর হোক। বরং নবী ওলিগনের কবর জিয়ারত করলে বরকত বা ফায়েজ পাওয়া যায়। যেমন হযরত ইমাম শাফীই ইমামে আজাম আবু-হানিফার মাজারে গিয়ে নিজের প্রয়োজনের জন্য তাঁর অসিলা দিয়ে দোয়া করতেন, যা ফাতুয়ায়ে শামীর প্রথম খন্ড ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

فتاوىٰ شامى جلد اول ص٥٥

اَنَّهُ قَالَ اِنِّى لَاَ تَبَرَّكُ بِأَبِىْ حَنِيْفَةَ وَأَجِىءُ اِلٰى قَبْرِهٖ فَاِذَا عَرَضَتْ لِىْ حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ وَ سَأَلْتُ اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَ قَبْرِهٖ فَتُقْضٰى سَرِيْعًا

অর্থঃ- ইমামে শাফীই আলাই হির রহমা বলেছেন যে, আমি ইমামে আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরের নিকটে গিয়ে উনার কাছে বরকত বা ফায়েজ হাসিল করতাম। সুতরাং আমি যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হতাম, তখন তাঁর কবরের নিকটে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে উনার অসিলা দিয়ে দোয়া করতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে দোয়া কবুল হয়ে যেত।

প্রত্যেক ধর্মীয় মহফিলে ফেরেস্তারা হাজির হন

ابن ماجاء شريف جلد ثانى باب فضل الذكر

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ اَبِىْ سَعِيْدٍ يَشْهَدَانِ بِهٖ عَلٰى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ اِلَّا حَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ

ইবনে মাজা শরীফ দ্বিতীয় খন্ড যিকিরের অধ্যায়।

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রাহ এবং হজরত আবু সাঈদ হতে বর্ণিত, তারা দুজন হজরত নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলেন. এমতাবস্থায় তিনি এরশাদ করেন যে, যে সভায় মানুষ (মোমিন) আল্লাহ পাকের যিকির করেন ফেরেস্তারা তাদের ঘিরে ফেলেন এবং আল্লাহ পাকের দয়া (রহমত) তাদের ঢেকে নেয় ও তাদের প্রতি শান্তির ধারা নাজিল হতে থাকে। এবং যারা আল্লাহ পাকের নিকটে রয়েছেন, তাদের সামনে তিনি ঐ বান্দাদের চর্চা করেন।

নোটঃ- উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমানিত হল যে, আল্লাহর যিকিরকারী বান্দাদের চার প্রকার পুরস্কার দিয়েছেন। যেমন (১) ফেরেস্তাগণ যিকির শোনার জন্য সেই মহফিলে হাজির হয়ে ঘিরে নেন (২) আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় (৩) তাদের প্রতি শান্তির ধারা নাজিল হয়ে থাকে। (৪) আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদের সামনে তাদের চর্চা করেন, যেমন কোরান পাকে এরশাদ হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

সুতরাং–আমার স্বরন করো আমিও তোমাদের চর্চা করবো আর আমার কৃজ্ঞতা স্বীকার করো এবং আমার প্রতি অকৃজ্ঞ হয়ো না।

একবার মদপান করায় চল্লিশ দিন যাবত নামাজ কবুল হয় না।

ابن ماجاء شريف جلد ثانى ص ٢٤٢ باب من شرب الخمر لم تقبل له صلوة

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَ اِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ

ইবনে মাজা শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ২৪২ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হজরত আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মদপান করে নেশাগ্রস্থ হয় তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হবে না। ইতি মধ্যে যদি সে মারা যায় তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্ত যদি সে তওবা করে তাহলে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করবেন। সে যদি তওবা ভঙ্গ করে আবার মদ পান করে জ্ঞানহারা হয়, তাহলে তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হবে না। আর যদি সে ইতি মধ্যে মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু সে যদি তওবা করে তাহলে আল্লাহ পাক তওবা কবুল করবেন। আবার যদি সে তওবা ভঙ্গ করে মদ পান করে নেশাগ্রস্থ হয় তাহলে তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হবেনা এবং এই অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু যদি তওবা করে নেয় তাহলে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করবেন। আবার চতুর্থ বার সে যদি তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়, তাহলে যেটা আল্লাহ পাকের হক্ব (ইচ্ছাধিন) যে তাকে ক্বেয়ামতের প্রান্তরে (রাদাগাতুল খাবাল) পান করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাদাগাতুল খাবাল কি? হুজুর এরশাদ করলেন জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পর নিন্দাকারীর পরিনাম

مسلم شريف جلد اول ص ٧٠

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنُقُلُ الْحَدِيْثَ اِلَى الْاَمِيْرِ فَكُنَّا جُلُوْسًا فِىْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هٰذَا مِمَّنْ يَنُقُلُ الْحَدِيْثَ اِلَى الْاَمِيْرِ قَالَ فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ اِلَيْنَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ৭০ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হাম্মাম ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি জন সাধারণের আলাপ আলোচনা গুপ্তভাবে শাসনকর্তার নিকট পৌঁছে দিত। একদা আমরা মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম, লোকেদের মধ্যে থেকে কেউ বলে উঠল যে, এই সেই লোক যে মানুষের কথাবার্তা শাসন কর্তাকে জানিয়ে দেয়। বর্ণনা কারী বলেন, লোকটি আমাদের নিকট এসে বসে পড়ল। তখন হুজাইফা বললেন যে আমি রসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ-সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, কোন নিন্দুক ব্যক্তি বেহেস্তে প্রবেশ করবে না।

আত্মহত্যাকৃত বস্তুর দ্বারা শাস্তির বিধান

مسلم شريف جلد اول ص ٧٢ باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِىْ يَدِهٖ يَتَوَجَّاءُ بِهَا فِىْ بَطْنِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدً وَ مَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَ مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ وَ قَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدّٰى فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ৭২ পৃষ্ঠা ।

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূল পাক বলেছেন, যে-ব্যক্তি কোনো সুতীক্ষন অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে অস্ত্র তার হাতে থাকবে। দোযখের মধ্যে সেই অস্ত্র দ্বারা তার পেটে আঘাত করতে থাকবে। এই ভাবে সে চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে, আর যে বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সে দোজখের আগুনের মধ্যে থেকে বিষপান করতে থাকবে, এই ভাবে সে চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে অত্মহত্যা করবে, সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তি অবিরত ভাবে পাহাড় থেকে নিজেকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করতে থাকবে। এই ভাবে সে ব্যক্তি চিরকাল সেখানে কাটাতে থাকবে।

তিনটি ভয়াবহ গোনাহের ইঙ্গিত

مسلم شريف جلد اول ص ٦٤

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِیْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ۔

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-আবু বাকরাহ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন যে আমরা রাসুলে পাকের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের কে সর্বাপক্ষা বড় গোনাহ সম্পর্কে জানাবোনা? তিনি এই কথাটি তিনবার বললেন। তারপর বললেন সে গোনাহ গুলি হল এই যে (১) আল্লাহর সাথে শিরীক করা (২) পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া (৩) মিথ্যা স্বাক্ষ্য প্রদান করা কিংবা মিথ্যা কথা বলা। এই সময় রাসুলে পাক হেলান দিয়ে ছিলেন সুতরাং উঠে বসলেন এবং শেষের কথাটি বারবার বলতে লাগলেন। এমন কি আমরা মনে মনে বললাম, আর না বললেই হয়তঃ ভাল হত।

সাতটি ধ্বংস কারী কাজ

مسلم شريف جلد اول ص ٦٤ باب الكبائر

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ (١) الشِّرْكُ بِاللّٰهِ (٢) وَالسِّحْرُ (٣) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ (٤) وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ (٥) وَاَكْلُ الرِّبَا (٦) وَالتَّوَلِّیْ يَوْمَ الزَّحْفِ (٧) وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড৬৪ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রসুল পাক বলেছেন, ধবংসাত্মক সাতটি কাজ থেকে তোমরা বিরত থাকো। জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে কাজ গুলো কী? তিনি বললেন (১) আল্লাহর সাথে অংশিদার করা (২) যাদু করা (৩) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ব্যাতিত কাউকে আহেতুক ভাবে হত্যা করা (৪) ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভোগ করা (৫) সুদ খাওয়া (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৭) সতীসাধ্বী মোমিন মহিলার প্রতি দুর্নাম আরোপ করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

قال وَرَاَيْتُ خرْق الطيْرِ اخفر مُجيْلا

ছিনতাই এর কবলে পড়লে করনীয় কী?

مسلم شريف جلد اول ص ٨١

باب الد ليل على ان من قصد اخذ مال غيره

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتَ اِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَخْذَ مَالِىْ قَالَ فَلَا تُعْطِهٗ مَالَكَ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ قَاتَلَنِىْ قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلَنِىْ قَالَ فَاَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلْتُهٗ قَالَ فَهُوَ فِى النَّارِ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ৮১ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসুলে পাকের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি কেউ আমার মাল ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়, তখন আমার কর্তব্য কী? তিনি বলেন, তুমি তাকে বাধা দিবে। লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে এটা নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তিনি বললেন, তুমি তার সাথে মোকাবিলা করবে। লোকটি বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে, সে ব্যপারে আপনার অভিমত কী? রাসুলে পাক বললেন, তাতে তুমি শহিদরুপে গণ্য হবে। লোকটি বলল, যদি আমি তাকে হত্য করে ফেলি, তাতে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন, সে দোজখী হবে।

গর্ব অহংকার করা হারাম

مسلم شريف جلد اول ص ٦٥ باب تحريم الكبر و بيانه

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَّ نَعْلُهٗ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ

মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ৬৫ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমান অহংকার থাকবে সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, মানুষ সুন্দর পোষাকের কামনা করে, সুন্দর জুতোর প্রত্যাশা করে; এটা কি অহংকার রুপে গণ্য হবে? রাসুলে পাক তদুত্তরে বললেন, আল্লাহ তায়ালা সুন্দর, তিনি সুন্দর কে পছন্দ করেন। অহংকার হল দম্ভের সাথে সত্য ও খাঁটিকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।

مسلم شريف جلد اول ص ٦٥ باب تحريم الكبر و بيانه

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ وَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءٍ

মুসলীম শরীফ প্রথম খন্ড ৬৫ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি বলেন রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমান ঈমান থাকবে সে দোজখে যাবে না। আর যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানা পরিমান অহংকার থাকবে সে বেহেস্তে যাবে না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নবুওতের ডিগ্রী বা উপাধী আদম নবীর জন্মের পুর্বে পেয়েছেন

ترمذی شریف جلد ثانی ص ۲۰۲ باب ما جاء فی فضل النبی ﷺ

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتٰی وَ جَبَتْ لَکَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَ اٰدَمُ بَیْنَ الرُّوْحِ وَ الْجَسَدِ

তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ২০২ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ- হজরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কবে নবী হয়েছেন? তিনি বলেন, যখন হজরত আদম এর রুহ তাঁর শরীরে প্রবেশ করেনি আমি তারও পূর্বে নবী ছিলাম।

নোটঃ- হজরত আদমের (আলাইহি সালাম) রুহ তাঁর শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পূর্বেও তিনি নবী ছিলেন। তা কত বছর পূর্বে সেটা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলই বেশি জানেন ।

পাহাড় পর্বত,কাঁকর-পাথর,গাছ-পালা, লতা-পাতা হুজুরকে সালাম জানায়

ترمذی شریف ثانی ص ۲۰۴

باب ما جاء فی آیات نبوة النبی ﷺ وما قد خصه الله به

عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ قَالَ کُنْتُ مَعَ النَّبِیِّ ﷺ بِمَکَّةَ فَخَرَجْنَا فِیْ بَعْضِ نَوَاحِیْهَا فَمَا اِسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَ لَا شَجَرٌ اِلَّا وَهُوَ یَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا حَدِیْث غریب

তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ২০৪ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হজরত আলী বিন আবু তালিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লামের সঙ্গে মাক্কাহ মকাররামাহতে ছিলাম। অতঃপর আমরা মক্কার এক প্রান্তরে-বের হয়ে পড়লাম, চলার পথে যখনই কোন পাহাড় এবং গাছ পালা হুজুরের সম্মুখে আসতো, তারা হুজুর কে "আসসালামো আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ" বলতো।

নোটঃ- উক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, গাছ, লতা, পাতা, পাহাড়, পর্বত, পাথর, কাঁকর কে আল্লাহ তা'আলা সালাম ও কালাম করার ক্ষেমতা দান করলেন (২) গাছ ও পাহাড় আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে জান্ত, চিন্ত, ভালোবাসতো এবং সাল্লামও করতো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাহাড়ের ফেরেস্তা সমূহ হুজুরের নিকট কী আবেদন করে?

بخاری شریف جلد اول پاره ۱۳) ص ۴۵۸ باب اذا قال احد کم اٰمین

وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ فَنَادَانِىْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذٰلِكَ فِيْمَا شِئْتَ اِنْ شِئْتَ اَنْ اُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبِيْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৪৫৮পৃষ্ঠা

অর্থঃ-আল্লাহ তায়ালা পাহাড়ের ফেরেস্তাকে নিজের নবীর নিকট পাঠিয়েছেন। অতএব ফেরেস্তাদের ব্যাপারে আপনি যা ইচ্ছা হুকুম দিন। তারপর আমাকে মালাকুল জাবাল (পাহাড়ের ফেরেস্তা) ডাক দিলেন এবং সালাম করলেন! অতঃপর তিনি বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার ইচ্ছার উপর এটা নির্ভর করছে যে, যদি আপনি চান তবে আখশাবাইন পাহাড় কে উঠিয়ে বেধর্মীদের উপর রেখে দিব। তখন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, 'আমি আশা করছি আল্লাহ তায়ালা তাদের পৃষ্ঠ হতে এমন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আর কোনো জিনিষকে তাঁর সমকক্ষ করবে না।'

নোটঃ- বুঝতে পারা গেল যে, হুজুর পাক সারা জগতের জন্য রহমত হয়ে এসছেন।

আরো বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর ফেরেস্তারা হুজুরের সন্তষটি চাইছেন।

খেজুরের কাঠ ছোট্ট বাচ্চার মত কাঁদতে আরম্ভ করল

بخاری شریف جلد اول ص۵۰۶ پاره ۱۴ کتاب المناقب

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلٰى شَجَرَةٍ اَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَوْ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ اِنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَضَمَّهَا اِلَيْهِ تَئِنُّ اَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِىْ يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড হাদীস নং পৃষ্ঠা- ৫০৬

অর্থঃ- হজরত জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্নিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জুময়ার দিন একটি কাঠ অথবা খেজুরের খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন একজন আনসার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহিলা বা কোন একটি লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল আমরা আপনার জন্য একটি মিম্বার তৈরি করব কি? তিনি বললেন তোমাদের ইচ্ছা হলে করতে পারো তখন সেই সাহাবী রাসুলে পাকের জন্য একটি মেম্বার বানিয়ে দিলেন। শুক্রবারের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অ সাল্লাম যখন তাতে উপনিত হলেন, তখন খেজুর কাঠের মেম্বারটি বাচ্চা ছেলের মত উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি অসাল্লাম তা থেকে নামলেন। এবং খুঁটিটিকে নিজের বক্ষের সাথে জড়িয়ে ধরলেন তখন খুঁটিটি একটি শিশু বাচ্চার মত কাঁদতে ছিল। তাকে শান্ত করার চেষ্টা করা হল। হযরত জাবীর বলেন এতদিন ঐ খুঁটিতে হিলান দিয়ে হুজুর পাক দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং সেই কাঠটি হুজুর পাকের নিকট হইতে জিকির ও আজকার এবং খোৎবা স্রবন করত আজকে সে কথা স্মরন করে খুঁটিটি কন্দন করছিল

নোট:- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রথমে ১টা খেজুর কাঠে হেলান দিয়ে খোতবা দিতেন। পরে সাহাবারা সেটাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন মজবুত একটা মেম্বার বানিয়ে ছিলেন। এই কারনে খেজুর কাঠের মেম্বারটা আফসোসে কেঁদে ছিল। কেননা তার সাথে হেলান দিয়ে বিশ্বনবী খোৎবা দিতেন। এই হাদীস থেকে আরো বোঝা গেল যে নবী মুস্তাফার সঙ্গে সেই কাঠের সম্পর্ক হয়ে যাওয়াতে সে কাঠটি দেখার, শোনার, বোঝার, ও কন্দন করার অধিকার প্রাপ্ত হয়ে গেলো।

একটি জন্তুকে জল পান করানোর জন্য জান্নাত

بخاری شریف جلد اول ص۲۹ باب اذا شرب الکلب فـــــی الانـــــاء

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ اَنَّ رَجُلًا رَاٰی کَلْبًا یَاکُلُ الثَّرٰی مِنَ الْعَطَشِ فَاَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ یَغْرِفُ لَهُ بِهٖ حَتّٰی اَرْوَاهُ فَشَکَرَ اللّٰهُ لَهُ فَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

বুখারী শরীফ প্রথমখন্ড ২৯ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি একটি কুকুর কে দেখলো যে, সে পিপাসিত হওয়ার কারনে কাদা চাটছে। তখন সে নিজের মোজাতে জল ভর্ত্তি করে এনে তাকে পান করাতে লাগল, সে কুকুরটি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করল। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিদানে তাকে জান্নাত প্রদান করলেন।

-ঃমাসায়েলে সাত্তাঃ-

মিলাদ শরীফ উদযাপিত করা জায়েয

ترمذی شریف جلد اول ص۲۰۳ ابواب المناقب باب ما جاء فی میلاد

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَیْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ وُلِدْتُ اَنَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْفِيْلِ قَالَ وَ سَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ اَشْيَمَ اَخَابَنِىْ يَعْمَرَبْنِ لَيْثٍ اَنْتَ اَكْبَرُامْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْبَرُ مِنِّى وَ اَنَا اَقْدَمُ مِنْهُ فِىْ الْمِيْلَادِ قَالَ وَرَايَتُ خَزْقَ الطَّيْرِ اَخْفَرَ مُجِيْلاً

তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ২০৩ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত মুত্তালিব বিন আব্দিল্লাহ বিন ক্বায়েস বিন মাখরামা বর্ণনা করেছেন নিজের পিতা থেকে, সে তার দাদা থেকে, তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হাতির বছর অর্থাৎ আবরাহা বাদশার মক্কা আক্রমনের বছর ভূমিষ্ট হয়েছি। তিনি বলেন হজরত উসমান বিন আফফান কাবাস বিন আশিম বানি ইয়ামার বিন লায়েস কে জিজ্ঞাসা করলেন। আপনি বড় না হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বড়? তখন তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমার চেয়ে বড়। কিন্তু আমার জন্ম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর পূর্বে হয়েছে। তিনি বলেন, আমি পাখিগুলোর পায়খানা সবুজ রঙের দেখেছি।

নোট:- উক্ত হাদীসে "আস্মুল ফিল" হাতির বছর বলতে আবরাহ বাদশা যে বছর কাবা শরীফের উপরে হামলা করেছিলো সেই বছরটি কে মানুষ "আস্মুল ফিল" বলে জানতো। এবং হাদীসের শেষাংশে "খাযাকাত তাইরে আখরাজা মজিলান" বলতে বর্ণনা কারী বোঝাতে চেয়েছেন যে, যে পাখির বর্ণনা কুরআন মাজিদে এসেছে অর্থাৎ ত্বায়রান আবাবিল" সে পাখিগুলো আবরাহা বাদশাহর

সৈন্যদের উপরে পাথর নিক্ষেপ করে ছিলো। সেই পাখি গুলোর পায়খানা সবুজরঙের ছিল, যা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম চতুর্দিকে একই রকম দেখেন।

بخارى شريف جلد اول ص٥٩

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِىْ هٰهُنَا فَوَاللّٰهِ مَا يَخْفٰى عَلَىَّ خُشُوْعُكُمْ وَ لَا رُكُوْعُكُمْ اِنِّىْ لَاَ رَاكُمْ مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِىْ۔

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৫৯ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-হজরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, তোমরা দেখছো যে আমার চেহারা এই দিকে আছে;কিন্তু খোদার কসম করে বলি তোমাদের নামাজের একাগ্রতা, রুকু ও সেজদা পর্যন্ত আমার কাছে লুকায়িত নয়। আমি নিজের পিঠ ও পিছে একই ভাবে দেখে থাকি।

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৫৯ পৃষ্ঠা।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّٰى لَنَا النَّبِىُّ ﷺ صَلٰوةً ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِى الصَّلٰوةِ وَ فِى الرُّكُوْعِ اِنِّى لَاَ رَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ كَمَا اَرَاكُمْ

অর্থঃ- হজরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজ পড়ে মেম্বারে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নামাজ ও রুকু সম্পর্কে বলেন যে, আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমাদেরকে যেমন সামনে দেখি তেমনি পিছনে দেখি ।

ব্যাখ্যাঃ- উক্ত হাদীসের ৬নং টিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা মনে করছো আমি কাবা শরিফের দিকে তাকিয়ে আছি সেই জন্য তোমাদের কর্ম সমূহ আমি দেখতে পাইনা, খোদার কসম! নিশ্চয় আমি তোমাদের পিছনেরও সামনের দিক হতে একই রকম ভাবে দেখি। বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি অহীর মাধ্যমে জানতে পারতেন। সঠিক কথা হচ্ছে যে, উনি বাহ্যিক ও অভ্যন্তারিক দৃষ্টিতে একই রকম দেখতে পান। এটা তাঁর মো'জেযাহ বা আলৌকিক কাজ, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর জন্য নিদিষ্ট ছিল। একই রকম ভাবে "তাওশিহ এবং শারহে বুখারী" তে বর্ণনা করা হয়েছে। হজরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সব অবস্থায় একই রকম ভাবে দেখেন। শুধু নামাজের অবস্থায় নির্দিষ্ট নয়; বরং হজরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজে এবং নামাজের বাইরে, দিনে এবং রাতে সামনে কিংবা পিছনে, ডানে হোক কিংবা বামে চর্তুদিকে একই ভাবে দেখেন। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর নুরের!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হযরত আবু হুরাইরাকে ইলিম দান করলেন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنْسَاهُ قَالَ اُبْسُطْ رِدَائَكَ فَبَسَطْتُهُ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ شَيْأً بَعْدُ.

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ২২ পৃষ্ঠা ইলমের অধ্যায়।

অর্থঃ- হজরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকটে গিয়ে অভিযোগ জানালাম যে, আমি আপনার কাছ থেকে অনেক হাদীস শুনেছি বা শুনছি কিন্তু ভূলে যাই। রাসুলুল্লাহ বললেন, তোমার চাদর বিছাও। আবু হুরায়রা বলেন, আমি চাদর বিছালাম। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুই হাত একত্রিত করে চাদরের মধ্যে কি যেন রাখলেন এবং বললেন এটা কে বুকে জড়িয়ে নাও। তখন আমি চাদর খানা বুকে জড়িয়ে নিলাম তার পর থেকে আমি আর কোন কথা ভূলতাম না।

নোটঃ- উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কমজোর স্মৃতি শক্তি আল্লাহর হুকুমে তীক্ষন শক্তিশালী করে দিলেন। আরও বোঝা গেল যে, হজরত আবু হুরায়রাহ কমজোর ব্রেনের জন্য আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করেননি বরং নবীর দরবারে আভিযোগ পেশ করলেন। আর নবী খোদার হুকুমে এত দিলেন যে, আবু হুরায়রা সমস্ত সাহাবীর চেয়ে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী রুপে পরিগনিত হলেন। উক্ত হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, নবী ও ওলীগনের কাছে জান্নাত ইলিম ও বৃস্টির পানি চাওয়া জায়েয এবং সাহাবায়ে কেরাম গনেব সুন্নাত। যদি ও সীলা সূরূপ মনে করে থাকে।

শরিয়তি জ্ঞান গোপন করা হারাম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ৫১৫ পৃষ্ঠা

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কে কোন জ্ঞান(জিনিসের) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। যদি সে জানা সত্যেও না বলে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ক্বিয়ামতের দিনে তাকে আগুনের লাগাম পরিধান করাবেন।

মেয়েদের জন্য মাযার যিয়ারত করা নিষেধ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّرَاتِ الْقُبُوْرِ۔

তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠা জানাযার অধ্যায়।

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম কবর জিয়ারত কারী মেয়েদের উপর লানত বা অভিশাপ দিয়েছেন।

বুযুর্গদের রেখে যাওয়া বস্ত্র বরকত বা উন্নতির জন্য বাড়িতে রাখা জায়েয।

عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ لِعَبِيْدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ اَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ اَنَسٍ اَوْ مِنْ قِبَلِ اَهْلِ اَنَسٍ فَقَالَ لَاَنْ تَكُوْنَ عِنْدِىْ شَعْرَةٌ مِنْهُ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ২৯ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ-মুহম্মাদ বিন শিরিন বলেন যে, আমি উবাইদাহ কে বললাম যে, আমার কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কিছু চুল মোবারক আছে। আমি সেগুলো হজরত আনাসের কাছ কিংবা তার পরিবারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। হজরত উবাইদাহ বললেন, যদিএই চুল গুলোর মধ্যে একটি চুল আমি পেয়ে যাই, তাহলে আমি সেটাকে পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করব এবং ভালোবাসবো।

নোটঃ- শারহে বুখারী নুযহাতুল কারী প্রথম খন্ড ৫১৯ পৃষ্ঠা মুফতী শারীফুল হক আলাইহি রাহমাহ লিখেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর চুল মোবারক বরকত হাসিল করার জন্য নিজের কাছে বা বাড়িতে রাখা জায়েয। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু চুল মোবারক নিজের টুপির মধ্যে রাখতেন এবং ঐ টুপি মাথায় দিয়ে যুদ্ধ করতে যেতেন এবং তার মাধ্যমে সাহায্য খোঁজ করতেন। ইয়ামামার যুদ্ধে সেই টুপি মোবারক পরিধান করে গিয়েছিলেন যা ঘটনাক্রমে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হারিয়ে যায়। তখন তিনি সেই টুপির জন্য ভয়ানক হামলা করেছিলেন, যার ফলে কয়েক সাহাবী শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এরকম যুদ্ধ তার সাথীদের পছন্দ ছিল না। হজরত খালিদ বলেছিলেন, এত ভয়ানক হামলা আমি এই টুপির মূল্যের জন্য করেনি বরং তাতে নবীর চুল মোবারক ছিল বলে আমার মনে ভয় হল যে, যেন মুশরিকদের হাত না চলে যায়, সেই জন্যই আমি এরকম করেছি। বোঝাগেল যে চুল মোবারকের মতো যে সমস্ত জিনিসের সঙ্গে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্পর্শ হয়েছে এমন জিনিস বরকতের জন্য কাছে রাখা জায়েয। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উমদাতুল কারী শরহে বুখারী তৃতীয় খন্ড ৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাহাবীর এক জামায়াত বা দল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের রক্ত মোবারক পান করে ছিলেন। যার মধ্যে হজরত হাজজাম আবু ত্বায়বা এবং কোরায়েশের এক বালকও ছিল। এবং আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের নবী আলাইহিস সাল্লাম এর রক্ত মোবারক পান করে ছিলেন, এবং আবু রাফের স্ত্রী হজরত সালমা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের গোসল করার অবশিষ্ট পানি পান করেছিলেন। যার কারনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছিলেন, হে সালমা! আল্লাহ তায়ালা তোমার শরীরকে জাহান্নামের প্রতি হারাম করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামগণ জানতেন যে, কোরআনে মোকাদ্দাস এবং বহু হাদীসের মধ্যে রক্ত ও মুত্রের অপবিত্র বা হারাম হওয়ার বর্ণনা এসেছে কিন্তু এই হুকুম শুধুমাত্র উম্মাতের রক্ত ও মূত্রের ব্যাপারে। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর রক্ত মূত্র উম্মতির জন্য হালাল বা বৈধ এবং পবিত্র। এই জন্যই তো সাহাবাগন পান করেছেন অথচ নাবীয়ে পাক নিষেধ করেন নাই।

প্রশ্নঃ- যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর রক্ত ও মূত্র পবিত্র হল, তাহলে হুজুর অযু কেন করতেন ?

উত্তরঃ- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর ঐ সমস্ত জিনিস গুলো তাঁর জন্য নাপাক এবং না জায়েজ কিন্তু উম্মতের জন্য হালাল বা পবিত্র। যেমন যাকাত, ফেতরা, অশুর, গরিবের জন্য পাক বা হালাল কিন্তু এগুলো আবার মালিকে নেসাবের জন্য না জায়েয।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম সলাত ও সালাম শুনতে পান এবং সালামের উত্তরও দেন।

ابو داؤد شریف ص۲۷۹ باب زیارة القبور

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ یُسَلِّمُ عَلَیَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَیَّ رُوْحِیْ حَتّٰی اَرُدَّ عَلَیْهِ السَّلَامَ

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা কবর জিয়ারতের অধ্যায়

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেছেন; যখন কোন ব্যক্তি আমাকে সালাম করে তখন আল্লাহ তায়ালা তার সালাম আমার রুহ মোবারকে পৌঁছে দেন। এমন কি আমি তার সালামের উত্তর দিয়ে থাকি।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوْا بُیُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِیْ عِیْدًا وَ صَلُّوا عَلَیَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِیْ حَیْثُ كُنْتُمْ۔

আবু দাউদ শরীফ ২৭৯ পৃষ্ঠা কবর জিয়ারতের অধ্যায়।

অর্থঃ-হজরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, তোমরা নিজের ঘর গুলোকে কব্বর বানাইওনা ও আমার কব্বরকে ঈদের ময়দান তৈরী কোরো না, এবং আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো এই জন্য যে, তোমাদের দরুদ আমার দরবারে পৌঁছায়, তুমি যেখান থেকেই দরুদ পড়না কেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড পৃ নং-১১১-১১২ বাবো ফাদলিস সোজুদ

ক্বিয়ামতের প্রান্তরে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎও দর্শন হবে

ان ابا هُرَيْرَةَ اخْبَرَ هُمَا اَنَّ الناسَ قَالُوْايا رَسُوْلَ اللّٰهِ
هل نرى رَبَّنا يومَ القِيٰمَة قال هَلْ تُمَارُونَ فِىْ القمر
ليلةَ البدرليس دونهٗ سحابٌ قالوْ الا يا رسول الله
قال فهل تُمارُوْنَ فِىْ الشُمسِ ليْسَ دونها سحابٌ
قالُوْ الا ٢ قال فانكم تَرَونَهٗ كذلك يُحشَر الناسُ يوم
القِيٰمَة فيقول مَنْ كان يعبُد شيئافليَتَّبِعَهٗ فمنهم مَنْ
مَنْ يَتَّبع الشمسَ و منهم مّن يَتَّبع القمر و منهم من
يتَّبعُ الطَّواغِيُت وَ تَبْقٰى هٰذه الاُمَّهٗ فيها مُنا فِقُوْها
فيئاتيهم الله عزوجل فيقول انا ربكم فيقولونَ هٰذا
مَكاننا حتى يأ تيَنا ربُّنا فاذا جآء ربُّنا عَرَفناه
فياتيهم الله عزوجلّ فيقول انا ربُّكم فيقولونَ انتَ
رَبُّنا فيَدْعُوْهم و يُضرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرانى جَهَنَّمَ
فاكونُ اوّل مَنْ يجُوْزِ من الرُّسُلِ بامته ولا يتكلّمِ
يومئذٍ احدٌ الا الرُّسُلُ و كلام الرسُل يومئذٍ اللهُمَّ

سلِّمْ سلِّمْ و فى جَهنّم كلا لِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْد ان
هَلْ رأيتم شوك السَّعْدانِ قَالوا نعم قال فانها مِثلُ
شوك السَّعْدانِ غيرانَّهٗ لا يعلَم قد رَعِظَها الا الله
تخِطف الناس باعمالهم فمنهم من يُّبق بعَمَلهٖ و منهم
مَنْ يُخردُلُ ثم ينجو حتى اذا اردالله رحمة مَن اراد
مِن اهل النارامَرَ الله الملآئكة ان يُخْرِجُوا مَن كان
يعبد الله فيُخرِجونَهم و يعرفونهم باٰثار السجود
حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود فيخرجون
من النار فكلُّ ابن اٰدم تأكُلُهٗ اَلنارُ الا اثر السُّجود
فيخرَجونَ مِنَ النارِ قَد امِتَحَشُوا فيصبُّ عليهم ماءُ
الحيٰوهِ فينبُتون كما تنبُتُ الحِبَّهٗ فِىْ حَمِيْل السيل
ثم يفرُغُ الله مِنَ القَضآءِ بَينَ العِباد و يبقٰى رَجُلٌ بين
الجنةِ و النار وهو اٰخِر اهل النار
دخو لا الجنَّةَ مُقبلًا بوجههٖ قِبلَ النار فيقولُ يا ربِّ
اصْرِف وَجهى عن النار فقد قشبنى ريحُهَا واحرَقَنِى
ذَكاؤها فيقول هل عَسَيْتَ اِنْ فُعِلَ ذٰلِكَ بك اَنْ تسألَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

غَيرَ ذلك فيقولُ لا و عزتِك فيُعْطِى اللهَ عز و جلَّ ما
يشَّاءُ مِنَ عَهْدٍ و مِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ الله و جهَهٗ عن النا فاذ
اَقبَلَ بهٖ على الجنة رأى بهجَتَهَا سَكَتَ مَآ شَآءَ اللّٰهُ
اَنْ يَّسْكُتَ ثم قال يا رَبِّ قَدِّمْنِىْ عندَ باب الجنَّةِ فيقول
الله لهٗ اليسَ قد اعطيتَ العُهُوْدَ و المِيثاق اَنْ لا تسئَلَ
غيرَ الذى كنتَ سألتَ فيقولُ يا رَبِّ لا اَكُوْنُ اشقٰى
خَلقِك فيقولُ فما عَسَيتَ ان اُعطِيْتَ ذٰلِكَ ان لا تَسألَ
غَيرَه فيقول لا و عِزَّتك لا اسألك غَيرَ ذٰلك فيُعْطى ربَّهٗ
ما شآء مِنْ عهدٍ و ميثاق فيقدّمه الىٰ باب الجنّةِ فاذا
بلغَ بابَهَا فرأى زهرتهَا و ما فيها مِنْ النضرة و السرور
فيسكت مَا شآء اللّٰهُ ان يسْكُتَ فيقول يا ربِّ ادخِلْنِىْ
الجنَّةَ فيقولُ الله عزوجل و يحَكَ يا ابنَ اٰدَمَ ما اغَدَرك
اليس قد اعطيتَ العَهْدَ و المِيثَاق ان لا تسألَ غير
الذى اُعطيتَ فيقول يا ربِّ لا تجعلْنى اشقىٰ خَلقِك
فيضحَكُ الله منه ثمّ باذَنْ لهٗ فى دُخول الجنَّة فيقول

تَمَنَّ فيتمنّى اذا انقطعَ اُمنيتُهٗ قال اللّٰهُ عزو جل زدمِن
كذا و كذا اقبلَ يذكّره ربّه حتى اذا انتهتْ بهٖ الا مانِىُّ
قال الله لك ذٰلك و مثلُهٗ مَعَهٗ و قال ابو سعيد الخدرىّ
لابى هُرَيْرَة اِنَّ رَسُوْل الله ﷺ قال قال اللّٰهُ عَزَّ و جَلَّ
لك ذٰلك و عشرة امثالهٖ قال ابو هُرَيْرَة لم احفظه مِنْ
رسُوْل الله ﷺ الا قوله لك ذٰلك و مثلهٗ مَعَهٗ قال ابو
سَعِيد انى سمعته يقول ذٰلك لك و عشرة امثاله

সিজদার ফযীলত

অনুবাদঃ-(৭৬১) আবু হুরাইরাহ রাদীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত। একবার লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! রোজ কিয়ামতে আমরা কি রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখার ব্যাপারে তোমাদের কি কোন সন্দেহ আছে? সকলে যবাব দিল, না, হে আল্লাহ রাসূল! তিনি আবার বললেন, মেঘহীন আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমার কোন সন্দেহ আছে? সকলেই বলল, না। তখন তিনি বললেন, তেমনি স্পষ্টভাবেই তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে দেখাতে পাবে। রোজ কিয়ামতে সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। তারপর আল্লাহ বলবেন, দুনিয়ায় যে যার ইবাদাত করতে, সে তার সঙ্গী হয়ে যাও। সুতরাং কেউ সূর্যের সাথী হয়ে যাবে। কেউ চন্দ্রের সাথী হবে এবং কেউ খোদাদ্রোহী তাগুত ও শয়তানের সাথী হয়ে যাবে। বাকি থাকবে শুধু আমার এ উম্মত। অবশ্য তাদের মধ্যে মুনাফিকও থাকবে। এ সময় আল্লাহ তাদের নিকট এসে বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, এটা আমাদের স্থান যতক্ষণ না আমাদের রব আসেন ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকব। আমাদের রব আসলে আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পারব। অতঃপর মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের নিকট এসে বলবেন, আমি কি তোমাদের রব? তখন তারা সকলে বলবে, হ্যাঁ আপনিই আমাদের রব। অতঃপর জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি পথ খোলা হবে এবং আল্লাহ তাদেরকে আহ্বান করবেন। তিনি বলেছেন, রাসূলদের মধ্যে আমিই হব সর্বপ্রথম ব্যক্তি। যে তাঁর উম্মতদেরকে নিয়ে এ পথ অতিক্রম করবে। সেদিন কেবলমাত্র রাসূলরা ব্যতীত আর কেউ কথা বলতে পারবে না। আর রাসূলরাও শুধু হে আল্লাহ শান্তি বর্ষণ কর, শান্তি বর্ষণ কর বলতে থাকবেন। আর জাহান্নামের মধ্যে সা'দানের কাটা সদৃশ আঁক্রার মত থাকবে। তোমরা কি কখনও সা'দানের কাটা দেখেছ? সকলে বলল, হ্যাঁ দেখেছি। তিনি বললেন, জাহান্নামের আঁক্রাগুলো সা'দানের কাটার মতই। তবে তার বিরাটত্বের পরিমাণ আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জানা নেই। মানুষের আমল অনুরূপ তা দিয়ে টেনে বা থামচিয়ে ধরবে; সুতরাং আমল খারাপ হওয়ার দরুন কেউ এভাবে জাহান্নামে পতিত হবে। আবার কারও দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে; কিন্তু পরে সে পরিত্রাণ পাবে। অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামীদের প্রতি দয়া করতে চাইলে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন যে, যারা আল্লাহর ইবাদাত করত তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের কর। সিজদাহর চিহ্ন দেখে ফেরেশতারা তদেরকে চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ বান্দার সিজদাহর জায়গা দগ্ধকরা দোযখের উপর নিষিদ্ধ করে দিয়াছেন। তা দেখে জাহান্নাম হতে বের করা হবে; সুতরাং একমাত্র সিজদাহর স্থান ব্যতীত আদম সন্তানের সকল দেহই জাহান্নামের আগুনে দগ্ধিভূত হবে। তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করার সময় দেখা যাবে তারা কালবর্ণ হয়ে গেছে। তাদেরকে আবেহায়াত বা সঞ্জীবনী পানি দিয়ে গোসল করানো হবে। তাতে প্রবাহমান স্রোতস্বিনীর তীরে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়ে তরতাজা গাছ দ্রুত বেড়ে ওঠে, তারাও তেমনই দ্রুত তরতাজা হয়ে উঠবে। তারপর আল্লাহ বান্দাদের বিচারকার্য সমাধা করবেন। এ সময় একব্যক্তি জান্নাত লাভকারী সর্বশেষ জাহান্নামী জান্নাত ও জাহান্নামে মাঝে অপেক্ষামান অবস্থায় থেকে যাবে। ঐ সময় তার চেহারা থাকবে জাহান্নামের

দিকে। তাই সে ফরিয়াদ করবে, হে রব! জাহান্নামের দিক হতে আমার মুখটি শুধু ঘুরিয়ে দাও। তার বাতাস আমাকে বিষাক্ত করে দিয়েছে এবং আগুনের উদ্ধত শিখা আমাকে দগ্ধিভূত করে ফেলেছে। আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য এরূপ করা হলে পুনরায় আর কিছু প্রার্থনা করবে না তো? লোকটি বলবে, তোমার ইযযত ও মর্যাদার শপথ তা করব না। ও মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যত ইচ্ছা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি নিবেন এবং জাহান্নামের দিক হতে তার মুখ ঘুরিয়ে দিবেন। এরপর তার চেহারা যখন জান্নাতের দিকে ফিরানো হবে তখন সে জান্নাতের অভ্যন্তরস্থ সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দেখে বিমুগ্ধ হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা ততদিন লোকটি নীরব থাকবে। পরে এক সময় সে বলবে, হে রব! আপনি আমাকে জান্নাতের প্রবেশ পথের সম্মুখীন করে দিন। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি কি এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান কর নি যে, পূর্বেকার প্রার্থনা ব্যতিরেকে আর কিছু চাইবে না? লোকটি বলবে, হে রব! তোমার সৃষ্টিজগতে আমিই সর্বাধিক ভাগ্যহীন ও দুর্দশাগ্রস্ত হতে চাই না। তখন আল্লাহ বলবেন, এগুলো তোমাকে দেয়া হলে এটা বাদে আর কিছু চাইবে না তো? লোকটি বলবে, তোমার ইয্যত ও মর্যাদার কসম, এটা বাদে আর কিছুই চাইব না। অতএব তার রব তার নিকট হতে যেরূপ ইচ্ছা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহন করবেন এবং তাকে জান্নাতের প্রবেশপথের নিকটবর্তী করে দিবেন। লোকটি জান্নাতের প্রবেশপথের নিকটে পৌঁছলে তার প্রাণ প্রাচুর্যপূর্ণ শ্যামলিমা ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সে কিছুকাল মৌন হয়ে থাকবে। তারপর বলবে, হে আমার রব! আমাকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলবেন, হে বনী আদম! তোমার অকল্যাণ হোক। তুমি কিরূপ ওয়াদা ভঙ্গকারী! তুমি কি এরূপ ওয়াদা দাও নি যে, যা কিছু তোমাকে দেয়া হয়েছিল, তার বেশি আর কিছু চাইবে না? লোকটি বলবে, হে রব! আমাকে তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক দুর্ভাগা করও না। তার এ কথায় আল্লাহ হাসবেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে এবং (জান্নাতে প্রবেশেরপর) বলা হবে, তুমি আকাঙ্খা করো তখন সে আকাঙ্খ করবে। এমন কি তার আকাঙ্খাও তখন নিবৃত্ত হবে তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন, এগুলো আর এগুলো বেশি করে চাও। তার প্রতিপালক ঐ সময় তাকে ও গুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এমনকি এভাবে চেয়েও তার আকাঙ্খা শেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, এ পর্যন্ত যা চেয়েছ তা সবই তোমাকে দেয়া হল এবং তার সাথে আরও অনেক দেয়া হল। একথা (হাদীস) শুনে আবু সাঈদ খুদরী আবু হুরাইরাহকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) (এখানে) বলেছেন, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তখন বলবেন, এগুলো সকলই তোমার এবং এর মত আরও দশগুণ তোমাকে দেয়া হল।

মনের কথা অন্তরের ১০ টি দুর্বলতা

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ঃ-

১। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করেন না।

২। মুখে বলেন মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে ভালোবাসি কিন্তু তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করেন না।

৩। কুরআন পড়েন, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করেন না।

৪। আল্লাহর সমস্ত নেয়ামত ভোগ করেন, কিন্তু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না।

৫। স্বীকার করেন শয়তান আপনার শত্রু, কিন্তু তার বিরুদ্ধাচরণ করেন না।

৬। জান্নাত পেতে চান, কিন্তু তার জন্য আমল করেন না।

৭। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চান, কিন্তু সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেন না।

৮। বিশ্বাস করেন যে প্রতিটি জীবনকে মৃত্যু বরণ করতে হবে, কিন্তু আখিরাতে জবাবদিহি করার কথা ভুলে যান।

৯। পরনিন্দা ও গীবত করেন কিন্তু নিজের দোষ-ত্রুটি ভুলে যান।

১০। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে আসেন কিন্তু তা থেকে কোনও শিক্ষা গ্রহণ করেন না।

সুতরাং আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। এবং ঈমান ও আকিদাহ ঠিক রেখে আল্লাহ ও রসুলের বানী কুরআন ও হাদীসের প্রতি আমল করে যেতে হবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের কলমে প্রকাশিত

(১) আহাদীসে সাহীহা সে ইলমে গাইব কা সোবুত - উর্দু।
(২) সাহীহ হাদীসো কি রৌশনী সে রোয মাররাকে জারুরী মাসাইল - উর্দু।
(৩) ফাযাইলে দোওয়া সহীহ হাদীসের আলোতে।
(৪) সহীহ হাদীস ও জরুরী মাসাইল।

প্রাপ্তিস্থাণ

১) গাওসিয়া লাইব্রেরী- মেছুয়া বাজার কোলকাতা
২) ইসলামিয়া বুক ডিপো চাঁন্দনী মার্কেট কালিয়াচক মালদাহ
৩) কালিমিয়া বুক ডিপো- কালিয়াচক মালদা
৪) নুরী বুক ডিপো- রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
৫) রেজা লাইব্রেরী- নলহাটি বীরভূম
৬) সাঈদ বুক ডিপো- কলিয়াচক মালদা
৭) নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো- কালিয়াচক মালদা
৮) মুফতি বুক হাউস রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
৯) মাদ্রাসা জামিয়া গওসীয়া আশরাফীয়া (বড়রা) বীরভুম
১০) আযহারী পুস্তাক ভান্ডার (উধয়া চৌক রাজমহল)
১১) হাজী বুক স্টোর (রঘুনাথগঞ্জ মর্শিদাবাদ)
১২) ফায়যানে ক্বাদেরী বুক স্টোর (দরগাডাঙ্গা) মাজার শরীফ(রাজমহল)

Pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক
হাফিজ ক্বারী মৌঃ মোঃ মুসলিম রেজা রেজবী
সহ শিক্ষক মাদ্রাসা গাওসিয়া মঈনিয়া সুন্নিয়া সুন্দোরপুর বড়ুয়া, মুর্শিদাবাদ
Mob.- 9733438213

নিউ কালিমীয়া বুক ডিপো
৫তলা মসজিদ রোড (সোনালী মার্কেট) কালিয়াচক, মালদহ।
Mob.- 9733417841, 9733330555
Email - kalimiabookdepot@gmail.com

Rs. 90.00